ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টাবিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

অষ্টাবিংশতিতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক—পঁচাত্তর টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2022]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-94394-16-2

: পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি,২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

অষ্টাবিংশতিতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৭৮ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইতেছে। ইহা তাহার অষ্টাবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,

(ক) সাময়িক-পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সময়কালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জন-সাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য পত্রগুলির পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে সপ্তবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

"ধৃতং প্রেম্না'র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে," কেহ কেহ লিখিয়াছেন—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্য পুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, 'ধৃতং প্রেম্না'র পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

নিবেদন

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই আজ আনন্দ ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" অষ্টাবিংশতিতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি,— আশ্বিন, ১৩৭৮ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(অষ্টাবিংশতিতম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধর্ম্ম আচরণের জিনিষ, আলোচনার জিনিষ নহে। তবে যেরূপ আলোচনার দ্বারা আচরণের সহায়তা নিশ্চিতই হইবে, তদ্রূপ আলোচনা ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। অনেককে নানা ধর্ম্মকথা বলিতে শুনা যায়, যাহারা ঐ কথাগুলিকে আচরণের মধ্যে রূপদানে চেষ্টিত হন না। এরূপ ধর্ম্মকথার মূল্য কতকটা সাহিত্যিক রসসৃষ্টি মাত্র। জীবনকে উন্নতির মুখে প্রধাবিত করিয়া নিয়ত সৎকর্ম্মানুশীলনের সহিত বিধৃত করিয়া রাখে যেই সৎকর্ম্ম, তাহার নাম ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাচরণ।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

ধর্ম্মের সেরা কথাটী পরমেশ্বরের অস্তিত্বে, কর্ত্তৃত্বে, মহত্ত্বে, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বে ও প্রেমময়ত্বে বিশ্বাস। ভগবানের নামের সেবা করিতে করিতে এই বিশ্বাস স্বভাবজাত সম্পদের ন্যায় জীবনে ও মরণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এই জন্যই নিয়ত উপদেশ দেই যে, যে যতটুকু পার, একাগ্র মনে পরমেশ্বরের নাম কর। নামে প্রেম জাগিবে, শান্তি আসিবে, তৃপ্তি পাইবে, সকল পিপাসা মিটিবে, সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসান ঘটিবে। প্রেম হইতেই প্রকৃত সুখোদয় ঘটিয়া থাকে। নামের প্রকৃষ্ট লভ্য প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭

(২-১১-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি বৎসরাবধি মৌনব্রতী হইয়া আছ জানিয়া সুখী হইলাম। মৌন এক সুমহৎ তপ। ইহা দ্বারা মনের বহির্ম্মুখতা নাশপ্রাপ্ত হয় এবং অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ ঘটে।

মৌনকালে যশোলাভের চেষ্টা এবং অযথা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিবে। মৌনকালে কাহারও সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার চর্চ্চা করিবে না। মৌনকালে শারীরিক ও মানসিক চঞ্চলতার বর্দ্ধনকারী কোনও ব্যাপারে এক কণাও সংস্রব রাখিবে না। সকল সময়ে মনে রাখিবে, মৌন এক তপস্যা, ইহা লোক দেখাইয়া বাহবা নিবার জন্য নহে। মৌনকালে অবিরাম পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্রতম নাম স্মরণ করিবে এবং যখন মন নাম হইতে বিযুক্ত থাকিবে, তখন কেবল জগতের মঙ্গলসঙ্কল্প করিতে থাকিবে।

মৌনকালে ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং প্রেম সবই কখনো কখনো অতিরিক্ত মাত্রায় তোমার উপরে চাপ দিবার চেষ্টা করিতে পারে। সেই সময়ে শক্ত এবং সংযত থাকিতে হইবে। প্রেমই জীবনের পরম লভ্য এবং চরম প্রাপ্তি কিন্তু নিম্নতর স্তরে স্থিতিকালে প্রেম প্রায় সর্ব্বদাই কামে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তখন মহাতাপসেরাও হঠাৎ করিয়া নিদারুণ ভুল করিয়া বসেন। এই জন্যই মৌনকালকে সদ্যোজাত শিশুর মতন চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী দিয়া পরিরক্ষণ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৩)

হরিওঁ পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মানুষ-মাত্রেরই সহিত সম্প্রীতির অনুশীলন করিয়া চলিবার চেষ্টা তোমাদের প্রতিজনকে করিতে হইবে। ইহা প্রধানত মানসিক এক অধ্যবসায়, বাহ্য নানাবিধ কর্ম্মের সহিত ইহার একটী সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। প্রেমের বলে নিখিল বিশ্বকে আপন করাই তোমাদের সাধনা, একথা কদাচ ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৭
(৫-১১-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সাত দিন পূর্ব্বে লিখিত পত্র অদ্য পাইলাম।

* * * লক্ষ্য করিয়া সুখী হইলাম যে, যাহা আমি ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এত বৎসর পরে তোমরা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতেছ। এই উপলব্ধি হইতেই তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক কুশল এবং সাংঘিক জীবনের সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠা ঘটিবে। বিশ্বাস দৃঢ় হইলে তবে মানুষ সত্য বস্তুর সত্য ব্যাখ্যা পায়।

পরমেশ্বর সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা বোঝেন না, পরমেশ্বরকে এতটা বোকা ভাবা অন্যায়। তিনি অশুদ্ধ সংস্কৃত দেখিয়া ক্ষেপিয়া পাগলা যাঁড়ে পরিণত হইয়া যান, ইহা ভাবাও নিদারুণ মুর্খতা। গুরু-নানকের কথিত কোনও একটী সংস্কৃত মন্ত্রকে অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর এক ভারত-বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক কটাক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুনানক যে ধর্ম্মবল, যে সামাজিক সংহতি, যে সাংঘিক ঐক্য এবং যে সামূহিক অধ্যবসায়ের অনুশীলনকে নিজ শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির বিবুধ-পুঙ্গবেরা কেহ নিজেদের শিষ্যবর্গের মধ্যে তাহা করিবার দুরাশা পোষণের দুঃসাহসটুকুও রাখেন না। অনুস্বার-বিসর্গের বিপুল বিতর্ক যেখানে সত্যিকারের শক্তিশালী কোনও জাতি গড়িতেই পারিল না, সংস্কৃত-ব্যাকরণের দুর্গম অরণ্যে অসতর্ক-পদসঞ্চারকারী গুরু-নানক সেখানে শক্তিমত্তার, ভুজবীর্য্যের কৃতিত্বসমুজ্জ্বল সংঘবলের অপরূপ লীলা দেখাইয়া বিশ্বকে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

চমৎকৃত করিলেন। সংস্কৃত হইতেছে জগতের একটী পরমশ্রেষ্ঠ ভাষা, যাহা বিশুদ্ধ রূপে পড়িতে, কহিতে, লিখিতে শিক্ষা করা প্রত্যেকের পক্ষেই গৌরবজনক ও লাভবর্দ্ধক কিন্তু সংস্কৃত না জানিলে বা ভুল সংস্কৃত বলিলে বা লিখিলে পরমেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ করিবেন, এমন নির্ল্লজ্জ ফতোয়া নিতান্ত মূঢ় ধর্ম্মান্ধেরাও কখনো দিতে সাহসী হয় নাই।

হরি-ওঁ ভুল নহে, ইহা একেবারে খাঁটি ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত। ইহাকে খাঁটি বাংলাও বলিতে পার। হরিওঁ বলিতে আমি কি বুঝিয়াছি, তাহা বহু বৎসর পূর্ব্বে কহিয়া রাখিয়াছি। কঠোর বৈষাকরণিক বিচারেও ইহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্র। উপনিষদাদিতে ইহা হরিঃ-ওঁ এই বিসর্গযুক্ত রূপে প্রকটিত হইলেও বিসর্গের তাৎকালিক উচ্চারণ আধুনিক কালে প্রচলিত নাই। যে উচ্চারণটী বর্ত্তমান কালে বহুল-প্রচলিত, তাহা কতকটা 'হরি হি ওম্' বা 'হরিহ্ ওম্' এর মত হয়। ইহা শ্রুতিসুখকর নহে। যে মন্ত্র একাধারে মন্ত্র এবং সঙ্গীত, তাহার শ্রুতিসুখ-সম্পাদকতা না থাকিলে তাহা অসার্থক হয়। এই জন্যই একদা এক গুরুতর মুহূর্ত্তে সম্বৎসরের মৌনী এক কণ্ঠে পরমেশ্বর সুরলয়-সহযোগে উচ্চারণ করাইলেন,—হরিওম্, হরিওম্, হরিওম্, হরিওম্। মন্ত্র আসিল প্রথমে গীতধ্বনির মধ্য দিয়া, তার বহু পরে বৈয়াকরণিক আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইল যে, ওম্ একটী

অব্যয়, হরি তাহার বিশেষণ, অব্যয় শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নিজেরই স্বভাবে, এবং ইকারান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ হইলে প্রথমায় বিসর্গ হয় না, দ্বিতীয়ায় ম্‌কার হয় না, তাহা অবিকৃত হরি শব্দই থাকিয়া যায়। পরমেশ্বরের লীলা অনুগত ভক্তের কণ্ঠে বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওঁ উচ্চারণ করাইল আর বৈয়াকরণিক ইকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের সুপ হইতে তাহার বিসর্গ-বর্জ্জিত নিসর্গ-শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল। কিন্তু দার্শনিক তাহার আগেই আসিয়া বলিয়া গেল, হরি কোনও শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারী দেবতা-বিশেষ নহেন, হরি একটী বিশেষণ, ইহার অর্থ সর্ব্বপাপ-হরণকারী, সর্ব্বতাপ-বিনাশকারী, সর্ব্বাপরাধে মোক্ষদাতা। ওম্ ইহার দ্বারা উপলক্ষিত বিশেষ্য মাত্র। ওম্ই প্রধান, বিশেষণ হরি তাহার গুণবর্ণন করিতেছে।

সংস্কৃত শাস্ত্রাবলির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভিবাদনকারী সাধু ও পণ্ডিতবর্গ আমার নমস্যস্থানীয় বলিয়া আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশের পূর্ব্বসংস্কারের প্রতি অনুরাগের আত্যন্তিকতা সহজ সরল জিনিষকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণে কখনো কখনো বাধা দিতেছে। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক আত্মপ্রসারণের পথে পক্ষাঘাতকণ্টক নিক্ষেপকারী। সত্যের স্থান বক্ষে, রসনায় নহে, সত্যের স্থান অনুভূতিতে, ব্যাকরণে নহে,—এই জন্যই হরিওঁ মহানাম

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আপনা আপনি দাবানলের ন্যায় দেশে বিদেশে নানা দিগন্তে অবিরাম বিস্তার লাভ করিতেছে। কাহারও প্রতি ঈর্য্যান্বিত হইয়া নহে, কাহারও প্রতি উগ্র বা রুষ্ট হইয়া নহে, কাহারও অপ্রীতিকর উক্তি বা অশোভন ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নহে, বিশ্বমানবের প্রতি অনাবিল প্রেমের পেলব-স্বভাবে আরূঢ় হইয়া তোমরা সর্ব্বত্র হরিওঁ নামগান গাহিয়া যাও। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যদি যোল নাম বত্রিশ অক্ষরের নামের পর্য্যায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া কোনও অন্যায় না করিয়া থাকেন, তবে আমিও প্রচলিত হরিঃ ওম্ মন্ত্রকে বিসর্গহীন হরিওমে পরিণত করিয়া কোনও অন্যায় করি নাই। ইহা আমার স্বার্থের দাবী নহে—ইহা আমার আর্য অধিকার।

ভারতীয় জীবন দীর্ঘকাল ধরিয়াই দিব্যায়নের দাবী করিতেছে। কিন্তু দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির দিকে তাকাইয়া সমাধানের সর্ব্বাবয়ব প্রয়াস হয়ত পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্যক্তি যখন নিজের উপরে দাঁড়াইয়া সমাধান-চিন্তা করে, তখন তাহাতে অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া হইয়া আসিয়াছেও তাহাই। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ-রূপে পরমেশ্বরকৃপায় আশ্রিত হইয়া তাঁহার নির্ভুল প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত

বিচার-বুদ্ধি ও গাবেষণিক প্রতিভাকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া যেদিন সম্পূর্ণ-রূপে ঈশ্বর-নির্ভর জীবনের উপরে দাঁড়াইলাম, সেদিন আমার দেহের, মনের, প্রাণের, ওষ্ঠের, শ্রুতিশক্তির অজ্ঞাতে এক অব্যক্ত সহসা ব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল—অভিক্ষা-রূপে। ইহা আত্মাহঙ্কারের বিজৃম্ভন নহে, নিজের মতকে দেশের বুকের উপরে জোর করিয়া চালাইয়া দিবার ষ্টীম-রোলারও নহে। স্বভাবের গতিতে ইহা আস্তে আস্তে রূপায়ণের পথে চলিয়াছে এবং নানা অঞ্চলে নানা মনীষীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। হরি-ওমের ব্যাপারটাও ঠিক তাহাই। সর্ব্বতো-ভদ্রকামী নিষ্কাম সেবক নিজেকে পরমেশ্বরের পায়ে অর্পণ করিয়া দিয়া কেবল সহজ প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছিল যে, কোথায় কিভাবে সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের সর্ব্বমতাবলম্বীর পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য একটী ফরমুলা পাওয়া যাইবে, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া বিসর্গ-বর্জ্জিত একটী মঙ্গলময় নাম নিজেই যেন জোর করিয়া শূন্যমনা সাধকের কণ্ঠে আপ্তমন্ত্র রূপে উচ্চারণ করাইলেন, বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওঁ। ভারতের উপকূলে বেদ-মন্ত্রসমূহ সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে আছাড় খাইয়াই আসিয়া ছন্দোবদ্ধ উদ্গীথ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সঙ্গীত-শাস্ত্র এই জন্যই আমার নিকটে এক অত্যদ্ভুত রহস্যময় বস্তু, যাহা ধ্বনির ব্যঞ্জনাকে কেবল আকাশে বাতাসে ছড়াইয়াই ক্লান্ত হয়

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

না, যাহা ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধিময়ী মূর্চ্ছনায় পরিণত করিয়া অন্তরের অন্তরে সত্যকে বিনা তর্কে, বিনা জিজ্ঞাসায়, বিনা পুরুষকারে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপনিষদীয় বিসর্গযুক্ত হরিঃ-ওমের হরি শব্দের অর্থ কি? বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন রূপে কহিতে শুনিয়াছি। কেহ কেহ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পৌরাণিক এক পরমপুরুষকেও ইহার মধ্যে দেখিয়াছেন। বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওমের হরি শব্দের অর্থের ভিতরে সর্ব্বপাপের, সর্ব্বতাপের, সর্ব্বভাবের হরণকারী অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও আমি দেখি নাই। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি বিচিত্রতা লইয়াও যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি পৌরাণিক ব্রহ্মার, পৌরাণিক বিষ্ণুর, পৌরাণিক মহেশ্বরেরও নিত্যবন্দ্য পরমমহাপুরুষ, একমাত্র তাঁহাকে ছাড়া বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওমের ভিতরে আমি অপর কাহাকেও কদাচ দেখিতে পাই নাই। এই কারণেই বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওঁ নাম কীর্ত্তন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর, সর্ব্বপথানুসারীর, সর্ব্বমতানুবর্ত্তীর পক্ষে স্বভাবত এবং সহজে গ্রহণীয়। বিসর্গযুক্ত হরিঃওম্ যদি হিন্দু ধর্ম্মের একটী শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হইয়া থাকে, তবে বিসর্গ-বর্জ্জিত হরিওঁ বিশ্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য।

তোমরা প্রেম সহকারে হরিওঁ মহানাম কীর্ত্তন করিয়া যাও। বিশ্বের সকলের সহিত সকলের মৈত্রী হউক, এই কামনা নিয়া কাজটুকু কর। তোমাদের ধর্ম্মসঙ্ঘ অন্য সঙ্ঘগুলির উপরে

দিগ্বিজয়ী হউক, এই জাতীয় রাজসিক কামনা অন্তরে রাখিও না। বিশ্বের সকল মত সকল পথ নিজ নিজ বিশিষ্টতা প্রয়োজন-মত করিয়াও একে অপরের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমসহকারে আলিঙ্গনাবদ্ধ হউক, হরিওঁ-কীর্ত্তন-কালে ইহাই তোমাদের অভীপ্সা থাকিবে। হরিওঁ কীর্ত্তন দিয়া তোমরা কাহাকেও ত্যক্ত-বিরক্ত করিতে চাহিও না। হরিওঁ কীর্ত্তনের সুসংযত সুমধুর রোলে তোমরা কোটি কোটি মানব-মানবীর হৃদয় জয় করিবে, এই আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন তোমাদের মধ্যে ঘটুক। হৃ ধাতু হইতে হরি শব্দটীর উৎপত্তি। হৃ মানে আহরণ করা, সংগ্রহ করিয়া একত্র করা, দূর হইতে টানিয়া নিকটে আনা, পরকে আপন করা, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা। ভালবাসার মন্ত্রগান করিতে গিয়া বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেখিয়া কাহারও হৃৎকম্প ঘটিবার সঙ্গত কারণ নাই। কারণ, দেশ কালের সহিত সঙ্গতিহীন, ভাবী ভারতের কল্পমূর্ত্তির সহিত সামঞ্জস্যবর্জ্জিত হুঙ্কার ব্যর্থ শ্রমেই পরিণত হইবে। ব্যাকরণ ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখে নাই, ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখিয়াছে ব্যাকুল ভক্তকুলের ঈশ্বরানুগত প্রাণ। তোমরা ব্যাকুল হও, তোমরা ভক্ত হও, তোমরা ঈশ্বরানুগত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৭
(৯-১১-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গুরুভাইবোন্‌দিগকে ত্যাগপ্রবুদ্ধ করিতে পারিলে না বিধায় শ্রমদানের সময়ে মনের আশা পূরাইয়া সহায়তা করিতে সমর্থ হইলে না বলিয়া আফশোষ করিয়াছ। অনেক কিছু করিবার যখন তোমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তখন অল্প কিছু করিতে পারার মধ্যে একটু আফশোষ থাকা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যেখানে কেহই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত নহে, সেখানে কেহ কেহ যে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, ইহাও কি একটা আশ্বাসের কথা নহে? চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সকলেই সৎকার্য্যে সহায়ক হইবার জন্য আগ্রহ করিয়া আগাইয়া আসে কিন্তু কেহ বা অধিকাংশে পিছনে পড়িয়া রহিল বলিয়া দুঃখ বা হতাশার চর্চ্চা করিয়া লাভ নাই। প্রবল আশাযুক্ত মনে দৃঢ় পদে পথ চলিতে হইবে, ভবিষ্যতের সদনুষ্ঠানগুলির পরিপূর্ণ সাফল্যের মুখ তাকাইয়া। এবার যেখানে যাহার দ্বারা যাহা হইবার হইল, যাহা হইল না বরং হইলই না, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আশাহত না হইতে হয়, তাহার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিতে

এখনই নামিতে হইবে। দল বাড়াইবার দিকে রুচি কমাইয়া দাও। সৎলোক ছাড়া কাহাকেও দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, এই পণ কর। দীক্ষা গ্রহণের পরে একজনকেও সাধন-কর্ম্মে অনাদর করিতে বা উদাসীন থাকিতে দেওয়া হইবে না, এই বিষয়ে সকলে কর্ম্মতৎপর হও এবং এই চেষ্টার ধারাবাহিক প্রয়োগের দ্বারা চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে কলুষমুক্ত, সঙ্কীর্ণতাবর্জ্জিত, কার্পণ্যহীন ও উদার কর। কে আজ কি করিল না, ইহা একটা প্রশ্নই নহে, কাহাকে দিয়া অদূর ভবিষ্যতে এবং সুদূর ভাবী কালে কি করাইতে হইবে, একমাত্র তাহাই তোমাদের বিবেচ্য হউক।

প্রাচীন ভারতবর্ষ আমাদিগকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা আমরা পূর্ণতঃ গ্রহণ করি নাই। যতটুকু গ্রহণ করিয়াছি বা করিতে পারিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনের পরম সম্পদ হইয়াছে। ভোগলুব্ধ-মনকে ত্যাগশীলতায় মণ্ডিত করিবার অনুশীলন-চেষ্টাই ভারতীয় সাধনার মূল কথা। শুধুই ভোগ ভারতীয় জীবনের কখনও আদর্শ ছিল না আর ত্যাগকে যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা কোনও সাম্রাজ্যবাদীর চর বা এজেন্টও ছিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনে ত্যাগের অনুশীলন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ সুফল-স্বরূপে শান্তিকে স্পষ্ট আস্বাদন করিয়াই উপদেশ করিয়াছিলেন যে,—ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই সুখ।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কিন্তু সাধনহীনের জীবনে ত্যাগ আসে না। আসিলেও সে তাহার সুখ, তাহার তৃপ্তি, তাহার শান্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য তোমরা জনে জনে সাধন-বিষয়ে উৎসাহ বিতরণ করিয়া চল।

* * * * জগতে চরিত্রবলই প্রধান বল এবং সংঘবল ইহার সহিত যুক্ত হইলে যে-কোনও জাতি বা সমাজ নিমেষমধ্যে মহাবলী হইয়া উঠিতে পারে। প্রত্যেকে চরিত্রবলের দিকে দৃষ্টি দাও। সত্য বলিবে, সৎকাজ করিবে, প্রাণ দিতে হইলেও সৎপ্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করিবে, সৎকার্য্যে সর্ব্বদা সাধ্যনত সহযোগ প্রদান করিবে, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির চর্চ্চা করিবে, অন্যদের প্রতি উদার সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করিবে, অপরের ন্যায্য ধনে লোভ করিবে না, নিজের ন্যায্য অর্জ্জনে শ্রমকাতর হইবে না,—এই সব পালন করার নাম হইতেছে চরিত্র-সাধনা। নিজ অবস্থানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সংযমের অনুশীলন করিয়া যাওয়া চরিত্র-সাধনার প্রকৃত পরিশ্রেক্ষী। তোমরা প্রত্যেকে প্রাণপণে চরিত্রবান্ হইবার চেষ্টা কর এবং সকলে সকলকে চরিত্রবান্ হইতে সহায়তা কর। জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান আজই শেষ হইয়া যায় নাই। অতীতে যে সকল সুমহৎ অনুষ্ঠান করিয়া তোমরা ব্যক্তিগত ভাবে বা যৌথভাবে যশস্বী হইয়াছ, তাহার শতগুণ যশঃপ্রদায়ী অনুষ্ঠান তোমাদের কাছে আগাইয়া আসিতেছে। অতীত ভুলিয়া

সেই বিরাট বিশাল ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেকে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

সৎকার্য্য করিবার যাহার প্রকৃত সদিচ্ছা আছে, তাহার উপায়ের কখনো অভাব ঘটে না। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত সদ্যঃসমাপ্ত শ্রমদানে দেখিয়াছি। অথবা দেখিয়াছি কেন বলিব, দেখিতেছি। বাঁকুড়ার কুস্থলিয়ার ছেলেরা এখনো আশ্রমে জোঁকের মত বসিয়া আছে শ্রমদান করিবে বলিয়া। আমার পায়ের আঘাত অনেকটা আরাম হওয়াতে আমি একদল কর্ম্মী নিয়া বিদ্যাসাগর-বাগে জল চালাইবার ব্যয়বহুল পাকা পয়ঃপ্রণালী গাঁথার কাজ করাইতেছি আর সাধনা আর-একদল শ্রমদানী-কর্ম্মী লইয়া ছয় মাইল দূরে চাশ-বাজারের উপরে অবস্থিত জমিতে ছাড়-দেওয়াল গাঁথিবার কাজ দেখিতেছে।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আমিও এখানে মাঠে বসিয়া আহার করি, সাধনাও ওখানে মাঠে বসিয়াই আহার করে। সকল কর্ম্মীদের আহারীয় ট্র্যাকটারে করিয়া ইট এবং অন্যান্য সরঞ্জামের সহিত আশ্রম হইতে সেখানে যাইতেছে। কাজ করিতে ভাল লাগে, তাই খোঁড়া পা নিয়াও কাজ করাইতে ছুটিয়া যাইতেছি। সাধনা ত' হাঁটুর ব্যাথায় আমার চেয়েও চতুর্গুণ কাতর কিন্তু সমস্ত শ্রমদানটা সে নির্ভয়ে চালাইয়া লইয়া গেল সেই সময়ে, যখন আমি পনের দিন ধরিয়া পায়ের ব্যথায় গৃহাশ্রয় করিয়া অসহ্য এক বিশ্রাম বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতেছি। ইহাই আমাদের জীবন, যেখানে কর্ত্তব্যের সহিত অবসরযাপনের কোনও আপোষ-রফা নাই। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে ক্লেশসাধ্য হইলেও কর্ত্তব্য যে করিয়া যাইবেই, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

প্রত্যেককে কর্ত্তব্য চিনিয়া নিতে সাহায্য কর। প্রত্যেককে কর্ত্তব্য পালনে মনযোগী কর। প্রত্যেককে বৃথা-উচ্ছ্বাস পরিহারে প্রেরণা দাও। প্রত্যেককে প্রেমসমুজ্জ্বল প্রজ্ঞা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত কর। প্রত্যেকের কোষ-বদ্ধ কৃপাণ কোষমুক্ত হউক, প্রত্যেকে কর্ম্মপরায়ণ হউক। * * *

বাঁকুড়ার কথা লিখিয়াছি ত'? একটু বিস্তারিত বিবরণ তোমাদের জানা প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলায় আমি প্রথম প্রকাশ্য পদার্পণ করি অনেক বৎসর আগে, অখণ্ড-সংহিতা খুঁজিলে তারিখটা পাইবে। কিন্তু বাঁকুড়া জাগে নাই। বাঁকুড়া জেলায়

আমার ব্যাপক কর্ম্ম ও প্রভাব সুরু হইল 'অ' আর 'আ' দিয়া। কুস্থলিয়ার অতুল চট্টোপাধ্যায় আর আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীর সহিত যতদিন না পরিচয় হইল, ততদিন বাঁকুড়া ঘুমন্ত ছিল। অ-আ দিয়া যে কাজ সুরু হইল, শ-ষ-স-হ প্রভৃতি দিয়া সে কাজ এক বিরাট আশ্বমেধিক পর্ব্বে উদ্‌যাপিত হইবে বলিয়া মনে মনে আশা পোষণ করিতেছি। যে আশা বাঁকুড়া সম্পর্কে করিতে পারি, সে আশা তোমাদের জেলাতে 'হ' দিয়া আরম্ভ করিয়া কেন করিতে পারিব না? তোমরা নিরুৎসাহ না হইয়া কাজে নামো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, মণ্ডলীকে শক্তিশালিনী করিতে হইলে নিজের আদর্শানুগত্যকে একেবারে খাঁটি জিনিষে পরিণত করিতে হইবে। মেকী মাল অন্য বাজারে চলিলেও ধর্ম্মের বাজারে চলিবে না। তোমরা ধর্ম্মানুগত হইয়াছ বলিয়াই

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মণ্ডলী-স্থাপন-কর্ম্মটী সম্ভব হইয়াছে। মণ্ডলী কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। ইহার কাজে সর্ব্বদা সাত্ত্বিকতা বিরাজ করিবে, ইহাই আমরা আশা করিব। মন তোমাদের সাত্ত্বিক হইলে অকর্ত্তব্য হইতে কর্ত্তব্যকে চিনিয়া ও বাছিয়া লইতে ক্লেশ হইবে না। * * * একাকী যে কাজ করা সম্ভব নহে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সে কাজ দশজনে মিলিয়াই করিয়াছে। একটী হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণই হউক আর একটী যুদ্ধের পরিচালনাই হউক, একাকী কেহ তাহা করিতে পারে না বলিয়া দশজনকে আনিয়া সে কাজে যুক্ত করিতে হয় এবং হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। সে কাজ যদি তোমাদের কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে না হয়, তবে সকলের সমভাবে মিলনের বাধাটী কোথায় রহিল? যখন একজনের স্বার্থে বহুজন আত্মবলি দিতে বাধ্য হয় সামঞ্জস্যের অভাব তখনই ঘটে। মণ্ডলীর ভিতরে তোমরা কেহ নিজেদের কণামাত্রও ব্যক্তিস্বার্থ রাখিও না, ধর্ম্মার্থে এবং প্রকৃত শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থে তোমরা জলাঞ্জলি দিও। দেখিবে, সদ্দৃষ্টান্তেরই বলে দেখিতে না দেখিতে এই সাত্ত্বিক ত্যাগভাগ অপর সকলের মনে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে।

সংসারে নিয়ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে নিয়া কত কলহে মাত। মণ্ডলী এমন একটী আশ্রয়-নীড় হউক, যেখানে আসিলে কলহ-তিক্ত বিরক্ত মন সম্প্রীতির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে

পারে। মনে রাখিবে, ইহা অখণ্ডমণ্ডলী, এখানে কলহের প্রবেশাধিকার নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কতকগুলি লোক আছে, যাহারা আমাকে অত্যন্ত ঘন ঘন পত্র লেখে। কেহ সপ্তাহে দুইখানা, কেহ সপ্তাহে তিনখানা। কেহ কেহ ত' সপ্তাহে দুইখানা করিয়া টেলিগ্রামও করে। ইহারা মনে করে যে, আমাকে ঘন ঘন পত্র লিখিলেই আমার পরমভক্ত বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়। কোনও উল্লেখযোগ্য সৎকর্ম্মের মধ্যে ইহাদিগকে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না কিন্তু ইহাদের চিঠির তাড়া পড়িতে পড়িতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া যায়। এই সব অন্ধদিগকে জানাইয়া দাও যে, এত সহজে আমার স্নেহ বা প্রীতি আকর্ষণ করা যায় না। আমার যে সহজ প্রীতি জীবমাত্রেরই প্রতি প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, তাহার জন্য কাহারও পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সহজ প্রীতিধারাকে প্রীতির বন্যায় পরিণত করা যায় এবং তাহার জন্য চাই তদুচিত কর্ম্ম, ত্যাগ এবং ঈশ্বরানুগত্য। কেবল সাহিত্যিকতাপূর্ণ সরস ভাষায় পত্র লিখিলেই আমার মন ভিজে না।

ঠিক্ উহার বিপরীত আচরণ দুই একজনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া মনের সমস্ত আফশোষ মিটিয়া যায়। অদ্য একখানা মানিঅর্ডার কুপনের লেখা পাঠ করিয়া যুগপৎ মুগ্ধ ও সন্ত্রস্ত হইলাম। মানিঅর্ডার-প্রেরক শিলং এর এক ফুসফুসের রোগ-সম্পর্কিত হাসপাতালের শয্যাশায়ী রোগী। লিখিয়াছে, শ্রমদানে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিতে পারিল না বলিয়া রুগ্ন অবস্থায় নিজ পথ্যাদি হইতে কিছু অর্থ বাঁচাইয়া মানিঅর্ডারটী সে করিল। উত্তরে লিখিলাম,—"এই অবস্থাতেও যে তুমি অর্থার্ঘ্য প্রেরণ করিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য। তোমার ত্যাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তবে, আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, রুগ্নাবস্থায় পথ্যাদি হইতে অর্থ বাঁচাইবার এইরূপ চেষ্টা আর করিও না।" কতখানি প্রাণের আবেগ থাকিলে মারাত্মক ব্যাধির রোগী নিজ পথ্য হইতে পয়সা বাঁচাইয়া সৎকর্ম্মে প্রেরণ করে, ভাবিয়া দেখ ত'।

এইরূপ অকৃত্রিম যাহাদের প্রাণের আবেগ, তাহাদের লেখনীমুখে কাব্য ঝরে না, তাহাদের রসনায় অভিধানের যাবতীয় সুললিত শব্দগুলি ধ্বনিত হয় না, প্রাণ দিয়া তাহারা

অনুভব করে, গোপনে তাহারা সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া আদর্শের সেবা করে। কবে তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে এই অনাবিল সুদৃষ্টান্ত রূপবন্ত হইয়া উঠিবে, বল ত! বেশী কথা কহিলেই মিথ্যা কহিতে হয়, ভাণের আশ্রয় নিতে হয়, কপটতার চর্চ্চা করিতে হয়, প্রকৃত সত্যকে ফেনিল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গাক্ষোভে তলাইয়া দিতে হয়। আর, প্রেম যেখানে যথার্থ, সেবা সেখানে নিঃশব্দসঞ্চারিণী।

তোমাদিগকে আমার একটী মাত্র কথাই বলিবার আছে। তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা প্রত্যেকে সাধনশীল হও, ভজনশীল হও, মননশীল হও। দিবারাত্রি অনুক্ষণ পরমেশ্বরের পবিত্র নামে মন লাগাইয়া রাখ। প্রকৃত ভক্তজনের বিনয় ও নম্রতা তোমাদের প্রত্যেকের চরিত্রের ভূষণ হউক। কাজ আছে বলিয়াই সাধন চলিবে না, ইহা নিতান্ত বাজে কথা। সহস্র কাজের মধ্য দিয়াই সাধন করিয়া যাইতে হইবে এবং কাজকে উপেক্ষা না করিয়াই সাধন চালু রাখিতে হইবে। সেই কথাটী বলিবার জন্যই ত' আর সেই কৌশলটী শিখাইবার জন্যই ত' আমি তোমাদের গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। নতুবা আমার গুরু হইবার কোন্ গরজ বা প্রয়োজন ছিল?

সাধনে মন রাখিলে তুমি একাই লাভবান হইবে, তাহা নহে। তোমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কে যে কেহ আসিবে, সেই তোমার বা তাহার অজ্ঞাতসারে তোমার তপস্যার দ্বারা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

লাভবান্ হইবে। জগৎকে অকৃত্রিম সেবা দিবার এমন সদুপায় আর কিছুই নাই। চতুর্দ্দিকের নরনারীরা চঞ্চল? ক্ষতি কি? নীরবে তুমি তোমার সাধন করিয়া যাও, তোমার সাধনেরই ফলে তাহাদের অনেকের চঞ্চলতা দূর হইয়া যাইবে। তবে তোমার সাধনে তাদের চঞ্চলতা সাময়িক ভাবেই দূর হইবে, স্থায়ী-ভাবে নহে। তাহারা নিজেরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে সাধন করে, তবে তাহাদের চঞ্চল স্বভাব ধীরস্বভাবে পরিণত হইতে দেরী লাগিবে না। তোমার সাধন তোমার হিতসাধন করিবে প্রত্যক্ষ ভাবে, তাহাদের হিতসাধন করিবে পরোক্ষ ভাবে,—তবে করিবে ইহা নিশ্চিত। নিজের সাধন নিজে করিয়াও তুমি অলক্ষ্যে জগতের হিতসাধন করিতেছ, ইহা কত বড় আনন্দের কথা, কত বড় গৌরবের বিষয়!

নিজে যে সাধন করে, সে অপরকে সাধনের প্রেরণা দিলে সেই প্রেরণা ফলপ্রসূ হয়। নিজের সাধন-রুচি বর্দ্ধনের জন্য অপরকে সাধনে রুচিশীল করিবার চেষ্টা উভয়তঃ লাভজনক। নিজে সাধন করিবে না আর অপরকে সাধনে উৎসাহ দিবে, ইহা ভণ্ডামি এবং অলাভজনক। তোমার সচ্চিন্তা, সৎকথা ও সৎ-চেষ্টা যদি অপরের সচ্চিন্তা, সৎকথা ও সৎচেষ্টাকে ইন্ধন দেয়, তবে ইহা সত্যই উভয়তঃ সার্থক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৯শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৭

(১৫-১১-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি কোনও প্রকারে বাঁকুড়া সহর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারিলে, সেখান হইতে পুপুন্‌কী আসিবার পাথেয়-ব্যবস্থা আমি করাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু শীত আসন্ন। তোমার সঙ্গে একটী মশারি ছাড়া আর কোনও বিছানা নাই। এখানে আসিলে তোমাকে শীত হইতে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিব, বল ত! বৎসরে পনের বিশ জন করিয়া ত্যাগেচ্ছু কর্ম্মী আসে, দুই তিন মাস পরে আবার চলিয়াও যায়। তাহাদের জন্য বিছানার ব্যবস্থা ত' এই অযাচকের আশ্রমে রাখা সম্ভব নহে। সুতরাং তুমি এখানে আসিলে শীতটা পার করিয়া গ্রীষ্মের মুখেই আসিও।

সন্ন্যাস লইবে বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ এবং এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমে আছ। কিন্তু তোমার বয়স পঁচিশ বৎসরের উর্দ্ধে বলিয়া তাঁহারা তোমাকে সন্ন্যাস দিবেন না। সন্ন্যাস নিতে বয়সের প্রশ্ন ওঠে, ইহা আমি এই প্রথম শুনিলাম। কুম্ভমেলার সময়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে সন্ন্যাসীদের বিরাট

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

বিরাট শিবির নির্ম্মিত হয় এবং নানা বয়সের নানা জাতির মোক্ষার্থীরা সেখানে পাইকারী হারে সন্ন্যাস নিয়া থাকেন। সন্ন্যাসই যদি লক্ষ্য হইয়া থাকে, তবে অত দুর্ভাবনার কারণ নাই। সন্ন্যাস দিতে ইচ্ছুক গুরুর ভারতবর্ষে অভাব নাই।

সন্ন্যাসী হইবার জন্য আমার আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, আমি কাহাকেও সন্ন্যাস দিবার ব্যাপারে আগ্রহশীল নহি। কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ পরমেশ্বরের সেবা করুক, ইহাই আমার কাম্য। সন্ন্যাস বলিতে সাধারণত সকলে যাহা বোঝে, তাহা ত' অপরের কষ্টার্জ্জিত অন্নে নিজের উদর পালন করিয়া নিজ মোক্ষার্থ সাধন-ভজন করা। এইরূপ সন্ন্যাস যুগোচিত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বা ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যে সন্ন্যাস লাভের পরে ত্যাগীরা যাবজ্জীবন নারায়ণের পূজা জ্ঞানে জনসেবা করেন, তাহা এই কারণেই। কিন্তু সেই সকল আশ্রম বা মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহের দায়িত্ব জনসাধারণের উপরে, মঠবাসী বা আশ্রমের অন্তেবাসীরা নিজেদের অন্ন নিজরা অর্জ্জন করিয়া নেন না। আমার আশ্রমে প্রত্যেক অন্তেবাসীকে নিজ অন্ন নিজে অর্জ্জন করিতে হয়। সুতরাং এখানে শুধু সাধন-ভজন বা শুধু জনসেবা নিয়া মগ্ন থাকিবার উপায় নাই, কর্ম্মীদের গ্রাসের অন্নগুলি যাহাতে ভিক্ষাটন ব্যতীতই অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য

রাখিয়া পদ্ধতিবদ্ধ এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়া কর্ম্মীদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। সুতরাং এখানে আসিয়া ত' বাবা তুমি নিরন্তর অন্তরের এমন শুষ্কতা অনুভব করিবে যে, আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই মনের মধ্যে পালাই পালাই রব উঠিবে।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তিনি তোমাকে ভগবানের নামটাই দিয়াছেন, শয়তানের বা দৈত্য-দানবের নামে দীক্ষা দেন নাই। ভগবানের ঐ নামটীর একান্ত ভাবে সাধন করিতে থাক। শরীরটাকে কায়-যাত্রা নির্ব্বাহের অনুকূল ভাবে যে প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছা ছাড়িয়া দাও এবং মনটাকে লাগাইয়া রাখ ভগবানের নামে। এ ভাবে কাজ করিতে করিতে তোমার জন্য আস্তে আস্তে অনুকূল সুযোগ সব আসিয়া যাইতে থাকিবে, ভগবানের সিংহ-দুয়ার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে। সন্ন্যাসের গেরুয়া কাপড়খানার দাম অতি সামান্য, ঈশ্বরে নিরন্তর মনকে লাগাইয়া রাখার দাম অগণ্য। গেরুয়া বস্ত্রটী উপলক্ষ্য, মনকে লাগাইয়া রাখাই প্রকৃত লক্ষ্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১০)

হরিওঁ　　　　　　　　　　　　　　　মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি ঋণগ্রস্ত জানিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। আশীর্ব্বাদের বলে আমি অনেককেই ঋণমুক্ত করিয়াছি, তোমাকেও করিতে চাহি।

কিন্তু আমি শুধু আশীর্ব্বাদ করিলেই হইবে না, তোমাকেও ঋণ-মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। পণ কর যে, একটার পর একটা করিয়া সবগুলি ঋণ তুমি পরিশোধ করিবেই করিবে। এক সঙ্গে সব ঋণ কেহ শোধ করিতে পারে না। এজন্য একটার পর একটা করিয়া ঋণকে উচ্ছেদ করিতে হয়। প্রথমে ছোট ছোট দুই একটা করিয়া ঋণ শেষ করিয়া দাও। তাহাতে ক্রমশঃ তোমার সাহস বাড়িবে, আত্মবিশ্বাস জাগিবে এবং দুশ্চিন্তার বোঝাও ক্রমশঃ হালকা হইতে থাকিবে। ঋণ হয় সাধারণত মানুষের বেহিসাবীর ফলে। এখন হইতে হিসাব করিয়া চলিতে চেষ্টা সুরু কর। দুইটা একটা করিয়া খরচ আস্তে আস্তে কমাও। পান সুপারি দুই বৎসর বর্জ্জন করিয়া তোমার

এক রিয়াং গুরুভাই দুই শত টাকা জমাইয়াছে এবং সেই টাকা সে সদ্ব্যয় করিবার জন্য আমার হাতে দিয়াছে। গরীব রিয়াং, অনিশ্চিত জুম ফসল তোলা যাহার জীবিকা, সেও হিসাবে নামিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। এইরূপ সঞ্চয়ের অভ্যাস তোমাদের প্রত্যেককে করিতে হইবে।

পারিবে, তুমি নিশ্চয় পরিবে, ঋণ শোধ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। সংসারে নিতান্ত সীমিত আয়-ব্যয়ের মধ্যেই স্বল্প সঞ্চয়ের সদভ্যাসটীর অনুশীলন কর। কিছুকাল ক্লেশকর মনে হইবে। পরে দেখিবে যে কঠিন সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইয়া গিয়াছে।

সংসারী লোকের সহস্র দুঃখে এবং বিপর্য্যয়ে আমার প্রাণটা নিয়ত কাঁদিতেছে। আমার অন্তরের অশ্রু-রাশি আমি নিয়ত তোমাদের জন্য মোচন করিতেছি। ইহাই তোমাদের জন্য আমার প্রেম। এই প্রেমের দোহাই দিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা যদি আমার নির্দ্দেশ পালন করিয়া চল, তবে প্রত্যেকে তোমরা অঋণী হইয়া সুখ লাভ করিবে। বিশ্বাস কর এবং অকপটে নির্দ্দেশ পালন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১১)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৭৭
(১৭-১১-৭০ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি এমন এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়াছ, যেখানে সহশিক্ষা প্রচলিত আছে এবং যেখানকার ছাত্রীরা অনেকেই বেশ বয়স্কা। জিজ্ঞাসা করিয়া ভালই করিয়াছ যে, ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকদের ব্যবহার কি হইবে।

দেশে দুর্নীতির ছড়াছড়ি চলিতেছে এবং বহু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাও অপরের আচরণকে প্রতিনিয়ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছে, নিজেরা তাহারা যতই অপকার্য্যে অভ্যস্ত থাকুক না কেন। সুতরাং শিক্ষকদের আচরণকে যে সর্ব্বপ্রকার কুব্যাখ্যার ঊর্দ্ধে রাখিতেই হইবে, এই কথাটী তোমরা ভুলিও না।

যুগটী চাঞ্চল্যের, ছাত্রীদের বয়সও কতকটা চাঞ্চল্যের। এমতাবস্থায় শিক্ষকদিগকে কতকটা উদাসীন দৃষ্টি নিয়া থাকিতে হইবে। নিতান্ত দোষের না হইলে ইহাদের কোনও আচরণ নিয়া হৈ-চৈ করা অর্থহীন হইবে। নিজের কন্যাটী সম্পর্কে তোমার যে আচরণ সঙ্গত হইবে, ছাত্রীদের সম্পর্কেও তাহাই জানিও।

এই যুগে বেত্রহস্ত মাষ্টার-মশাই-গিরি চলে না, চলিবে না। কতকটা সহিষ্ণু বন্ধুভাব নিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু এই বন্ধুভাব যৌবনের তারল্যকে সুকৌশলে না ইন্ধন যোগায়, তার দিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে।

প্রেমময় দৃষ্টিতে নিখিল ভুবনকে নিরীক্ষণ কর। কিন্তু সেই প্রেমকে জান্তব তাড়নার ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন করা চাই। তুমিও বয়সে কচি, তোমার মনে যদি ছাত্রীদের রূপ-রস-রঙ্গ আসিয়া ঘুণাক্ষরেও বাসা বাঁধে, তবে তুমি হড়্‌হড় করিয়া অতলের পিচ্ছিল পথে নিজের অজ্ঞাতসারেই নামিয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রীবিশেষের প্রতি বিশেষ কোনও অনুরক্তি তোমার থাকিবে না। প্রত্যেকের প্রতি সমভাব রাখিয়া তোমাকে চলিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের পড়াশুনা নিয়াই তোমার যাবতীয় কারবার। তুমি অকারণে ছাত্রীদের কাহারও সহিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় প্রবেশ করিও না। তুমি নিজে সৎ থাক, ইহা যেমন বাঞ্ছনীয়, অকারণে কেহ কদাচ তোমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কাণাঘুষারও সৃষ্টি না করিতে পারে, তাহাও তেমন বাঞ্ছনীয়।

নারীমাত্রের প্রতিই মাতৃদৃষ্টি লইয়া চলিবে। তাহা হইলেই তোমার আর কোনও বিপদ ঘটিতে পারিবে না। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১২)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দেশব্যাপী দুর্নীতি দেখিয়া তুমি চমকিত হইয়াছ। এই দুর্নীতি নিবারিত নিশ্চয়ই হইবে কিন্তু কোন্ পথে, তাহা এখনো সুনিশ্চিত নহে। কেহ কেহ বিপ্লব চাহিতেছে। কিন্তু বিপ্লবেরও যদি নৈতিক দিক্ শক্ত না থাকে, তবে তাহাও ব্যর্থ হয়।

মানুষকে সৎসঙ্কল্পবান্ করার মধ্যেই দুর্নীতি বিনাশের স্থায়ী সদুপায় রহিয়াছে। প্রতিজনে নিজ নিজ সঙ্কল্পকে সদাদর্শের অধীন রাখ এবং তাহাকে নিয়ত দৃঢ় করিতে থাক। রামা চোর, শ্যামা জুয়াচোর, যদু শয়তান আর মধু পিশাচ, এই বলিয়া লোককে গালি দিলেই তাহার সংশোধন হইয়া যাইবে না। লোককে সংশোধন করিতে যাইবার আগে আমার আত্মসংশোধন প্রয়োজন।

তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ চরিত্রের ও আচরণের ত্রুটিগুলি সংশোধনে লাগিয়া যাও। তাহার জন্য প্রয়োজন হইবে তোমাদের নিজ নিজ চিন্তাকে অবিরাম সৎপথাশ্রিত করিয়া রাখার। একাজটী নিদারুণ নিষ্ঠা ও কঠোরতার সহিত তোমাদের সম্পাদন করিতে হইবে। একজন তুমি আর একজন আমি যদি এভাবে ব্রতী হই, তাহা হইলেই আস্তে আস্তে

দেশের সকল মানুষের দ্বারা সামগ্রিক সংশোধনের কার্য্য চালু হইয়া যাইবে। সবাই বোকার মতন ভাল হউক আর আমি চালাকি করিয়া সুযোগ লুটিয়া নেই,—এই জাতীয় পাটোয়ারী বুদ্ধিই দেশের সামগ্রিক কুশলের সব চেয়ে বড় অন্তরায়।

তোমার পত্র পাইয়া খুশী হইয়াছি। আরও অধিক খুশী হইব তোমাকে আদর্শ পুরুষ রূপে দেখিতে পাইলে।

আমি দীক্ষা দ্বারা কিছু কিছু অসৎ লোককে সৎ হইতে দেখিয়াছি। ছিল চোর, চুরি ত্যাগ করিল। ছিল গণিকা, গাণিক্য পরিহার করিল। ছিল ডাকাত, নরহত্যা ছাড়িয়া দিল। ছিল জালিয়াত, জাল করা আর ছল করা ত্যাগ করিল। ছিল মাতাল, জীবনের মত মদ্যস্পর্শ পরিহার করিয়া দিল। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। ভগবানের পুণ্য নামে দীক্ষা নিয়া অনেকের এমন নবজন্ম হইয়াছে। কিন্তু দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দীক্ষা নিয়া যাইবার পরেও যে কেহ কেহ পাপ ও অন্যায় ছাড়ে নাই, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে। ইহার দ্বারা দীক্ষার মহিমা খণ্ডিত হয় না, বরং মানুষের পূর্ব্বাভ্যাসের ক্ষমতাই সূচিত হয়। কিন্তু সদভ্যাসকে জোরদার করিবার চেষ্টা করিলে দীক্ষিত ব্যক্তি সহজেই পাপকে পরিহার করিতে পারে। ইহা যদি সত্য না হইত, তবে আমাদের হাজার হাজার লোককে দীক্ষাদান এক পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৩)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি মন্দির করিবার জন্য দশ হাজার টাকা আমার হাতে তুলিয়া দিতে চাহ। মন্দিরটী কোথায় হইবে? পত্র হইতে কিছুই বুঝিলাম না। মানুষের মনের ভিতরে যদি মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ইট, কাঠ, পাথরের গড়া মন্দির অনেক সময়ে একটা ব্যর্থতার প্রহসনে পরিণত হয়। মন্দিরের পর মন্দির গড়া হইতেছে কিন্তু পূজারী কৈ? অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরই ত' চামচিকার বাসা হইয়াছে, দেবতাই বা কৈ? মন্দির গড়ার সঙ্কল্প খুব ভাল কিন্তু পূজক সৃষ্টির সঙ্কল্প তার চেয়ে বেশী প্রবল হওয়া প্রয়োজন।

তোমাদের ওখানে মুসলমান এক পীরের সমাধি-স্থানে মন্দির উঠিয়াছে এবং হিন্দুরা দলে দলে গিয়া সেখানে হরেকৃষ্ণ নাম গান করিতেছে আর মহাপ্রসাদ নিতেছে, শুনিয়া খুবই সুখী হইলাম। কিন্তু ইহা স্থায়ী মৈত্রীর সূচক হইলেই সুখের কথা বা আনন্দজনক হইবে। অপরের ধর্ম্মীয় আচরণ শ্রদ্ধার সহিতই দর্শন করিও, কদাচ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিও না।

কিন্তু একটা জায়গায় বড় খট্‌কা লাগিতেছে। তোমাদের

ওখানে আট নয় জন বিখ্যাত হিন্দু গুরুর বহু বহু শিষ্য আছেন। এই সকল মহতের শিষ্যরা কদাচ একত্র থাকেন না, বসেন না, কোনও মিলন-সূত্র রচনার চেষ্টা নিজেদের মধ্যে করেন না। বরং নিজ গুরুর শিষ্য ব্যতীত অন্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করেন। দেখিতেছি, ওখানে এক গুরুর শিষ্যরা অন্য গুরুর শিষ্যদিগকে হেয় বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য প্রায় সর্ব্বদাই নানা মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন। রাষ্ট্রের নায়কত্ব পাইবার জন্যও যেরূপ ঘৃণ্য কূটচক্র কেহ গড়ে না, ধার্ম্মিক লোকদের ধার্ম্মিকতর শিষ্যেরা ভিন্ন মহাপুরুষের শিষ্যদিগকে নাকাল করিবার উদ্দেশ্যে তাহার চেয়েও জঘন্য অসদুপায় অবলম্বন করেন। এমন কুচক্রী বা কূটচক্রীরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এক পীরের সমাধিতে গিয়া একত্র হরেকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে প্রলুব্ধ হইলেন কিসের কারণে? শুধুই কি খিচুড়ি-প্রসাদের লোভে ইহা হইতেছে?

কিন্তু ইহা যদি সত্য সত্যই মৈত্রীরই সূচক হইয়া থাকে, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিব, এই মৈত্রী অক্ষয় হউক, অমর হউক। হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব করিয়া এই ভারতে সাত শত হইতে প্রায় হাজার বছর আমরা ব্যর্থ শ্রম করিয়াছি। পরিপূর্ণ মৈত্রীর অকৃত্রিম আবহাওয়া মানুষের সাম্প্রদায়িকতা-তপ্ত হৃদয়-মরুতে স্নিগ্ধ মলয়-মারুত প্রবাহিত করুক।

তোমাদের ক্ষুদ্র ধর্ম্মসঙ্ঘটী ওখানে নিজেদের লোকদেরই

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

উদাসীনতার দরুণ শক্ত বা সবল হইয়া উঠিতেছে না। তাহার উপরে আবার হিন্দু নামে পরিচয়-প্রদানকারী অন্যান্য ধর্ম্মসঙ্ঘের শিষ্যদের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিরোধিতায় তোমরা কোনও একটা কাজেই নিজেদের কৃতিত্বের কোনও স্বাক্ষর রাখিতে পারিতেছ না। এই অবস্থাতে সকলের সঙ্গে মিলিয়া "গোলে—হরিবোল" না করিয়া তোমাদের নিজের আদর্শের প্রতিই বেশী নিষ্ঠাশীল হওয়া প্রয়োজন। নিজ লক্ষ্য, নিজ আদর্শ, নিজ সদাচারকে বিসর্জ্জন দিয়া অপরের সহিত যে মিলন তাহা আত্মনাশেরই হেতু-স্বরূপ। যাহারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, তুমি একমাত্র তাহাদের উপরেই নির্ভর কর। যাহাদের বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়াছে, তাহাদের ধন আছে বা বিদ্যা আছে বলিয়াই তাহারা নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। খুঁজিয়া বাহির কর যে তোমার বহু গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর মধ্যে কাহারা সত্য সত্য অখণ্ড আদর্শে বিশ্বাসী। তাহাদের লইয়া জোট পাকাও এবং জটলা করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া তাহাদের লইয়াই আস্তে আস্তে কাজ সুরু কর। কাজে জোর করিয়া লাগিয়া থাক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকাজ যাহা সুরু করিয়াছ, তাহা ছাড়িয়া দিও না।

তোমাদের কর্ম্মরতি দেখিয়া যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া তোমাদের দাবাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কাজ করিতে দাও। এ কাজের ফল তাঁহারা হাতে হাতে পাইবেন। আর, তোমরাও প্রবল বিক্রমে তোমাদের নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতে থাক। তোমাদের কাজের ফলও তোমরা

হাতে হাতে পাইবে। পরমেশ্বর কর্ম্মফলদাতা, তিনি প্রত্যেকটী কর্ম্মেরই ফলটী কর্ম্মকর্ত্তাকে দিবেন, একজনকেও কর্ম্মের ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

তোমরা যদি তোমাদের আদর্শকে প্রচার করিবার জন্য দৃঢ়-বিক্রমে চলিতে থাক, তবে, আজ যাঁহারা তোমাদের মতের ও পথের অনর্গল নিন্দা করিয়া যাইতেছেন, কাল তাঁহাদের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আত্মীয়-স্বজন তোমাদের মতে তোমাদের পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। তোমরা ইঁহাদের বংশাবলির এই ভবিষ্যৎটী সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া নিরুদ্বেগে এবং নিরঙ্কুশ-ভাবে তোমাদের আদর্শ প্রচার করিয়া যাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ
পুপুন্কী, মঙ্গলকুটীর
২রা পৌষ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ব্যক্তিগত যোগ্যতা অল্প ছিল না। তোমার শ্রমসামর্থ্যও অল্প নহে। কিন্তু বিধি-দুর্দ্দৈবে তুমি সব থাকিতেও দেহে মনে নিঃস্বের মতন চিররিক্ত জীবন-ভার বহিয়া বেড়াইতেছ। তোমার দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। উদ্বিগ্ন হইও না। ক্রোধ, আক্রোশ, আফশোষ ও বেদনাকে অবিরাম পরমেশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে থাক। তুমি উদাসীন মন লইয়া সব দেখ এবং চঞ্চলতা পরিহার কর। তোমার অন্তরের এই স্থিরাবস্থা আসা মাত্র মায়ার ভেল্‌কী সব বদল হইয়া যাইবে। আমার বাক্যে বিশ্বাস কর বাবা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ
পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর,
৩রা পৌষ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আপাততঃ আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে দূরত্ব দেখা গেলেও এক সময়ে উভয় মিলিয়া অভেদ হইবে। দুইয়ে ভেদ নাই।

ঈশ্বরের শক্তিই আইন রূপে প্রকাশিত হয়। আইন মানুষের বিবেক হইতে প্রসূত হয়। বিবেক পরমেশ্বরেরই দান বা অংশ। বিবেক প্রেমের নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত মূর্ত্তি।

সর্ব্বদা কুশলে থাক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ
বারাণসী
১৪ই মাঘ, ১৩৭৭
(২৮-১-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একই সহরের তিনটী স্থান হইতে তিনটী পত্র পাইলাম। তথ্যের দিক্ দিয়া পত্র তিনখানা পরস্পর হইতে পৃথক্ হইলেও, মূল সিদ্ধান্তে তিনটীই অন্বর্থবাচক।

আড়ম্বর, অর্থব্যয়, বাগ্‌বাহুল্য ও সমারোহ যাহাই কর না কেন, তাহাদের প্রত্যেকের একটী মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। তাহা হইতেছে, অতীতের সংগঠনকে পূর্ণ সিদ্ধি দান এবং ভবিষ্যতের সাংগঠনিক চেষ্টাকে সহজতর করা, সিদ্ধিপথকে সুগমতর করা। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইলে স্বভাবতই তোমাদিগকে চিন্তাশীল ও দূরদর্শী হইতে হইবে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কোন্ কাজটুকু আগে আর কোন্ কাজটুকু পরে করিতে হইবে, কাজের কোন্ অংশটুকুকে প্রাধান্য ও কোন্ অংশটুকুকে গৌণত্ব দিতে হইবে, তাহারও বিচার করিতে হইবে। লক্ষ্যহীন আড়ম্বর আতিশয্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। লক্ষ্যহীন অর্থব্যয় অর্থের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। লক্ষ্যহীন বাগ্‌বাহুল্য নিরর্থক আয়ুঃক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নহে। লক্ষ্যহীন সমারোহ কর্ম্মশক্তির বৃথা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে।

অভিজ্ঞতার অভাব অনেক সময়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের বাধাস্বরূপ হয়। এসব স্থলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সৎপরামর্শ গ্রহণীয়। স্বস্থানে তেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি না পাওয়া গেলে অন্য দূরবর্ত্তী স্থানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয়, তাহাদের প্রদত্ত সৎ-পরামর্শ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হয় এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে যেটুকু গ্রহণীয়, নিতান্ত নূতন ঢংয়ের পরামর্শ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া, নিজেদের ব্যক্তিগত বিশেষ রুচি-অরুচি ও জোর-জেদ প্রভৃতি পরিহার করিয়া কোনও একটা সর্ব্বজনীন উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করিতে হইলে অচিন্তিতপূর্ব্ব বা অনবলম্বিতপূর্ব্ব কার্য্যক্রমও গ্রহণ করিতে হয়। মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কেহ কৃপণ না হইলে, সব কাজই সুচারু-রূপে সুসম্পন্ন হইয়া যায়, বাধা হয় না।

এক একটা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে অর্থ এবং শক্তি তোমাদের কম ব্যয়িত হয় না। অভিজ্ঞতার ও দূরদৃষ্টির অভাব নিয়া কাজ করিলে সেই ব্যয়টার পূর্ণ সুফল আদায় করা যায় না। অল্প শ্রমে অধিক কাজ, অল্প ব্যয়ে অধিক সাফল্য, অল্প

সময়ে অধিক অগ্রগতি যদি লক্ষ্য হয়, তবে, আগের কোন্ কাজটী দ্বারা পরের কোন্ কাজটার বিশেষ সহায়তা হইবে, অভিজ্ঞতার আলোকে বা অনুধ্যানের প্রগাঢ়তা দ্বারা তাহা তোমাদিগকে সুচিন্তিত ভাবে অনুধাবন ও বুদ্ধিগত করিতে হইবে এবং তাহার পরে লাগিতে হইবে জ্বলন্ত, জাগ্রত, দ্বিধাহীন ও অক্লান্ত কর্ম্মে। সংগঠনকে দুদিনের হুজুগ বলিয়া জ্ঞান করিও না,—হুজুগ কেবল সংগঠনের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য, হুজুগে কাজ হয় না, হুজুগ তুবড়ী-বাজির মতন ক্ষণিক জ্বলিয়া চিরতরে নিবিয়া যায় এবং ক্ষণিক দীপ্তির জ্বালামালার ভস্মীভূত অঙ্গার-স্তূপের নীচে পড়িয়া অনন্ত কালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়ে। সংগঠন তাহা নহে। তোমার বর্ত্তমান কাজটুকু ভাবী সংগঠন ও সাংগঠনিক সাফল্যকে দুর্ব্বল করিয়া না দিয়া বরং শতগুণে যাহাতে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য pointed hammering and constant engagements (সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে হাতুড়ী পেটা এবং অবিশ্রান্ত কর্ম্মানুশীলন) হইতেছে প্রয়োজনীয়। ইহাই হইতেছে সংগঠন-কর্ম্মের আসল কথা। তোমাদের হাতুড়ী পড়িল কিন্তু not where the nail stands (সেখানে নয়, যেখানে পেরেক পোতা হইয়াছে), তাহা হইলে এই হাতুড়ী-পেটানতে কি লাভ হইবে? হয় ইহাতে হাতুড়ী ভাঙ্গিবে, নয় ইহাতে দেওয়াল ভাঙ্গিবে, কিন্তু পেরেকটী আর দেওয়ালের ভিতরে প্রবেশ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিবে না। ইহাকেই বলে লক্ষ্যহীন পণ্ডশ্রম বা beating about the bush.

এবার তোমরা খুব দামী একটা সুযোগ হারাইয়াছ। সুযোগ হারানো উচিত হয় নাই, তবু হারাইয়াছ। যাহা হারাইয়াছ, তাহা হারাইয়াছ, ভবিষ্যতে যাহাতে আর না হারাও তাহার জন্য এখনি সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। পরবর্ত্তী কাজগুলি কি ভাবে করিবে, তাহা ভাল ভাবে ভাবিও এবং ভাবিয়া কাজ করিও। সকলে মিলিয়া যে সঙ্গত সিদ্ধান্ত নিবে, সকলকে সেই একই সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে হইবে। গায়ের জোরে সংগঠন সফল হয় না, সংগঠনের সাফল্য নিষ্ঠাতে। একই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ্যে একই পরাক্রমে অথবা অনুপূরক ও পরিপূরক কর্ম্মধারা লইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুচিন্তিত কর্ম্মধারায় লগ্ন হইয়া থাকার নাম সংগঠন।

একার্য্যে সফলতা অর্জ্জন করিতে হইলে প্রেম চাই,—প্রেম আদর্শের প্রতি, প্রেম পরস্পরের প্রতি, প্রেম সেব্যমান জন-সাধারণের প্রতি। কর্ম্ম প্রেমহীন হইলেই ব্যক্তিগত প্রাধান্য-প্রয়াস মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। প্রেম প্রগাঢ় না হইলেই সেবার মধ্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা জাগ্রত হয়। প্রেম অকপট না হইলেই বাহ্য ভড়ং চটকদার হয়, আসল কাজে ফাঁকি আসে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ বারাণসী
১৪ই মাঘ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জীবনের যাত্রাপথ সুগম হউক এবং লক্ষ্য-লাভে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।

মনকে নির্ম্মল করিতে চেষ্টার প্রয়োজন, ইহাও যেমন ঠিক, আবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই, পরমেশ্বরে নিয়ত নিজেকে সমর্পণ করিতে করিতে বিনা চেষ্টায় মন নির্ম্মল হইয়া যায়, ইহাও তেমন ঠিক। তবে পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে কিছু চেষ্টার প্রয়োজন আছে।

যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনে অপার শান্তি, তৃপ্তি ও অমৃতাস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রশান্ত হৃদয়পটের মানস ছবি নিজের মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলে আত্মসমর্পণ সহজ ও সরল হইয়া যায়।

নামজপ, নামগান, নামচিন্তন, নামের মহিমা-চিন্তন সবই মনকে তাহার সহজ সারল্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অন্তরে সহজ সরলতা জাগিয়া উঠিলে শতদল মেলিয়া প্রেম আপনি ফুটিয়া উঠিবে। মন যেন এক অতলস্পর্শ নিম্ন-ভূমি, সহজ সরলতা তাহার অনধিক-চঞ্চল সলিল-রাশি, প্রেম তাহার বিশ্বতোমুখী বিকশিত পদ্ম।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

নামজপই বল আর নামগানই বল, মনন হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহা করিলে উহা একটা যান্ত্রিক ব্যাপারে গিয়া পরিণত হয়। এজন্য জপকালে বা গানকালে নিজের মনটা কোথায় কি করিতেছে, তাহার একটু খোঁজ নিতে হইবে। একটুখানি খোঁজই যথেষ্ট। নবজাত গোবৎসকে যেমন একটু নজরে রাখিতে হয় যে সে আবার অনেক দূরে ছুটিয়া গিয়া খানায় ডোবায় ডুবিল কিনা। তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবেই। মনকে লইয়া কসরৎ করার নামই তপস্যা নহে, মনকে লইয়া কত কম কসরৎ করিয়া পারা যায়, তাহার চেষ্টার নামও তপস্যা। মনের উপরে জবরদস্তি করিয়া তাহাকে বাগে আনিবার নামই যোগ নহে, মনের উপরে কত কম জবরদস্তি করিয়া পারা যায়, তাহার উপায় আবিষ্কারের এবং সেই উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টার নামও যোগ।

কেবল লক্ষ্য রাখ, মনটা কোথায় যায়। তুমি লক্ষ্য রাখিতেছ দেখিলেই মন নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত বিনা শাসনে নামে আসিয়া বসিবে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বসিতে বসিতে আস্তে আস্তে প্রেম উপজিবে। প্রেম জন্মিলে আর তোমাকে ডাক ছাড়িয়া বলিতে হইবে না,—"ওহে দুর্ব্বৃত্ত মন, বাহ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্তর্বৃত্ত হও, একবার নামে বস।" প্রেম জন্মিলে সে নিজের স্বভাব-ধর্ম্মে আসিয়া নামে বসিবে।

চাহি সেই প্রেমময় সুন্দর হৃদয়,
বিনা আয়োজনে করে চঞ্চলেরে জয়।

* * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ বারাণসী
২০শে মাঘ, ১৩৭৭
(৩-২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবে কি না, এই বিষয়ে আমার নিকটে কেহ পরামর্শ-প্রার্থী হইলে আমি কখনই তাহাকে উৎসাহ প্রদান করি না। কারণ, আমি কদাচ নিজ-শিষ্য-সংখ্যা-বর্দ্ধনে উৎসাহী নহি।

কিন্তু আমার দীক্ষা জগৎকল্যাণ-সঙ্কল্পের দীক্ষা, সুতরাং কেহ নিজের আগ্রহে আসিয়া দীক্ষিত হইলে আমি খুশী হই। আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম যে, তুমি নিজের আন্তরিক আগ্রহে ছুটিয়া আস কি না, না কি তোমার দীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব শুধু মাত্র সাময়িক-উত্তেজনা-প্রসূত হুজুগ।

নিজে বুঝিয়া চিন্তিয়া দীক্ষা নিয়াছ, এখন তোমার পক্ষে দৃঢ়-বিক্রমে সাধন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। অন্য দশ দিকে মন

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

না দিয়া একটী মাত্র লক্ষ্যে একটী মাত্র পথে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বপ্রযত্ন দিয়া অগ্রসরই কেবল হইতে থাক।

পিছন ফিরিয়া অতীতের দিকে বারংবার তাকাইবার প্রয়োজন নাই। অতীতে যদি কোনও ভুল করিয়া থাক, তবে সেগুলির আর পুনরাবৃত্তি করিবে না, এই সঙ্কল্প নিয়া কেবল আগাইয়াই যাইতে থাক।

পিতা, মাতা এবং অপরাপর গুরুজন-বর্গের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়ধী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে থাক। বন্ধু, বান্ধব, অনুজন, প্রিয়জন সকলকে এই সুনিশ্চিত মঙ্গলের স্নেহরসসিক্ত সুন্দর পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক। জীবনটাকে যে নিষ্ফল হইতে দেওয়া হইবে না, তাহার আয়োজন আজ এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুরু করিয়া দাও। হতাশা, অবসাদ, দুর্ব্বলতা বা পাপকে তোমার অস্তিত্বের উপরে ছায়া ফেলিতে দিবে না, এই পণ কর।

অনেক উচ্চাশা করিয়া কিছুই না পাইলে মানুষ আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী ও পরমেশ্বরের অপার করুণায় সন্দিগ্ধ হয়। যে যত বড়ই হইতে চাহুক, তাহাকে একটু একটু করিয়াই ত' আগাইয়া যাইতে হয়। এক লাফে কেহ হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ায় পৌছে না। প্রতিপদবিক্ষেপে সৎ ও মহৎ থাকিতে চেষ্টা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ বারাণসী
২০শে মাঘ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনে মনে আমাকে কিছু দিলে, তাহাতেই আমি পাই। ঠিক জড়বস্তুটা মুখের কাছে আনিয়া না দিলে তাহা পাই না, ইহা নহে। পরমেশ্বর অন্তরের ভাবটুকই গ্রহণ করেন। ভাবকে শুদ্ধ ও শুচি রাখ। যখন যাহা দিবার ইচ্ছা হইবে, বাস্তব ভাবে না দিতে পারিলেও, সূক্ষ্ম ভাবে তাহা আমি পাইয়া যাইব।

মনকে শুচি ও শুদ্ধ রাখিতে হইলে তাহাকে নামে মজাইতে হয়। কিন্তু নামে বসিলেই দুনিয়ার যত দুশ্চিন্তা আর অনাহূত বিষয় প্রথমে বর্ষার কাদা-জলের মতন প্রবেশ করিতে থাকে। তখন হাল ছাড়িয়া দিতে নাই। কেবলই নাম জপিয়া যাইতে হয়। জপিতে জপিতে রুচি বাড়ে, সাহস বাড়ে, প্রত্যয় জন্মে এবং বিশ্বাস প্রগাঢ়তম হয়। তখন আস্তে আস্তে বাহিরের আবর্জ্জনা আপনা আপনি কমিতে থাকে। হতাশ না হইয়া কেবল নাম করিয়া যাও।

যাহা তোমার নিকটে সমস্যা, তাহা জগতের প্রত্যেক সাধকের নিকটেই সমস্যা। সকলের সমাধানও ঐ একই পথে, —কেবল লাগিয়া থাকা, হতাশ হইয়া নাম না ছাড়িয়া দেওয়া,

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

নামকে জোর করিয়া পাকড়াইয়া ধরা যেন কিছুতেই হাতের পিচ্ছিলতা বা শিথিলতার সুযোগ নিয়া ছুটিয়া যাইতে না পারে। নামকে ধরিয়া রাখিতে পারারই নাম প্রকৃত ধর্ম্ম। নামকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল হায়-হুতাশ করিবার নাম সাধনও নহে, ধর্ম্মও নহে।

চারিদিকের সকলকে নামের অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাসী করিয়া তোল। গৃহের শিশুগুলিকে পর্য্যন্ত নামানন্দী করিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। নামের সহিত প্রত্যেকের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টায় আদা-নূন খাইয়া লাগিয়া যাও। নামই সকল দুঃখ হরণ করিবে, নামই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকার তোমাদিগকে দিবে। বিশ্বাস বাড়িলেই নামে মন বসিবে, নামে মন বসিলেই বিশ্বাস অক্ষয় হইবে। কারণ, নামে মন বসিলে নামের মহিমা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ বারাণসী

২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৭
(৪-২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। এতগুলি প্রশ্নের জবাব কেহ পত্রে পত্রে দিতে পারে না। এজন্য সেই চেষ্টা আর করিলাম না।

তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিবে কেন? পড়ায় অবহেলা করিবে কেন? স্মরণশক্তি কম থাকিয়া থাকিলে বেশী করিয়া পড়। জগতে অনেক দুর্মেধা ব্যক্তি অধ্যবসায়ের বলে মহাবিদ্বান্ হইয়াছেন। ইহা গল্প নহে, ইহা সত্য ঘটনা।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক চিন্তা অনেক ছেলেকে পড়াশুনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক চিন্তা অনেককে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে উৎসাহিত করিত। কিন্তু রাজনৈতিক কর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কোনওটারই পক্ষে বিদ্যার্জ্জন সত্য সত্য বাধক নহে বলিয়া আমরা মনে করি। যতদিন পিতা-মাতা পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিবেন, ততদিন তোমরা শক্তিসাধ্যানুযায়ী যতটা পার, বিদ্যা অর্জ্জনে ব্রতী থাকিও।

পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া আশ্রমে আসিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে, তোমার এই প্রস্তাবকেও অভিনন্দন দিতে পারিতেছি না। ভাল কোনও মঠে বা আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলে সেখানেও তোমাকে কড়া শাসনের অধীনে নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য কঠোর শ্রম করিতে হইবে। বাড়ীতে থাকিয়া কতটা কৃতবিদ্য হইতে পার, তাহার চেষ্টা আগে কর।

অনেকের প্রাণই ঈশ্বর-দর্শনের জন্য কাঁদে। ইহা ঈশ্বরেরই কৃপা। কিন্তু এই কান্নাকে সার্থক করিতে হইলে একান্ত ভাবে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। শাস্ত্রাদি পাঠের বা সৎসঙ্গের ইহাই সুফল। যে ভগবানে একান্ত ভাবে প্রপন্ন হয়, সে ভগবানকে পায়। কত দিনে কে ভগবানকে পাইবে, তাহার কোনও গ্যারান্টি কেহ দিতে পারে না। এইরূপ গ্যারান্টি চাওয়াও এক তাজ্জব ব্যাপার। কাহারও পক্ষে ইহা একটী নিমেষের ব্যাপার, কাহারও পক্ষে ইহা শত লক্ষ কোটি জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাপার।

গৃহে পিতামাতার সেবাকে ভগবৎ-সেবা জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ নিয়ত পরমেশ্বরের করুণা প্রার্থনা করিতে থাক। তিনি দয়াময়ই হউন আর নির্দ্দয় নিষ্ঠুরই হউন, তাঁহার করুণাই তোমাকে উদ্ধারের পথে টানিয়া নিবে। যে ভাবে পার, তাঁহার শরণাগত হও।

তাঁহাকে নানা জনে নানা নামে নানা ভাবে ডাকিয়া থাকে। তাঁহাকে নানা জনে নানা রূপে পূজিয়া থাকে। ইহার ভিতরে কোন্‌টী ভুল আর কোন্‌টী শুদ্ধ, কোন্‌টী ঠিক আর কোন্‌টী বেঠিক, তাহার বিচারে সময় নষ্ট করিও না। তোমার কাছে যেটি নির্ভুল বলিয়া মনে হইতেছে, সেইটী ধরিয়াই পথ চল। লাগিয়া থাকিতে পারিলে, উহাই তোমার উদ্ধারের সরণী হইবে।

দীক্ষা-গ্রহণ এদেশের মানুষের মনের একটী বদ্ধমূল সংস্কার। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণে মনের দ্বিধা অনেক কমিয়া যায় বলিয়াই

দীক্ষার এত সমাদর। যাঁহাতে আস্থা ন্যস্ত করিতে পার, এমন গুরু না পাইলে দীক্ষা না নিয়াও তুমি ভগবানের নামের সাধন করিয়া যাইতে পার। নাম করিলেই তাহার ফল মিলিবে, দীক্ষিত হইয়াই কর বা দীক্ষা না নিয়াই কর। নাম হইতেছে ঘরের খুঁটি, দীক্ষা হইতেছে চালের বাঁধন। চাল না থাকিলে সাময়িক অন্য আচ্ছাদন দিয়া ঘরের কাজ চালান যায়, কিন্তু খুঁটি না থাকিলে ঘর থাকে না। নামই আসল, নামই প্রধান, নামই মুখ্য, নামই পরম। দীক্ষা তাহার সহায়িকা হইলে সার্থক, সহায়িকা না হইলে মিথ্যা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ বারাণসী
২২শে মাঘ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি চাহি যে, সামুহিক শুভকর্ম্ম-সমূহে সকলের দানকুণ্ঠ কঞ্জুষ হস্ত উন্মুক্ত ও প্রসারিত হউক এবং সকলের কাছ হইতে স্বেচ্ছাদত্ত অল্প অল্প করিয়া দান-সম্ভার একত্র মিলিত হইয়া আস্তে আস্তে কুবের-ভাণ্ডার সৃষ্টি করুক। বড় কাজ এ ভাবেই করিতে হয়। কাজটা যখন সকলের, তখন একজন আর দুই

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

জনের সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দেওয়ার ভিতরে দারুণ সার্থকতা কি আছে? যে তাহার সর্বস্ব দান করিয়া নিজে একেবারেই রিক্ত হইয়া যায়, তাহার মহত্ত্ব নিশ্চয়ই ত্রিলোক-বন্দনীয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসার্থকজীবী মানুষের মধ্যে একজন দুই জন বন্দনীয় পুরুষ বা নারীর আবির্ভাবে গোটা মানব-সমাজের কি বিশেষ সমুন্নতি সাধিত হইল? এই জন্যই আমি চাহি যে, সকলের হিতার্থে যে কাজ, তাহাতে সকলে সমভাবে আগ্রহী হউক, সকলে নামিয়া আসুক। সকলের ভিতরে এই একটী ব্যাপারে মনের ঐক্য ও ভাবের মিল সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়া যাও মা। নিজ সংসারের পাঁচ দশ জন পোষ্যকে আর্থিক অনটনে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সর্ব্বস্ব দান করিতে আসুক, এমন বুদ্ধি কাহাকেও দিও না। আর, সর্ব্বস্ব দিবার জন্যই যাহারা মনে মনে সাধনা করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে এ বিষয়ে কদাচ চাপ দিতেও হয় না। তাহারা নিজ নিজ স্বভাবের বশে কাজ করে। * * * প্রত্যেককে সাধনবিষয়ে আগ্রহী হইতে এবং সদ্‌ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে উৎসাহ দাও। জীবিকার্জ্জনের ভিতরে পাপ ঢুকিলে বংশানুক্রমে পাপের চর্চ্চা চলিতে থাকে। ভগবৎ-সাধন হইতে মন তুলিয়া নিলে জীবের পদে পদে কাজের ভুল হয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ বারাণসী
২২শে মাঘ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তুমি ও কল্যাণীয়া মা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আশীর্ব্বাদ আমি অনুক্ষণই করিতেছি, এই আশীর্ব্বাদকে অনুভবে আনিবার মত মনোভঙ্গী মাত্র তোমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা অফুরন্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি হইতে জন্মে। সেই বিশ্বাস ও ভক্তি তোমাদের হউক।

চারিদিকে সাজানো বাগান কিন্তু মনে হয় যেন উত্তপ্ত মরুভূমির ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কাল কাটাইতেছে,—ইহা শুধু মনেরই দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা পরিহার কর। দুর্ব্বলতা দূর করিতে একটু বলের বা পুরুষকারের প্রয়োজন। সেই বলের বা পুরুষকারের নাম নির্ভর। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া পথ চল। দেখিতে না দেখিতে মরুভূমির অত্যাচার দূর হইয়া যাইবে,—বিগলিত ধারায় হিমবাহের তুহিন-রাশি পবিত্র গঙ্গাবারিতে পরিণত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তৃষ্ণা দূরে যাইবে, অপ্রসন্ন চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিবে। অতৃপ্ত বাসনা-রাশি বিনা আয়াসে তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিবে। পরমেশ্বরকে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড়ই বুদ্ধিমান্। তাঁহারা মানুষের মনের অতৃপ্তি, হতাশা, সংশয় ও নিরাশাকে দূর করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ঈশ্বর মিথ্যা নহেন।

জীবনে যদি দুর্ঘটনা কিছু ঘটিয়া থাকে, তবে অতীতের সেই কথাকে অতীতের গর্ভে চিরবিস্মৃত হইয়া যাইতে দাও, তাহার কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া ও বাঁচাইয়া রাখিয়া কোনও লাভ নাই। নূতন জীবনে নূতন উদ্দীপনা লইয়া প্রবেশ কর। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনায় ব্রতী হও। আমার আশীর্ব্বাদ দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় অনন্তকাল তোমাদিগকে রক্ষা করিবে।

সুখে থাক আর দুঃখে থাক, ভগবানের পরম-মঙ্গল-নিলয় নামকে জীবনের পরম সম্বল করিয়া নাও। নামের সাহায্যে তাঁহাকে নিরন্তর স্মরণ কর, তাঁহার মনন কর, তাঁহাতে চিত্তকে একান্ত ভাবে নিমজ্জিত কর। বাহিরের শত কল-কোলাহলকে তুচ্ছ করিয়া অন্তরের নিবিড় প্রশান্তিতে ডুব দাও। সেখানে ডুবিলে দেখিতে পাইবে, তুমি আর আমি দুই নহি, আমি আর পরমেশ্বর দুই নহেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে একটী মাত্রই সত্যবস্তু আছেন, যাঁহার স্বরূপ অদ্বয় অদ্বৈত, যাঁহার বিভাষ কোটি কোটি বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য এবং যাঁহার আদিতম পরিচয় ওম্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

বারাণসী

২৫শে মাঘ, সোমবার, ১৩৭৭

(৮-২-৭১)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি কখনো কাহাকেও বলি নাই যে, তোমাদিগকে সমবেত উপাসনা দ্বারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন আদি সর্ব্বকার্য্য করিতেই হইবে, লোকাচার, কুলপ্রথা বা দেশপ্রচলিত বিধি পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এই ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা রহিয়াছে। তবে একদা যে অসংখ্য পরিবারের সামাজিক অনুষ্ঠান-সমূহ সমবেত উপাসনা দ্বারা অখণ্ডমতেই হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী আমি করিয়া রাখিয়াছি। সেই ভবিষ্যদ্বাণী আপনা আপনি ফলিয়া যাইতেছে, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে আমার আত্ম-প্রসাদ জন্মিবার কিছু নাই, কারণ অখণ্ড-বিধিতে অনুষ্ঠানগুলি করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত আজ তক্ আমি কাহাকেও দেই নাই। তথাপি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই মানুষেরা পদ্ধতিগুলি নিজেরা বাহির করিয়া লইয়াছে। আমি কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পরে নিজের অনুমোদন জানাইয়াছি। যাঁহারা যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে অখণ্ডমতে বিবাহ দিয়াছেন, তোমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কর। তোমাদের জন্য আলাদা করিয়া এক স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করার সময় আমার নাই।

উভয় পক্ষের অভিভাবকদের পূর্ণ সম্মতি যেখানে নাই, সেখানে অখণ্ডমতে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। অভিভাবক-স্থানীয় একজন কন্যাসম্প্রদান করিবেন, এই প্রথা ভাল। কন্যা বরকে পতি রূপে এবং বর কন্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিলেন, এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য তাহাদের মুখ দিয়া সর্ব্বসমক্ষে উচ্চারণ করাইয়া নেওয়া একেবারেই বাধ্যকর জানিবে। এই স্বীকৃতির পরিপোষক রূপে মাল্য-বিনিময়ও আবশ্যক। দুই জনের জীবন-পথ এক হইল, ইহার স্বীকৃতি-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ সাতবার প্রদক্ষিণ নিশ্চিতই বাধ্যকর। কনের সিঁথিতে সিন্দুর দান কালে চতুর্দ্দিকে সকলে ব্রহ্মগায়ত্রীর মধুর মন্দ্রে আকাশ বাতাস মথিত করিবেন, ইহা একান্তই আবশ্যক,—কেন না, এ বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ নহে, পৈশাচ-বিবাহ নহে, গন্ধর্ব্ব বিবাহ নহে। ইহা ব্রহ্মানুগত দুইটী আত্মার মিলনপ্রয়াস।

আশা করি, ইহা হইতেই সব বুঝিয়াছ। * * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ বারাণসী

২৫শে মাঘ, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অভাবে আছ বলিয়া দুঃখ করিও না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

* * * *

পূর্ব্ববঙ্গে আবার কবে যাইব, জানি না। কিন্তু ওখানকার প্রতিটি খাল, বিল, নদী, পাহাড়, টিলা, টঙ্কর, বৃক্ষ, লতা ক্ষেত, খামার, মানব, মানবী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ফড়িং বা প্রজাপতিটির জন্যও আমার প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। তোমাদের কাহাকেও ভুলি নাই, কদাচ ভুলিব না।

আর্থিক অনটনে পড়িয়া মনের সাধ মিটাইয়া কোনও কাজই করিতে পার না বলিয়া লিখিয়াছ। বেশ ত', সৎকাজ গরীবানা ভাবেই করিতে থাক। কাজটীর আড়ম্বর কম হইলেও তাহার মহিমা কমে না, কাজের গৌরব ত' তাহার অভিপ্রায়ে এবং উপায়ের স্বচ্ছ-সুন্দরতায়। অসদুপায়ে সৎকাজ হয় না। সৎ মন নিয়া দরিদ্রের উপযোগী অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান সব কর।

তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিতে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তেরা আসিয়া সানন্দে যোগ দিতেছেন জানিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিতেছি। সকলের সহিত মিলনের যাহা বাধা, তাহা ধর্ম্ম নহে। সকলের সহিত মিলনের পথই ধর্ম্মপথ। তোমরা সকলকে আপন বলিয়া ভাবিতে শিখিলে তবে ত' সকলে তোমাদের কাছে আপন হইয়া আসিবে। কেহ পর নাই, কেহ দূর নাই, সবাই আপন, —এই ভাব লইয়া কাজগুলি করিও।

দারিদ্র্য নিষ্পেষণ করিতেছে, করুক। দারিদ্র্য-মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে আলাদা করিয়া প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। দারিদ্র্য-মুক্তির উপযোগী কর্ম্মপন্থা অমিত-বিক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে, ফলদাতা ভগবান্ আপনিই তোমাকে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত করিবেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থায় তুমি গরীব বলিয়া মনকে গরীব হইতে দিও না, মনকে রাখ আকাশের মতন উদার এবং বিহঙ্গমের মতন মুক্ত।

ইহা রাখা সম্ভব কেবল নিরন্তর পরমেশ্বর-স্মরণে। তাঁহার চরণে শরণ নিলে ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা সব কিছু দূর হইয়া যায়। বিনা সর্ত্তে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। তাঁহাতে নিজেকে ডুবাইয়া দিলে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটীকে তোমার আপন করিয়া দিবেন। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে বিশ্বাস কর, তাঁহার ইচ্ছাকে নিজ জীবনে পূর্ণ হইতে দাও, সমগ্র মনঃপ্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ কর, নিজের নিজস্বতা নাম করিতে করিতে ভুলিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ বারাণসী
৩রা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৭৭
(১৬-২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আমার সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিও।

তরুণ বয়সে পতি-বিয়োগ বড়ই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার। আমি সান্ত্বনা দিলেই যে তোমার অন্তর সান্ত্বনায় শীতল হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুইটী আন্তরিক সান্ত্বনা-ভাষণ ছাড়া আর দিবই বা কি? দিতে পারি, আমার এমন আর আছেই বা কি? আমার কথাকে প্রাণারাম বলিয়া বিবেচনা কর বলিয়াই লিখিতেছি, নতুবা পত্র লিখিয়া কেহ কি কখনো কাহারও এই দারুণ শোকের দাবদাহ মিটাইয়া দিতে পারে?

ভগবান যে দুঃখ দিয়াছেন, তাহা সাহসের সহিত সহ্য করিয়া নিতে হইবে। যে দুইটী শিশুপুত্র ভগবান তোমার কোলে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদেরই মুখ চাহিয়া তোমাকে দৃঢ়, সতেজ ও ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। এই দুইটী কুসুম-কোরকের পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব মা তোমারই উপরে। তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদের জীবন গড়িতে পারিবে না তাহারা পুত্র, তাহাদিগকে সহজে গড়া সম্ভব। তাহারা কন্যা হইলে তোমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকিত না।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কন্যার পক্ষে কেবল শিক্ষাই যথেষ্ট নহে, বিবাহ দেওয়াও একটী গুরুতর সমস্যা। ছেলেরা অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড চরিয়া খাইতে পারে এবং সময় মতন নিজের পছন্দ মত বা যোগ্যতানুযায়ী পাত্রী সংগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে পারে।

স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে একটী মারাত্মক ভুল হইয়াছে। স্বামীর ভিটার প্রতি প্রত্যেক রমণীর অবর্ণনীয় এক আকর্ষণ থাকা সঙ্গত এবং স্ত্রীর স্বাভাবিক অধিকারেই সে শ্বশুরকুলে থাকিয়া নিজ সন্তানদের পালন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে, এইরূপ জেদ তাহার থাকা প্রয়োজন। পিতৃগৃহে আসিয়া পড়িয়া তুমি নিজের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছ। পুনরায় চেষ্টা করিয়া দেখ যে, সমস্ত গোষ্ঠীর সকলের প্রতি আনুগত্যের ও সেবার বিনিময়েও তুমি স্বামীর ভিটায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পার কিনা। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তোমার দুইটী কন্যা না হইয়া আছে দুইটী পুত্র। কোনও প্রকারে কতক বৎসর ইহাদের পালন করিতে পারিলেই ইহারা নিজ নিজ অন্ন নিজেরা অর্জ্জন করিবার যোগ্য হইবে।

মানুষের ভিতরে স্বার্থপরতার অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটাতে এবং দেশের নিদারুণ আর্থিক সঙ্কট-সমূহের জন্য যৌথ-পরিবারের কাঠামো একেবারে জীর্ণ বা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা সত্য কিন্তু যৌথ-পরিবারের ভিতরে এমন কতকগুলি মহনীয়ত্ব ছিল, যাহার মহিমা অস্বীকার করা যাইবে না। যৌথ-পরিবারে একজন যেমন

সব-কিছুই নিজের খোশ-খেয়ালে করিতে পারে না, তেমন আবার একজন পতিহীনা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার উপরে গৃহছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে না। এখনো শ্বশুরালয় অনেক স্থানে অনেক বিপন্না নারীর নিরাপদ আশ্রয়। সেখানে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না থাকিতে পারে কিন্তু স্থানটী সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল দুস্তর সংসারারণ্যের মাঝখানে একটা বিপত্তীহীন মাথা গুঁজিবার স্থান। চেষ্টা করিয়া দেখ, সারাদিন দাসীর মত শ্রম দিয়াও শ্বশুরালয়ে শিশুপুত্রদ্বয় নিয়া একটু আশ্রয় পাও কিনা। চেষ্টা করিলে এই বিষয়ে সফলতার সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি। পতি-সৌভাগ্যবতী জায়েদের কাছে কতকটা হীনপ্রভ হইয়া চলিতে হইবে বলিয়াই তুমি তোমার স্বামীর ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পিত্রালয়ে বসতি করিবে, ইহা প্রশংসনীয় নহে।

অবশ্য তোমার পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া যদি পিত্রালয়ে থাকাই অধিকতর সুবিধাজনক মনে কর, তবে এই বিষয়ে আমি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে চাহি না এবং পারি না। কিন্তু পিতৃকুলেও যদি লাথিঝাঁটা খাইয়াই থাকিতে হয়, তবে পিতৃকুল অপেক্ষা শ্বশুরকুল ভাল।

আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার সম্মুখে যে বিরাট সমস্যা করাল মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছে, দ্রুত তাহার সমাধান হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(২৬)

হরিওঁ বারাণসী

৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার দুই মাস আগের প্রেরিত পত্রখানা ঠিক দুই মাস পরে আমার হাতে পড়িল। ইহার আগে পত্রখানা আমার হাতে পড়িবার বা নিজে ইহা পাঠ করিবার উপায় ছিল না।

* * *

অখণ্ডমতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবার ব্যাপারে তোমরা বৃথা শক্তিক্ষয় করিও না। এগুলি একদিন আপনা আপনিই হইবে, কাহারও কোনও চেষ্টা করিতে হইবে না। তাবৎকাল যদি লোকেরা কুলপ্রথানুযায়ী-ভাবে এসব অনুষ্ঠান করে, তবে আমাদের আপত্তিটা কোথায়? কেন আমরা প্রচলিত প্রথাকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিব? অনেক শক্তিসাধ্য কাজ আমাদের জন্য পড়িয়া আছে, যাহা সময়ের অভাবে, কর্ম্মীর অভাবে, অর্থের অভাবে, সুযোগের অভাবে আমরা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অথচ যাহা আমাদের এখনি বিনা বিলম্বে করা দরকার। মানুষ নিয়মিত সাধন-রত হইবে, মানুষ সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিবে, মানুষ অপর মানুষের প্রতি ঘৃণা-দ্বেষ-হিংসার ভাব পরিহার করিবে, মানুষ

মানুষকে সৎপথে জীবিকার্জ্জনে উৎসাহিত করিবে, প্রত্যেকটী মানুষ নিজের জীবনোপায় সংগ্রহের চেষ্টা হইতে পাপ, প্রবঞ্চনা, অসত্য নির্ব্বাসিত করিবে,—এই আন্দোলনটী আমাদের আগে করা প্রয়োজন। সামাজিক প্রথাসমূহ আস্তে আস্তে আপনা আপনি সংশোধিত বা রূপান্তরিত হইবেই হইবে।

তোমাদের এক বিদ্বান্ গুরুভ্রাতা আমাকে বলিয়াছিল যে, আমাদের এখন সকলের মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহের ব্যাপারে জাতি-বর্ণের বিচারটীকে তুলিয়া দিবার আন্দোলনে নামিয়া পড়া উচিত। আমি বলিয়াছিলাম যে, তাহা হইলে অন্যান্য একান্ত-লোকহিতকর কার্য্যগুলি আমাদের একদিনেই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, কারণ প্রচলিত-প্রথার সংহার-লীলায় একবার মাতিলে সৃষ্টি-লীলার অবকাশ আমাদের থাকিবে না। তখন কেবল ভাঙ্গিতেই হইবে বিপুল আনন্দ, ধ্বংস আর ধ্বংস হইবে তখন মূলমন্ত্র, কি যে গড়িতে আসিয়াছিলাম, কি যে গড়িতে চাহিয়াছিলাম, কি যে গড়া প্রয়োজন, কি যে না গড়িলেই চলিবে না, লক্ষ্য এবং অনুরাগ সেই দিক হইতে একেবারেই ফিরিয়া আসিবে। জীবিকা হইতে পাপকে নির্ব্বাসিত করা আজ এযুগের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। জীবন হইতে অসংযমকে দূর করাও এযুগের এক অতীব জরুরী প্রয়োজন। এই দুইটীরই জন্য আবশ্যক মানুষের স্বাভাবিক দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং আরও প্রয়োজন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক দেবত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং ঘুরিতে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

ঘুরিতে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ মনটীর কাছেই আসিয়া সসম্ভ্রমে নতি করিয়া দাঁড়াইতে হয়।

বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন আদি এতকাল যে ভাবে চলিয়াছে, আরও কিছুকাল যদি সেই ভাবেই চলে, তবে কি দেশ একেবারে জাহান্নমে তলাইয়া যাইবে? বিবাহের প্রয়োজন আছে, অবিবাহিত দম্পতীদের সমাজ অনিশ্চয়তার বারুদখানা। শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে, পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ সন্তান সমাজের কলঙ্ক। উপনয়নের প্রয়োজন আছে, ব্রাহ্মণ্য-তপস্যার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইহা পরিপূর্ণ আস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ইহাদের সংস্কারের বা প্রথান্তরের প্রয়োজন অত্যন্ত আসন্ন নহে।

অতএব তরুণ কিশোরদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে সকলে লাগিয়া যাও। এই কাজটীকে বিশেষ প্রাধান্য দাও। এই কাজটীকে সফল, সার্থক ও স্থায়ী করিবার জন্য আর যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রতি মনোযোগ দাও। প্রত্যেক তরুণের কাছে তোমরা উপস্থিত হও। প্রত্যেককে সংযমের মহিমা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বল। ইহাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও মুখ্য কর্ত্তব্য। অন্য সব কর্ত্তব্য ইহার তুলনায় গৌণ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ বারাণসী

৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার পরিচয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ ও অশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়া কেহ তোমার দশবর্ষ-ব্যাপী বদান্যতা সম্ভোগ করিয়া আজ আমারই বিরোধিতা করিয়া তোমার মনে শেলাঘাত করিতেছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। দুঃখ এই জন্য যে, সে ভুল করিতেছে কিন্তু তাহার কোনও ক্ষতি না হয়, তাহা আমি চাহি। সুতরাং পরমেশ্বর-চরণে আমি প্রার্থনা করি যে, তাহার মতির পরিবর্ত্তন হউক, মনের দিক দিয়া সে শান্ত ও সুস্থ হউক। মন অসুস্থ না হইলে কেহ কদাচ কাহারও প্রতি অকারণে বিদ্বিষ্ট হয় না। মন অসুস্থ না হইলে কেহ অপরের নিন্দা করে না। মনের অসুখ দূর হইলে দ্বেষ ও নিন্দা আপনা আপনি দূর হইয়া যায়। মূঢ় ও ভ্রমান্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দিলে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং উপদেশ দানের বুদ্ধি পরিহার করিয়া মনে মনে তাহাকে ক্ষমা কর এবং পরমেশ্বর-সমীপে তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর।

উপকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি উপকারীর প্রতি বা উপকারের উপলক্ষ্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয় কেন, তাহা আগে ভাবিয়া দেখ।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আমি যদি তোমার দয়ায় জনসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠালিপ্সু মন এমনও চাহিতে পারে যে, লোকে যেন না জানে যে আমি তোমার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, বরং লোকে যেন জানে যে আমি আমারই শক্তিতে জগতের মধ্যে উঁচু মাথায় দাঁড়াইয়াছি, জগতে কাহারও কাছে আমার কোনও ঋণ নাই। এইরূপ ভাব বা ইহার কাছাকাছি ভাব হইতে অকৃতজ্ঞতার উৎপত্তি হয়। যেখানে ঋণের পরিমাণ অত্যল্প কিন্তু কৃতজ্ঞতার দাবীদার সমগ্র জীবনের যাবতীয় কৃতিত্বের গোড়া ধরিয়া টান মারিতে চাহেন, তেমন স্থলে মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ-ভাবের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে বা কোনও কোনও স্থলে অসঙ্গত বলিয়াও বিবেচিত হইবে না। কিন্তু যেখানে উপকারকেরা উপকৃতের কাছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও প্রকারের কৃতজ্ঞতার দাবী করিতেছেন না, সেখানে উপকৃত ব্যক্তির দ্রোহভাবের প্রধান হেতু অত্যধিক অহংকার বা দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই অকৃতজ্ঞ যুবকটীকে বিগত দশটী বৎসর ধরিয়া যত ছানা, ননী, ক্ষীর ও মাখন খাওয়াইয়াছ, সবই এখন তোমার বিরুদ্ধে গিয়া ইহার মতিভ্রান্তিরই দৌরাত্ম্য ও পরাক্রম বাড়াইতেছে দেখিয়া তুমি স্তম্ভিত হইতে পার কিন্তু এই বিচিত্র জগতে উপকারের প্রতিদান অধিকাংশ স্থলে এইরূপই হইতেছে এবং হইবে। নতুবা ত' মনুষ্য-সমাজ দেবতার সমাজ হইয়া

যাইত। অকৃতজ্ঞতা এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে একরূপ স্বভাবসঞ্জাত গুণ, এই কথাটী মনে রাখিয়া মনঃপ্রাণকে সান্ত্বনা দাও। ইহার প্রতি রোষ বা ক্ষোভ পোষণ করিয়া নিজের হৃদয়কে নিজের ক্রোধানলে দগ্ধ করিও না।

সুবোধেরা আমাকে নিন্দা করিলে আমি সতর্ক হই, অবোধেরা আমার নিন্দা করিলে আমি ক্ষমাশীল হই কিন্তু রুষ্ট আমি কাহারও উপরেই হই না। কাহাকেও সত্যই উপকার করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। এই বুঝিতে না পারাটার জন্য আমিও দায়ী। আমি অমৃত-ফল দিলাম, সে ভাবিল বিষ দিয়াছি, তাহার এই রকম ভাবাটা অজ্ঞানতা কিন্তু তজ্জন্য আমিও দায়ী। আমি যাহা দিলাম, তাহা যে অমৃত-ফলই ছিল, বিষের গোটা নহে, একথা তাহাকে বুঝাইবার যে অক্ষমতা আমাতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহার দ্রোহের মূলে রহিয়াছে তাহাও। সুতরাং আমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যাচিয়া এখন তাহাকে উপদেশ দিতে গেলে সে তাহা গ্রহণ করিবে না, যেমন বমনোদ্বেগের সময়ে কাহাকেও ঔষধ সেবন করাইতে গেলে সে গিলিতে পারে না। সুতরাং যখন সে আপনা আপনি শান্ত হইবে এবং আমার মতে সু-অবসর হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখন তাহাকে যাহা বুঝাইবার, আমি বুঝাইব। এখন চলিবে প্রতীক্ষা-পর্ব্ব। প্রতীক্ষার সময়ে অন্তরে দ্বেষ বা ক্লেশ কোনটাই রাখিতে নাই।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

শান্ত মনে প্রতীক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। তবে, অকৃতজ্ঞতার এই কুদৃষ্টান্তটী দেখিবার পরে পরের-ছেলেকে আনিয়া ঘরের ঠাকুর রূপে ষোড়শোপচারে ভোগ-নৈবেদ্য দিয়া তৃপ্ত করিবার প্রবৃত্তি যে অনেকের শিথিল হইয়া পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তথাপি প্রেমময় যাহার স্বভাব, সে তাহার প্রেমময় স্বভাবের প্রভাবে অনেক পরকেই আপন করিতে চাহিবে, এভাবে বারংবার ঠকিবে, ঠকিয়া ঠকিয়াও তাহার শিক্ষা হইবে না। আবার ঠিক ঐ কাণ্ডটাই বাঁধাইবে এবং বারংবার অকৃতজ্ঞতার ঝড়ে পড়িয়া উৎপীড়নের একশেষ হইয়াও আবার ঠিক ঐ ভাবেই আর একটী স্নেহের পুত্তলকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ঘরের মাঝখানটায় বড় পীড়িতে বসাইয়া ক্ষীর, সর, ছানা, ননী খাওয়াইবে এবং আবার তাহার বেইমানি দেখিয়া তোমার মতন অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। প্রেমিকেরা জগতে চিরকাল ঠকিয়াছে এবং চিরকাল ঠকিবে কিন্তু যাহারা নবকুমার হইয়া জন্মায়, তাহারা চিরকাল পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করিবে। প্রকৃত প্রেমিক ঠকিয়াও জেতে তাহাকে সত্য সত্য কেহই ঠকাইতে পারে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ বারাণসী

৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৭৭

(১৯-২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রের জবাব দিতে দুই মাসেরও বেশী দেরী হইল। পত্র পাঠের অবসর করিতে পারি নাই মা।

পুত্রকন্যাদের জন্য সরকারী সাহায্য পাইবার প্রয়োজনে যাহারা নিজেদের জাতি-পরিচয় লিখিবে নমঃশূদ্র, সহরে বাড়ীভাড়া সহজে পাইবার জন্য তাহারা পরিচয় দিবে কায়স্থ বলিয়া কিম্বা অন্য কোনও অবস্থায় পড়িয়া সম্মানরত মানুষদের কাছে পরিচয় দিবে ব্রাহ্মণ বলিয়া,—ইহা সঙ্গত কার্য্য নহে। দীক্ষা দ্বারা তুমি আমার কাছ হইতে ব্রাহ্মণত্বলাভের অধিকার পাইয়াছ। কাজ যদি করিতে থাক তবে তুমি কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ রূপে আপনা আপনি জগৎ-পূজ্যা হইবে। তুমি যে জাতি-ব্রাহ্মণ নহ, এই কথা জানিলে কেহই তোমাকে অবজ্ঞা করিবে না। আমার প্রদত্ত দীক্ষা তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব, ব্রাহ্মণ্যের দম্ভ বা ব্রাহ্মণ্যের ভাণ দিলে আমার সদভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রয়াসটুকু অসার্থক হইয়া যাইবে। তুমিও যেখানেই যাও, তুমি যে নমঃশূদ্রের কন্যা, একথাটী প্রকাশ করিতে ভয় পাইও না।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সত্যই ব্রাহ্মণত্ব দেয়,—ভাণ, ছলনা বা কপটতা কাহাকেও ব্রাহ্মণত্ব দেয় না।

তুমি যে অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছিলে, তাহাতে নিজেকে ব্রাহ্মণকন্যারূপে পরিচিত করিতে তোমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নতুবা এই দ্বৈতাচরণে তোমার মনে ক্লেশ, উদ্বেগ এবং অনুশোচনার উদয় হইত না এবং অকপটে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে না। যাহা বাধ্য হইয়া করিয়া ফেলিয়াছ, তাহার জন্য আর দুশ্চিন্তা না করিয়া এখন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিতে থাক যে, ভবিষ্যতে এভাবে নিজেকে কোথাও পরিচিত করিবে না।

মানুষ মাত্রেই সমান, একথাও সত্য, মানুষ মাত্রেই পরমেশ্বরের সন্তান, একথাও সত্য। কিন্তু সব মানুষের জন্ম একই পরিবারে হয় না আর সবগুলি পরিবারের ঐতিহ্যও ঠিক একই রকম নহে। এজন্য মানুষে মানুষে জন্মগত বা পরিবারগত বা সমাজগত প্রকার-ভেদ চিরকালই থাকিবে। ভেদ থাকুক কিন্তু ভেদবুদ্ধি যেন না আসে, প্রয়োজন হইতেছে ইহার। এদেশে ব্রাহ্মণ্যতা হইতেছে আদর্শ। সব জাতির লোক ঐ উচ্চ আদর্শে গিয়া পৌছুক, ইহাই হইতেছে সমাজের মঙ্গলকামী দূরদর্শী সাধকদের প্রাণের আকুতি। তোমরা যে নির্ব্বিচারে আমার নিকট হইতে ওঙ্কারমন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রীতে দীক্ষা পাইয়া

থাক, তাহার কারণ ইহা। দীক্ষা একটী নবজন্ম। গায়ত্রী-দীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ্যলাভের পথ তোমাদের জন্য উন্মোচিত, উদ্‌ঘাটিত, প্রশস্তায়িত হইল। ইহার পরে তোমাদিগকে করিতে হইবে সাধন। সাধন করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবে। যতক্ষণ না বুঝিতেছ যে তোমার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ তুমি কি করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিবে,—"আমি ব্রাহ্মণ"?

শাস্ত্র নিয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা বলেন, শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের লোকেরা তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। সুতরাং শূদ্রাদির ব্রাহ্মণত্বে অধিকার আছে। গোঁড়াপন্থী শাস্ত্রাজীবেরা বলেন, এই জন্মটা তাহাদিগকে শূদ্রই থাকিতে হইবে, তপস্যার পুণ্যফলে পরজন্মে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তবে ইহারা ব্রাহ্মণবপু পাইবে। এই তর্কের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কেহ যদি এই শূদ্র-শরীরেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহাই আচ্ছা; কেহ যদি পরজন্মে ব্রাহ্মণ-শরীর নিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহাও আচ্ছা। অবজ্ঞাত, পদানত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত অব্রাহ্মণ যে-কোনও প্রকারে যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দেশে ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিলেই আমাদের মনসাধ পূরিবে।

তুমি তোমার জীবনের উপরে দুইটী আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ দিয়াছ। ঘটনা দুইটীই অলৌকিক এবং চিত্তগ্রাহী। ঘটনা দুইটী

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মঙ্গলময় হরিওঁ মহানামের প্রত্যক্ষ মহিমার সূচক। এই কারণে লোকহিতার্থে ইহারা সত্যই প্রচারের দাবী রাখিতে পারে। এই বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। কিন্তু ইহার সহিত ব্যক্তিরূপে আমিও জড়াইয়া পড়িতেছি। এজন্য আমি এই ঘটনাবলীর প্রচারে সম্মতি দিতে পারিতেছি না। লৌকিক জীবনের সাধারণ ঘটনা দিয়াই যেখানে লোকহিত সম্ভব, সেখানে অলৌকিকতার আশ্রয়ই বা নিবে কেন, প্রশ্রয়ই বা দিবে কেন? সুতরাং আর ইহাদের প্রচার করিও না। আমি অলৌকিক ঘটনার প্রচার পছন্দ করি না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রত্যেকটা লোমকূপে এক একটা করিয়া অলৌকিক ঘটনার কাহিনী সম্পূটিত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও তাহা প্রকাশ করিতে দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি। হজরৎ মহম্মদও অলৌকিক ঘটনার প্রচারে প্রশ্রয় দিতেন না বলিয়া পড়িয়াছি। এই সব বড় বড় মহাপুরুষেরা যে-সকল আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের মতন তুচ্ছ ব্যক্তিদের পক্ষে সেই দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণই সঙ্গত।

অলৌকিক যাহা যাহা দেখিয়াছ বা অলৌকিক ভাবে যাহা যাহা পাইয়াছ, তাহাকে তোমার সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের উপায়-স্বরূপে গ্রহণ কর। সাধন কর মা, সাধন কর। সাধনেই শান্তি, পত্রলেখনে বা ললিতভাষণে শান্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই। সাধন করিতে করিতে জীবনকে শান্তিময়, তৃপ্তিময় ও দীপ্তিময়

কর। সাধন করিতে করিতে আলোকস্তম্ভের ন্যায় বিপথ-গামী নাবিকের পক্ষে অভ্রান্ত পথের দিশারী হও। সাধন করিতে করিতে অপার, অমেয়, অশেষ প্রেমের আধার হও এবং প্রেমবলে অন্ধকার জগতে জ্যোতিঃরাশি বিস্তারিত কর, প্রেমবলে ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট প্রাণগুলিতে সরসতা ও সান্ত্বনার সঞ্চার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৭৭

(৯-৩-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সকলেই জানে যে আমি কৃষ্ণমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে, শিবমন্ত্রে বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেই না, নিজে যেই মন্ত্রে সাধন করি, প্রত্যেককে সেই অখণ্ড মহানাম ওঙ্কার-মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়া থাকি। তাহা জানিয়াও যে তোমাদের পিতামাতারা নিজেরা কেহ কৃষ্ণমন্ত্রী, কেহ শিবমন্ত্রী ইত্যাদি হইয়াও নিজেদের প্রাণাধিক, পুত্রকন্যাদিগকে অখণ্ড-মহানাম ওঙ্কার-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্যই আগ্রহ সহকারে আমার নিকট প্রেরণ করেন, ইহা দ্বারা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আমার পন্থার প্রতি তাঁহাদের যে আস্থা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে তোমাদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহের অনাবিল অকৃত্রিমতা ও অপরিসীম গভীরতা। তোমাদের জীবন পূর্ণতার আস্বাদনে সর্ব্বতোভদ্র এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠুক, এই কামনাই তাঁহাদিগকে একার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। এমন স্নেহশীল পিতা ও মাতার প্রতি তোমরা যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ থাকিও।

পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে আমি আমার ধর্ম্মের একটী মৌলিক সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। পিতামাতার প্রতি যে অকৃতজ্ঞ, সে গুরুর প্রতি, দেশের প্রতি, জগদ্বাসীর প্রতি তাহার তুলনারহিত ঋণরাশির জন্য কদাচ কৃতজ্ঞ হইবার প্রেরণা লাভ করিতে পারে না। ফলে তাহার গুরুভক্তি, দেশভক্তি, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সবই শুষ্ক তৃণগুচ্ছের ন্যায় নিয়তদহনশীল ও দাহ্যমান পদার্থের ন্যায়ই বিরাজ করে। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পিতামাতার প্রতি অপার-ভক্তিশীল থাকিতে চেষ্টা করিও। পিতামাতার যে সকল সদ্‌গুণকে নিজ অনুভবে আনিতে পারিতেছ, সেগুলিকে নিজ জীবনে সুব্যাপক বিকাশ ও সুগভীর প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য তোমাকে আমরণ চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। ফলে, এই অনুশীলনটী তোমার বংশাবলি বাহিয়া ক্রমশ চলিতে থাকিবে। মানবজাতির এক অভিনব নবোন্নতি এই ভাবেই হইবে।

তোমরা তিন ভাইই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সত্যশীল হইবে। অপ্রেম ও বিদ্বেষকে নিজ নিজ স্বভাব হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। যাহার দিকে চক্ষু পড়িবে, প্রেমভরে তাহার প্রতি তাকাইবে, কুপিত দৃষ্টিতে নহে। পিতামাতাকে ভালবাসার মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বে তোমাদের ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * *

আশীর্ব্বাদ করি, মঙ্গলময় নামের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমরা চারিদিকে সহস্র বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপদ ও ক্ষয়ক্ষতি হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হও। নামের একান্তভাবে শরণাপন্ন হইলে পরমেশ্বর তাঁহার অলৌকিক কৃপাশক্তিতে অভাবনীয় ভাবে আশ্রিত ভক্তকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীনতার হাজার নজির চখের উপরে দেখিয়াও প্রকৃত ভক্ত কখনো ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায় না, নির্ভর তাহার কিছুতেই টলে না।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ পরমেশ্বরের অপার করুণায়। মানুষরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া যদি পশু বা কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে, তবে তাহার উপরে তোমার কি হাত ছিল? আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক অনুভবের ক্ষমতা লইয়া মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়াছ এবং এই শরীরের স্বাভাবিক শক্তিতে তোমার অস্ফুট সামর্থ্যকে কোটিগুণ পরিবর্দ্ধিত করিবার সুযোগও মিলিয়াছে। অনুশীলনের দ্বারা এই শক্তিকে, এই সুযোগকে সার্থক কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একান্ত ভাবে নামের আশ্রয় নাও। নামের শরণ লইয়া নির্ভয় হও। নামকে জীবনের পরম নির্ভর বলিয়া জান। বাহিরের শত বিপর্য্যয়কে মূল্য না দিয়া নামকে মনে ও মনকে নামে যুক্ত করিয়া রাখিবার অধ্যবসায়কে সর্ব্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া গণনা কর। জীবনের প্রতিটি অনুচ্ছেদে, জীবনের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রতিটি পংক্তিতে, জীবনের প্রতিটি পংক্তির

প্রতিটি অক্ষরে নামকে অক্ষর-বস্তু রূপে প্রতিষ্ঠিত কর। সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য পরিবেশ-অনুযায়ী সঙ্গত-ভাবে করিয়া যাও কিন্তু কর্ত্তব্যগুলিকে নামেসেবার একান্ত অনুগত রাখিয়া উদ্‌যাপন কর। সকল বাহ্য কর্ম্মের একান্ত পরিসমাপ্তি ঘটুক নামের রসাস্বাদনে। নামকে যে শক্ত করিয়া ধরিয়াছে, সে পরমেশ্বরকেই প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়াছে, ইহা মনে রাখিয়া চলিতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * মণ্ডলী ছোট বা ইহার সদস্য-সংখ্যা কম, মণ্ডলীর পক্ষে বড় ও কার্য্যক্ষম হইবার পথে এই যুক্তিটি মোটেই বাধক নহে। মণ্ডলী ছোট হইলেও আস্তে আস্তে বড় হইতে পারে। মণ্ডলী ছোটই যদি থাকিয়া যায়, তথাপি ইহার ব্যবহারিক কর্ম্মদক্ষতা কল্পনাতীত-ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহার মূল রহস্য রহিয়াছে আদর্শানুগত্যে, নিরভিমান সেবায় এবং একনিষ্ঠ প্রযত্নে।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কাঞ্চনপুর, রাধামাধবপুর, দশধা ও তৈসামাতে অল্পাধিক সকল অঞ্চলেরই ভক্তিমান্ পুরুষ-নারীরা আসিয়াছিল এবং নিজেদের সাধনপথের পরম পাথেয় সংগ্রহ করিয়া নিয়া গিয়াছে। একই গ্রাম হইতে ইহারা আসে নাই, আসিয়াছে নানা পল্লী হইতে। যে পল্লীতে দুই তিন জন সমসাধক হইয়াছে, সেই পল্লীতেই যে-কোনও প্রকারে ছোটমোট একটী মণ্ডলী গঠন করিয়া ফেল। সপ্তাহে একদিনের সমবেত উপাসনার নিয়মটীকে সকলে শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখুক। এই অনুষ্ঠানটীর ভিতরে কাহারও ব্যক্তিগত অহমিকা যেন বিরোধের সুর না বাজাইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেকে সতর্ক থাক। কোনও প্রকারে তিনটী বৎসর এ ভাবে চলিতে পারিলে দেখিতে পাইবে যে, মণ্ডলীর মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটিয়াছে। পাখী যেমন ডিম পাড়িয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না, ডিম ফোটা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে তাহাতে তা দেয় ঠিক তেমনি একাগ্রতা ও স্নেহশীলতা নিয়া নবগঠিত মণ্ডলীকে তোমাদের ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

অখণ্ডমণ্ডলীর আসল কাজ সমবেত উপাসনা। এই অনুষ্ঠানটীর মধ্যে নানা জনে যাহাতে নানা নবপ্রবর্ত্তন ঢুকাইতে না পারে, তার দিকে লক্ষ্য রাখিও। উপাসনা যাহাতে ভক্তিভরে করা যায়, তার চেষ্টা রাখিও। প্রসাদ-বিতরণের কালে হুড়াহুড়ি না হয়, তাহা দেখিও। অখণ্ড-সংহিতা হইতে সুনির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ স্পষ্ট ভাবে পাঠের পরে উপাসনার "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" সুরু হইবে। অন্য কোনও শাস্ত্র পড়িবার প্রয়োজন নাই।

কাহারও নিকটে টাকাকড়ি আদায়ের জন্য কড়াকড়ি করিবে না। স্বাভাবিক স্বেচ্ছাদত্ত দানেই মণ্ডলীর সামান্য ব্যয় চলিয়া যাওয়া উচিত। ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও সমবেত উপাসনা হয় কিন্তু ফুল-বেলপাতা-দূর্ব্বা-তুলসীর কেন অভাব হইবে? পল্লীগ্রামে এই জিনিষগুলি নিতান্তই সহজলভ্য।

সমবেত উপাসনার দ্বারা মানুষকে মিলিত হইতে শিখাও। মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে শিখিলে জগৎ হইতে হিংসা দূর হইয়া যাইবে, সকলের প্রাণে প্রেমচন্দ্রমার উদয় ঘটিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ বারাণসী
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছ, মানুষের নিথর নিঃস্তব্ধ প্রাণকে স্পন্দিত করিতে পারিয়াছ, তাহাদের মনে একটী লক্ষ্যের প্রতি অনুরাগ ও একটী কর্ম্মের প্রতি প্রবণতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা বড়ই সুসংবাদ।

একদা যেখানে একটী বার হইলেও মানুষের প্রাণে স্পন্দন

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

জাগিয়াছিল, সেখানে বারংবার সেই স্পন্দন সৃষ্টি করা নিশ্চিতই যে সম্ভব, এই বিশ্বাস নিয়া কাজ করিও। যেখানে অন্ততঃ একটী প্রাণেও প্লাবন সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে, সেখানে সহস্র প্রাণে তাহা যে যোগ্য ভাবে চেষ্টা করিলেই সৃষ্টি করা যাইবে, ইহাও বিশ্বাস করিও। বিশ্বাস না থাকিলে কাজে মানুষের মন বসে না, মন না বসাইতে পারিলে কাজে সফলতা আসে না। হাঁড়ীর একটী ভাত যখন টিপিয়া দেখিয়া শক্ত বলিয়া মনে হইল, তখন জানিতে হইবে যে, এখনি হাঁড়ী নামান চলিবে না, আরও উত্তাপ দিতে হইবে। প্রত্যেকটী পরিচিত মানুষের মনে আগ্রহের উত্তাপ বর্দ্ধনের জন্য পদ্ধতিবদ্ধ প্রয়াস সুরু কর। কাজ ধরিয়া আর শেষ না করিয়া মধ্য-পথে ছাড়িয়া দিবে না। এই পণ কর। সকলের মধ্যে গিয়া যে-কাজটুকু করিবার চেষ্টা করিয়াছ বা করিতেছ, তাহা যে পরিণামে তোমারই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করিতেছে বা করিবে, একথা বিশ্বাস করিও। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা শুধুই তাসের ঘর বা বালির দুর্গ নহে। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা স্থায়ী নৈতিক কুশল ও আধ্যাত্মিক বল বিতরণ করিয়া থাকে।

কাজ করিবার শক্তি যাহাতে বাড়ে, তাহার জন্য যে যে-ভাবে যতটা পার, দৈহিক ও মানসিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাক। ব্রহ্মচর্য্যের বল বাড়িলে তোমার চিন্তায়ও বাড়িবে বল,

বাক্যেও বাড়িবে বল। মুখনিঃসৃত বাণীকে বলীয়সী করিবার জন্যই প্রত্যেকের ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আর্য্য ঋষিগণ অকারণে ব্রহ্মচর্য্যকে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করেন নাই।

সর্ব্বদা ভগবানের নামে মনকে লগ্ন করিয়া রাখিবে। যেই যাহা বলুক, নামের সেবা পরিহার করিবে না। যে যত পারে বিদ্রূপ করুক, ইন্দ্রিয়-সংযমকে মহাশক্তির উৎস বলিয়া চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে পূর্ণতঃ স্বীকার করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ বারাণসী
২৮শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৭৭
(১৩-৩-৭১)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শুভ পয়লা বৈশাখ আমি তোমাদের ওখানে পার্থিব শরীর নিয়া যাইতে পারিব না কিন্তু একান্ত ভক্তিপ্রাণ সন্তানের বক্ষের মাঝারে থাকিব। এই বিশ্বাসটুকু নিয়া তোমরা অন্তরের বিরহ-ব্যথার উপশম করিও।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সামান্য সামান্য সফলতায় কেহ অতিমাত্র উৎফুল্ল হইও না। অত্যধিক উল্লাস সতর্কতার হানি করে এবং কর্ম্মশক্তির একাগ্র প্রয়োগে বাধার জনক হয়। ধীরতার সহিত পদ্ধতিবদ্ধ বিক্রমে আস্তে আস্তে লক্ষ্যপথে চল। হুজুগ জিনিষটাকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিও না, দেখিবে কৌতুকের দৃষ্টিতে। যাহার যতটুকু সার্থকতা, তাহাকে তাহার অতিরিক্ত মূল্য দিও না। ভূকম্প হইয়া সমুদ্রের বুক হইতে হিমালয় যেদিন উপরে উঠিল, সেদিনও একটী নিমেষে বা একটী দিনেই সে অভ্রংলিহ বা গগনভেদী হয় নাই। ধৈর্য্য ও প্রেম এই দুইটী সদ্‌গুণকে চরিত্রের অলঙ্কার বলিয়া জানিবে। ধৈর্য্য আসে অটল বিশ্বাস হইতে, প্রেম আসে অফুরন্ত একাত্মবোধ হইতে, মমত্ববোধ হইতে। তোমরা প্রতিজনে ধৈর্য্যশীল ও প্রেমবান হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

বারাণসী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হুজুগে নহে, ধীরপ্রযত্ন ধারাবাহিক সংগঠনে মন দাও। হুজুগ সাময়িক, সংগঠন স্থায়িফলপ্রদ ও সুনিশ্চিত শক্তিবর্দ্ধক।

একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থায় নির্দ্দিষ্ট ধারায় সুদীর্ঘকাল ধৈর্য্য-সহকারে লাগিয়া থাকার মধ্যে যে বীরত্ব আছে, হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া শত্রুর আক্রমণে মৃত্যুবরণের ভিতরে ততখানি বীরত্ব নাই। প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে পরমায়ু-ক্ষয় ঘটিতেছে, প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতি প্রশ্বাসে ভগবানের নামের মহিমাকে জগদ্বাসীর মনে প্রাণে চিরগ্রথিত করিয়া দিবার সাধনায় কিছু না কিছু কাজ করিয়া যাও। সাময়িক হুজুগে ভাসিয়া যাইও না। একই কাজ অবিরাম অবিশ্রাম যুগযুগ ধরিয়া করিয়া যাইবার পৌরুষ অবলম্বন কর। প্রেম তোমাকে সে পৌরুষ দিবে। নিরন্তর ভগবানের চরণে প্রেমের জন্য প্রার্থনা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

বারাণসী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এক রকমের কাজ দুবার, তিনবার, চারিবার করিলে এক শ্রেণীর মানুষের বিরক্তি ধরিয়া যায়। তাঁহারা চাহে নূতনতর কোনও কর্ম্মপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে। অধিকাংশ সময়ই ইহারা হুজুগে লোক, নিত্য নূতন প্রগ্রাম না দিতে পারিলে ইহারা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

ক্ষেপিয়া যায় এবং পরিচালক-শ্রেণীর কর্ম্মীদিগকে গিলিয়া খাইয়া ফেলিতে চাহে। এই সকল হুজুগ-বিলাসীদিগকে আস্‌কারা দিও না। একই কাজে বারংবার লাগিয়া থাকিতে থাকিতে একই ঢংয়ের কাজ হইতে আস্তে আস্তে কত মধু, কত রস, কত বিচিত্র আস্বাদন নিংড়াইয়া বাহির করা যায়, তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করিতে ইহাদের প্রত্যেককে প্রবুদ্ধ কর। কাজ কাজই নহে, যদি উহা কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর চরিতার্থতার জন্যই হয়। যে কাজ অন্য দশটা অকাজ কমাইবে, যে কাজ বারংবার অনুষ্ঠানের ফলে তোমাকে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদন দিবে, যে কাজ আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের সহিত জগজ্জনের প্রাণে মনে স্থায়ী তৃপ্তি, স্থায়ী প্রসাদ, স্থায়ী আনন্দ বিলাইবে তাহাতে ধৈর্য্য, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সাহস ও অধ্যবসায় চাই। আর, সব চেয়ে বেশী চাই প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

বারাণসী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র ও হোলির আবির পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার

ভগবৎ-প্রেম হোলির আবিরের মতন সুন্দর ও উজ্জ্বল হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

সংসারে থাকিলে পাপে ডুবিয়া যাইবে, অতএব তোমাকে আশ্রমে ছুটিয়া আসিতেই হইবে, এই আশঙ্কা এবং আগ্রহ এই দুইটাই সমান অনাবশ্যক। আশ্রমটাও একটা সংসার এবং সংসারী লোকের যতগুলি ঝামেলা, তার চেয়ে এখানকার লোকেদের ঝামেলা বড় কম নহে। আর, সংসারে থাকিয়াও জগতের অনেক অসাধারণ পুরুষ ও নারীরা তাঁহাদের জীবনকে সত্য ও প্রেমে এমন উদ্‌ভাসিত ও পুলকিত করিয়াছেন যে, ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পিত-প্রাণ কোনও ব্যক্তির সংসারকে ভয়াবহ স্থান বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ অধিক নাই। কেহ সংসার ত্যাগ করিতে চাহিলে আমরা সত্যই আনন্দিত হই এই ভাবিয়া যে, ইহার বৈরাগ্য আসিয়াছে। বৈরাগ্য মানে বাসনাহীনতা। বৈরাগ্য মানে আসক্তির বস্তুর প্রতি আকর্ষণ-হীনতা। বৈরাগ্য আসিলেই অভয় আসিল। পিতামাতা যখন চাহিবেন, কুমারী মেয়ে তুমি, নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। তাহাতে দোষ কি? পৃথিবীর সব মেয়ে কুমারী থাকিলে আমরা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিব কাহাদের গর্ভে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৩৮)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭৭

(১৪-৩-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শিলচর সম্মেলনের উদ্যোক্তৃবর্গের নিকটে লিখিত তোমার পত্র পাঠ করিয়া যুগপৎ হর্ষিত ও ব্যথিত হইলাম। তোমার বজ্রদৃঢ় স্বাস্থ্যের এরূপ ঘোর অবনতি ঘটিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম কিন্তু কাজ করিবার জন্য তোমার অন্তরে যে আগ্রহের অনল অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইলাম। মানুষ যখন শরীর দিয়া কাজ করিতে অক্ষম হয়, তখনো সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না, সে তাহার মন, বুদ্ধি ও সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা, হাত-পা না নাড়িয়াও, অনেক কাজ করিতে পারে। তার জন্য চাই একটুকু কৌশলাভিজ্ঞতা, আর চাই জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান। ভগবৎকৃপায় উভয়ই তোমার সুপ্রচুর পরিমাণে আছে এবং এই জন্যই আমি প্রত্যাশা করিব যে, যে-কাজ, তুমি বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে নিজে করিতে অক্ষম হইতেছ, সে-কাজ তুমি অন্যান্য সহকর্ম্মীদের দ্বারা করাইয়া নিবার চেষ্টা করিবে। প্রেম-সহকারে, আগ্রহ-সহকারে,

আদর্শবত্তার প্রেরণায়, সরল মনে, অকপট ভাষায় তুমি ডাক দিয়া যাহাকে যে কাজটুকু করিতে বলিবে, একবারে না হউক, দুইবারে না হউক, দশবার চেষ্টা করিবার পরেও যে সে নিজেকে কাজে প্রবৃত্ত না করিয়া পারিবে, এমন হইতে পারে না। নিজে কাজ করিতে পার না বলিয়া অন্যদিগকে সৎ কর্ম্মে দ্রুত লগ্ন হইতে প্রেরণা দিবার তোমার সামর্থ্য নাই, এমন দুর্ব্বল নিজেকে কদাচ মনে করিও না।

পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধগুলি কি বড় বড় সেনাপতিরা জয় করিয়াছেন? না, সাধারণ সৈনিকেরা বুকের রক্ত দিয়া ধরিত্রীকে পরিস্নাত করিয়া তবে জয়লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া লইয়াছে? সাধারণ সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা শিবিরে বসিয়া থাকিয়া আদেশ বা উপদেশ, সংবাদ বা পরামর্শ প্রেরণ করিয়া নিয়ত-যুধ্যমান সৈনিকদের আগ্রহ ও মনোবল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ইতিহাসে তাঁহাদের নামেই জয়ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইয়াছে।

তোমার চতুর্দ্দিকের সহকর্ম্মীরা অনেকেই অশিক্ষিত কিন্তু সকলেই অকর্ম্মণ্য নহে। যার যেটুকু ক্ষমতা আছে, সে সেইটুকু ভগবানের কাজে নিয়োগ করুক,—এই অনুরোধ, এই সনির্ব্বন্ধ অনুনয়, এই প্রার্থনাটুকু তুমি তাহাদের প্রতিজনকে অবিরাম জানাইতে থাক। চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেও সাহস হারাইও না, ভরসা ছাড়িও না। চেষ্টা করাতেই তোমার অধিকার। তোমার স্বাধিকার কেন তুমি পরিহার করিবে?

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

স্বাস্থ্যের দিকে খুব যত্ন নিও। দ্রুত সুস্থ হইতে চেষ্টা করিও। বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোনও কাজ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম।

তুমি চক্রবর্ত্তীর ছেলে ব্রাহ্মণ-বংশীয়, যাহাকে তুমি বিবাহ করিতে চাহ, সেটী হইতেছে সেনের মেয়ে, বৈদ্যবংশীয়। বিবাহের অনুমতি চাহিতেছ। মেয়েটী বৈদ্যদের হইলেও আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা ও আদর্শবাদিতায় সে ব্রাহ্মণেরই মতন। সুতরাং দুই জনে মিলিয়া যুক্তি করিয়াছ যে, তোমরা বিবাহিত হইয়া দাম্পত্য জীবন-যাপন করিবে।

কিন্তু ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথমে পারিবারিক, তারপরে ইহা সামাজিক। যেই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহটী হইবে, সেই দুই পরিবারের সম্মতিটাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তার পরে সমর্থন প্রয়োজন সেই দুই সমাজের, যেই দুই সমাজ হইতে তোমরা আসিয়াছ। পরিবার ও সমাজকে বাদ দিয়া বা

উপেক্ষা করিয়া, পরিবার ও সমাজের সহিত সংঘর্ষ বাঁধাইয়া বা বিরোধ জমাইয়া তারপরে যে বিবাহিত জীবন সুরু হয়, তাহাতে মুহুর্মুহু অশান্তি ও অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আমার অনুমতি নিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া উভয় পরিবারের সম্মতিটী আগে লও। তাঁহাদের সম্মতি মিলিলে সমাজ হয়ত রফায় আসিতে পারেন।

অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্র কোথায় কি বলিয়াছেন এবং নব্য কোনও স্মৃতি রচিত হইতে গেলে সেখানেই বা সম্ভবত কি কি বিধান লিখিতে হইবে, ইহা নিয়া আমার পক্ষে জল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, আমি সমাজ-সংস্কারক নহি। ইহা করিলে সমাজ-সংস্কার হইবে, উহা না করিলে সমাজ-সংস্কার হইবে না,—এই সব বিচার-বিবেচনা বা কর্ম্ম-তালিকা আমার নাই। আমি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারক, প্রসারক ও উপাসক। ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে একটা শক্তিশালী সাত্ত্বিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন দুর্ব্বার-পুরুষকার-প্রবুদ্ধ জাতির বিকাশ ঘটুক, আমার ইহাই কাম্য। আমি চাহিব, যে-ই যাহাকে বিবাহ করুক, বিবাহের পূর্ব্বে কঠোর সংযম-ব্রত পালন করুক। বিবাহের পরে সংযমের মধ্য দিয়া গার্হস্থ্যকে এমন ভাবে পরিচালন করুক যেন ইহাদের বংশে অসামান্য-শক্তিধর পুরুষ ও নারীরাই মাত্র জন্মগ্রহণ করে। অসবর্ণ বিবাহে এইরূপ হইতে পারে না বলিয়া আমার কোনও কল্পনা নাই।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কিন্তু বিবাহ যে একটা অতীব পবিত্র অনুষ্ঠান, ইহা যে গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, কালীঘাটে গিয়া কালীমাতার পা-ছোঁয়ানো একটু সিঁদূর আনিয়া ক'নেটির সিথিতে লাগাইয়া দিলেই যে কেহ কাহারও স্ত্রী বা স্বামী হইয়া যায় না, এই বিষয়ে আমার মতামত সুস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং দ্ব্যর্থতা-হীন। যেখানে যেখানে বড় বড় কালীবাড়ী আছে, যেখানকার কালীমাতার তীর্থখ্যাতি খুবই প্রবল, সেই সেই স্থানে কালীমন্দিরে ভালবাসায় উন্মত্ত তরুণ-তরুণীরা গিয়া যে অনেক সময়ে ভিড় করে এবং জগতের কোনও আত্মীয়-কুটুম্বকে কিছুমাত্রও জানিতে না দিয়া হঠাৎ মায়ের পায়ের সিঁদূর দিয়া পতি-পত্নী হইয়া যাইবার খেলা করে, তাহার প্রতি শুধু আইনেরই কোনও সমর্থন নাই, তাহা নহে, লোকেও তাহাকে বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য করে না। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের বিবাহ-অনুষ্ঠানটী একটী সুপ্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান, গুপ্ত শুধু দাম্পত্য জীবনটুকু। গোপনে বিবাহ করিয়া আসিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে চাহিলে সমাজ এই ব্যাপারে কোথাও চুপ করিয়া থাকে না, ধিক্কারই দেয়, কোথাও কোথাও প্রচণ্ড শাসনও করে। এই ধিক্কার-দানের এই শাসন-করার সমাজের অধিকারও আছে। কারণ, সমাজ-রূপ বহুজনের সম্মিলিত শক্তিটি নানা ভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগুলিকে নিরন্তর রক্ষাই করিয়া আসিয়াছে। যাহাদের সমাজ ছিল না, জগৎ হইতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া

গিয়াছে। যাহারা সমাজবহির্ভূত হইয়া চলিবে, তাহাদেরও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রচুর।

সুতরাং গোপনে যাহা করিয়াছ, করিয়াছ, কিন্তু তাহার সার্থকতা নাই। এখন প্রকাশ্য ভাবে যাহাতে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পার তাহার জন্য সামাজিকবর্গের উপস্থিতিতে যাহা যাহা করণীয়, তাহা কর। কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার ফতোয়া আমার কাছ হইতে না নিয়া উভয় পক্ষের অভিভাবকদের নিকট হইতে নাও। কারণ, সমগ্র জীবন জুড়িয়াই তাঁহাদের অকুণ্ঠ, অবিমিশ্র, দ্বিধাহীন আশীর্ব্বাদ তোমাদের জীবনের এক পরম পাথেয় হইয়া থাকিবে। পাথেয় হাতে না নিয়া কেহ কি কখনো পথে নামে বাবা?

কালীবাড়ীতে গোপনে বিবাহ করিয়া আসিয়াছ, ঐ বিবাহকে আমি মানি না। ঐ বিবাহ তোমাদিগকে মিলনের পূর্ণ অধিকার দেয় নাই দিতে পারে না। বিবাহটী যখন নিতান্তই প্রাক্-প্রণয়ের বাধ্যকর পরিশিষ্ট, তখন অখণ্ড-মতেও এই বিবাহ করিতে পার না। অখণ্ডমতে বিবাহ এক মালিন্যহীন পবিত্র আদর্শের বিবাহ। তোমাকে কৌলিক প্রথানুসারেই বিবাহ করিতে হইবে, পুরোহিত ডাকিতে হইবে এবং উভয় পরিবারের আশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়া সামাজিক-বর্গের কতকাংশেরও উপস্থিতির মাধ্যমে কাজটী সারিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৪০)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গভীর স্নেহ সহকারে নিয়ত স্মরণ করি তাঁহাদের কথা, যাঁহাদের মন জীবনে মরণে, নিদ্রায়, জাগরণে, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে একমাত্র পরমপ্রভুতে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকেই একমাত্র জীবনৈকলক্ষ্য জানিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে নিরন্তর তাঁহারই চরণাশ্রয় পাইবার প্রয়াসে যাবতীয় প্রযত্ন পরিচালন করেন, তাঁহাদের মতন সুধন্য মানব আর কাহারা থাকিতে পারে?

তুমি তোমার কন্যাকে নিয়ত আশ্বাস দাও যে, জগতে ভয় করিবার কিছু তাহার নাই। নির্ভয়ে সে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ুক "জয় পরমমেশ্বর" বলিয়া। জগদীশ্বর তাঁহার অতুল সামর্থ্যে তাহাকে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের পরপারে নিরাপদ তট-ভূমিতে, পৌছাইয়া দিবেন। "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি কদাচ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুরে চলিয়া যাই না",—এই পরম আশ্বাসের বাণী তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত জানিও। অন্তরের অপরিসীম ভক্তি লইয়া নিয়ত পরমেশ্বরের অনুগত হও মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সমবেত উপাসনা সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে উদ্‌যাপনীয় একটী অনুষ্ঠান এবং ইহার প্রধান উপচার নিজ নিজ কণ্ঠ-মাধুর্য্য। কণ্ঠ-কার্কশ্য নহে, কণ্ঠের অস্বাভাবিকতা নহে, কণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্য্যটুকুই ইহার সফলতার প্রধান সহায়ক। এমতাবস্থায় সকলের কণ্ঠের সহিত সকলের কণ্ঠের মিল রাখিবার চেষ্টা করা একান্ত ভাবেই কর্ত্তব্য। যদিও "উপাসনা-পরিচালক" বলিয়া একটী পদের উল্লেখ আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ সুর জানা ও শুদ্ধ লয়ে অভ্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে পরিচালক হইলেও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ভুল সুরে, ভুল লয়ে, ভুল পদ উচ্চারণ করার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই।

পুপুন্‌কীতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি ছিলাম আমার তাৎকালিক অফিস-রুমে স্তূপীকৃত পত্রের মাঝখানে, আশ্রমের একটী বয়স্ক ব্রহ্মচারী অদূরবর্ত্তী উপাসনা-গৃহে সমবেত উপাসনা পরিচালন করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মাথায় কবিত্ব প্রবেশ করিল এবং মাতা সরস্বতী তাহার জিহ্বায় আসিয়া ভর করিলেন। কত কত

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অবোধ্য, দুর্ব্বোধ্য, অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, ছন্দোহীন মন্ত্র যে সে সৃষ্টি করিতে লাগিল, বলিবার নহে। আমি উপাসনায় যোগ দিবার জন্য খুব ত্রস্ত-ভাবে কাগজপত্র গুছাইতেছিলাম, কিন্তু নূতন নূতন মন্ত্র-তন্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়া আর উপাসনায় গেলাম না। উপাসনার শেষ দিকে আসিয়া মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, উপাসনায় অভিজ্ঞ তৎকালীন আশ্রমাধ্যক্ষ এক দায়িত্বশীল ব্রহ্মচারী পশ্চাৎ সারিতে বসিয়া ঐ সকল অর্থহীন মাথামুণ্ডু-বর্জ্জিত তথাকথিত নূতন মন্ত্রাবলি দোহারের মতন গাহিয়া যাইতেছে। উপাসনা শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি ত' বাবা অভিজ্ঞ লোক, তুমি অনভিজ্ঞ এই দাম্ভিক কবির সহিত দোহারী করিলে কেন বল ত'!" সে জবাব দিল,—"আপনি বলিয়াছেন, উপাসনা-পরিচালকের সহিত সকলে নিজ নিজ কণ্ঠের মিল রাখিয়া উপাসনা করিবে।" আমি বলিলাম,—"চমৎকার! উপাসনা-পরিচালক যতক্ষণ প্রচলিত সুর, তাল, লয়, পদ প্রভৃতির বিকৃতি না করিয়া কাজ করিবেন, ততক্ষণ তিনি অনুসরণীয়। অন্যথায় নহে।"

যে-কেহ আগে গিয়া বসিলেই উপাসনার পরিচালক হয় না। যে শুদ্ধ সুর জানে, শুদ্ধ লয় জানে, শুদ্ধ পদ মনে রাখিতে পারে, যাহার উচ্চারণ শুদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহার চরিত্রে আছে বিনয় ও ভব্যতা, উপাসনা পরিচালনের দায়িত্ব সেই নিতে পারে, অন্যে পারে না।

সম্প্রতি আসামের কেহ কেহ পুপুন্‌কীর শ্রমদানে

আসিয়াছিল। তাহারা পরে বারাণসী আশ্রমও ঘুরিয়া গিয়াছে। অভিযোগ আসিয়াছে তাহারা নাকি স্বস্থানে গিয়া এই দাবী করিতেছে যে, তাহারা এবার পুপুন্‌কীতে ও বারাণসীতে সমবেত উপাসনার বিশুদ্ধ সুর শিখিয়া আসিয়াছে এবং এই দাবীতে তাহারা নিজ সহরের উপাসকদের মধ্যে যথেষ্ট নূতন এক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলি অত্যধিক অহমিকার অবাঞ্ছিত কুফল ছাড়া আর কিছুই নহে।

যদি কোথাও উপাসনা-পরিচালক ভুল-বশতঃ নিজের অজানিতেই উপাসনার সুর বা পদের গোলমাল করিয়া বসে, তবে তখন অন্যান্য উপাসকদের সেই ভুলটুকু সংশোধন করিয়াই কাজ করিয়া যাওয়া উচিত এবং পরিচালকের পক্ষে সাময়িক কণ্ঠ-বিরতি দেওয়া সঙ্গত। এমন যদি কোথাও হয় যে উপাসকগণ পরিচালকের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া হঠাৎ ভুল সুর বা পদ গাহিয়া যাইতে থাকিল, তাহা হইলে তখন পরিচালক ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং কিছুকাল নিঃশব্দ থাকিবেন। বহু কণ্ঠের ব্যাপারে এইরূপ গরমিল কখনো কখনো হইলে হইতে পারে। তাহাকে ক্রোধের দৃষ্টিতে না দেখিয়া ক্ষমার দৃষ্টিতে, স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। উপাসনা শেষ হইয়া যাইবার পরে সুর ও পদ লইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ শুরু করারও কোন যৌক্তিকতা নাই।

সমবেত উপাসনার সুর-লয়-সহ স্বরলিপি মুদ্রিতই আছে। স্বরপারদর্শী ব্যক্তির সহায়তায় তাহার মর্ম্মোদ্ধার করা কঠিন

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

নহে। গামোফোনের রেকর্ড করার সময়ে দুই এক স্থানে ঐ স্বরলিপি আমরা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছি। পরবর্ত্তী স্বরলিপি মুদ্রণের কালে ঐ পরিবর্ত্তনটুকু দিয়াই পুস্তক মুদ্রণের চেষ্টা হইবে। কিন্তু রেকর্ডে ও স্বরলিপিতে যে সামান্য একটু গরমিল মানিয়া নিতে হইয়াছে, তাহা সুরসুষমার দিক তাকাইয়া করিলেও তাহা মারাত্মক কিছু প্রভেদ নহে। সুতরাং নূতন স্বরলিপি-বহি প্রকাশিত না হইলেও পুরাতন স্বরলিপির উপরে অনায়াসেই নির্ভর করা চলে।

সমবেত উপাসনাগুলিকে সুবিনীত মনগুলির মিলন-মঞ্চ করিয়া গড়িয়া তোল। উদ্ধত অহমিকা নিয়া এখানে যাহারা আসিবে, তাহারা অকারণে বিরোধই সৃষ্টি করিবে। পৃথিবীর সকল মহাপুরুষেরা জীবে জীবে প্রেমবন্ধন সৃষ্টি করিবার জন্যই তনু, মন, ধন ও আয়ু, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও সাধ্য সবকিছু উৎসর্গ করিয়াছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

বারাণসী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সহরটা পর্ব্বতের এক দুর্গম অঞ্চলে পড়ে বলিয়া

বহুবার আমার যাওয়া হয় নাই কিন্তু দুইবার গিয়াছিলাম। একবার ছিলাম নবনির্ম্মীয়মাণ এক অসমাপ্ত হাসপাতালের বিরাট হলঘরে, আর একবার ছিলাম ক্ষুদ্র একটী গৃহস্থ-কুটীরে। দুইবারই লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, অনেক সংবেদনশীল মানুষের বাস আছে ঐ অঞ্চলে কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। দুই একজন সময় থাকিতে স্বদেশ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ঐ অঞ্চলে পড়াতে অল্প ব্যয়ে অধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়াছে বটে কিন্তু বিপুল ব্যায় ও শ্রম স্বীকার করিয়া দুইবেলা নিশ্চিন্তে আহার করিবার মত দুই মুঠা অন্নের ব্যবস্থা করিতে মাত্র পারিয়াছে, ইহার অধিক ঐশ্বর্য্য তাহাদের কিছুই নাই। এই চিরদারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলির ভিতরে আমার বারংবার ছুটিয়া যাইবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে কিন্তু এত কাজ একা করিতে হয় যে, কিছুতেই সময়, সুযোগ বা অবসর করিতে পারি নাই। এবারও শরীর আর একটু সবল হইলে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলে দুই দশ দিনের জন্য হয়ত যাইব, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে যাওয়ার সাধ্য হইবে না। অতএব পাহাড়ের প্রিয়জনদের ঐ সময়ে কষ্ট করিয়া সমতলেই হয়ত আসিতে হইবে।

তোমরা ওখানে যখন যে-কেহই একটু না একটু কাজে লাগিতেছ, লক্ষ্য করিতেছি যে, তাহারা অধিকাংশেই প্রবহমান জনতা, স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা নহ। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রকৃত-কর্ম্মেচ্ছু ভ্রাতা ও

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

ভগিনীদের পাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কোনও ভাবসম্পদকে তোমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে পারিবে না। শিক্ষক, পোষ্টমাষ্টার, জেল-দারোগা, সরকারী অফিসের কেরাণী প্রভৃতিরা কতকদিন পরে পরেই বদলী হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তাহারা নূতন নূতন স্থানে গিয়া নূতন নূতন জনসমষ্টিকে নবভাবে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা যে করিলে করিতে পারে, কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যাপকতা সৃষ্টির দিক দিয়া এই অসামান্য সুযোগটীর দ্বার তাহাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত হয়, কিন্তু যে স্থানটী দুদিনের কর্ম্ম-মুখরতায় চঞ্চল করিয়া হঠাৎ তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল, সেই পুরাতন স্থানটী হঠাৎ বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়ে।

তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীর অবস্থাও বোধ হয় তাই। কিন্তু নূতন কর্ম্মোদ্যম নিয়া নূতন কর্ম্মীরা যখন কাজ সুরু করিয়াছ, তখন তোমরা যে যতটুকু কাজ কর, এই লক্ষ্য লইয়াই করিও যে, তোমাদের শ্রমের ফলটুকুকে এখানে স্থায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

যে কয়জন সমমতী সমপথী আছে, তাহারা দ্রুত মিলিত হইয়া একটী পরামর্শ-সভায় আলোচনা কর যে, এই মুষ্টিমেয় কয়টী লোকেরই স্বল্প স্বল্প সহযোগের মধ্য দিয়া কি করিয়া একটা স্থায়ী ঐক্য-বন্ধন রচিত হইতে পারে। টাকাকড়ি খরচ করিয়া কষ্টকর যে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়, তাহার সম্পর্কে সকলের মনের বিভীষিকা দূর করিয়া দিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে।

অর্থদান সম্পর্কে কাহারও উপরে কোনও জুলুম তোমরা করিবে না। কেহ আর্থিক প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা না করিলে বা না করিতে পারিলে, তাহাকে তাহার জন্য নিন্দনীয় জ্ঞান করিবে না। পাঠে, উপাসনায়, কীর্ত্তনে, প্রচারে, সংগঠনে সহায়তা করিতে অর্থের চেয়ে বেশী কাজে আসে ব্যক্তিগত উপস্থিতি। এই জিনিষটীর ভিতর দিয়া প্রতিজনের অকপট সেবাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইতে বা তাহাদিগকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে চেষ্টা কর। সংখ্যায় তোমরা খুবই কম, ইহা আমি জানি কিন্তু এই কয়টা লোক মিলিত হইলেও যে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে, ইহাও আমি জানি। তোমাদের সম্পর্কে আমি যাহা নিশ্চিত-রূপে জানি, তাহাকেই রূপদানের জন্য তোমাদের প্রতি আমার নির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

বারাণসী
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের যোগসূত্র এতই বিচ্ছিন্ন যে, একদা যে আর্য্য-ঋষির সন্তান ও শিষ্যেরা ব্রহ্মচর্য্য-

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আশ্রমকে জীবনের ভিত্তিমূলে স্থাপন করিয়াছিল, সেই কথা আজ প্রায় বিস্মৃত। কিন্তু দ্বিজাতির ভিতরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে পরিচয়প্রদানকারীদের ভিতরে প্রথা হিসাবেও যজ্ঞসূত্র-ধারণটী প্রচলিত থাকিয়া দৈবাৎ এবং হঠাৎ মাঝে মাঝে ইহাদের প্রাচীন তপস্যার মূল-দেশের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে। ইহা লাভের ব্যাপার। এজন্যই কাহাকেও উপবীত পরিত্যাগ করিতে আমি উৎসাহ দেই না। কিন্তু উপবীত-ধারণ ব্যাপারটা একটা গোষ্ঠীগত আচরণ, যাহা এক গোষ্ঠীর মাত্র এক জনেই অনুসরণ করিবে না, করিতে হইবে ঐ গোষ্ঠীর প্রত্যেককে। এই কারণেই, যে সকল পরিবারে উপবীত-ধারণের প্রথা নাই বা ছিল না, সেই সকল পরিবার হইতে সহসা একজন আসিয়া উপবীত-ধারণ করিলে খুব একটা লাভ কিছু হইয়া য়াইবে বলিয়া মনে করিতে পারি না। গোষ্ঠীর সকলে অনুপবীতী রহিল আর একটী মাত্র ব্যক্তি উপবীতী হইল, ইহা দ্বারা কাহার কি লাভ হইল, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু ভাব-বিলাস অনেককে এইরূপ করিতেও প্ররোচনা দেয়। আমি ইহাদিগকে উৎসাহ দিতে পারি না। আত্মীয়-পরিজন সবাইকে লইয়া যখন কোনও গোষ্ঠীর সকলে উপবীত-ধারণের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন আশা করা যাইতে পারে যে, সমষ্টীভূত এই পরিবারগুলির অন্তরের দিগন্তে নূতন এক সূর্য্যের উদয় হইতেছে, অতএব সেই সূর্য্যের কিরণে ইহারা সকলেই নিজ

নিজ পথ অভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া এমন ভাবে চলিবে, যাহার সমষ্টীভূত সুফল জগতের কুশলে গিয়া বর্ত্তাইবে। কিন্তু উপবীতের প্রথা যেখানে আদৌ নাই, সেই গোষ্ঠী বা পরিবার হইতে একজন আসিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে তাহা দ্বারা তাহার পরিবেশকে অনুকূল করিয়া দেওয়ার এমন কোনও ব্যবস্থা হইয়া যায় না, যাহাতে জীবনের সাত্ত্বিকতার বিকাশে তাহার বিশেষ কোনও সহায়তা হইবে। মাঝখান হইতে যজ্ঞসূত্রের মহিমা অসম্মানিত হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু সম্পর্কে আমরা এমন কিম্বদন্তী শুনিয়াছি যে, পৈতায় তাঁহাকে কামড়াইত। সেই দংশন-জ্বালা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। আবার লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সম্পর্কে আমরা এমন কিম্বদন্তীও শুনিয়াছি যে তিনি নিজ হাতে অব্রাহ্মণের ছেলের স্কন্ধে উপবীত পরাইয়া দিলেন। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তিনি উপবীত দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি আমার তরুণ বয়সে ঢাকাতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং তাঁহার উপবীতও দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং এই কিম্বদন্তীকে অলীক বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তখনই আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, একটা বিরাট গোষ্ঠীর একটী মাত্র ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া উপবীত পরাইয়া দিবার ফলে এই বিরাট বংশটীর সর্ব্বাঙ্গীণ ঋদ্ধি কি হইল বা কোথা দিয়া হইল?

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আজও সেই প্রশ্নটী আমার মনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বহুশাস্ত্রদর্শী অ্যাটর্ণি হীরেন্দ্র নাথ দত্তকে হিন্দুমহাসভার এক বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ অধিবেশনে "ব্রাহ্মণ" এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তখন যদি কোনও যোগ্য ব্যক্তি তাঁহাকে উপবীতও দিয়া দিতেন, তবে, জনসাধারণের মনে কোনও ক্ষোভ জাগিত না বা তাহাদের পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি উঠিত না,—তৎকালীন জনমানস এমনই ভাবে পরিষিক্ত ছিল। কিন্তু এই একজন যে ব্রাহ্মণ হইলেন, তাহাতে কলিকাতার ঐ বিখ্যাত দত্ত-বংশের অন্য শত শত ব্যক্তির কি কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? ইহাও একটী সঙ্গত প্রশ্ন হইতে পারে।

প্রাণভয়ে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও ভারতবর্ষে এক সময়ে কিছু লোক নিজেদের বংশীয় মর্য্যাদার এবং অতীত আদর্শের পরিচায়ক হিসাবে উপবীতটীকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হইবার পরেও, অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য হইবার পরেও তাহারা উপবীতটীকে স্কন্ধ হইতে আপদ বলিয়া নামাইয়া দেয় নাই। তাহারা গোঁড়ামি করিয়া এই অনাবশ্যক অঙ্গভূষাটাকে বজায় রাখিয়াছিল বলিয়াই মধ্যযুগের দুর্দ্দিন পার হইয়া যাইবার পরে তাহাদের বংশধরেরা নূতন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র পড়িল, লুপ্ত সত্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

করিল। ভারতে বারংবার তাহাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং স্কন্ধের উপরে কাহারও কাহারও উপবীত ছিল বলিয়াই একদা তাহাদের বংশধরেরা নূতন করিয়া পুরাতন সত্যকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া নূতন ভারতকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি করিয়াছে।

উপবীত বাহিরের ইউনিফর্‌ম্ মাত্র কিন্তু ভিতরের সারসত্য গায়ত্রী। সেই গায়ত্রী আমরা অকাতরে আগ্রহী পাত্র মাত্রকেই নির্ভয়ে বিতরণ করিয়া যাইতেছি। এই কার্য্যটীর জন্য শাস্ত্রাজীব ব্রাহ্মণেরা, সনাতনী পণ্ডিতেরা, প্রাচীন রীতিনীতির সমর্থক সাধক-পুরুষেরা প্রায় অভিমন্যুবধের মতন উদ্দেশ্য লইয়া চারিদিক দিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ না রাখিয়া আমি আমার কাজ অকুতোভয়ে করিয়া যাইতেছি। এমন সময়ে যে-কেহ আসুক, তাহারই স্কন্ধে আমি একটা উপবীত ঝুলাইয়া দিতে পারিতেছি না বলিয়া কি শেষে তোমরা আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিবে যে আমি অসমদর্শী? ইহা বিচিত্র।

যাহারা উপনয়ন হওয়াকে একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করে, তাহারা যদি অন্যত্র উপনীত হইবার সুযোগ না পায়, যাহারা উপবীতী না হইলে নিজেদিগকে ব্রাত্য বলিয়া হেয় জ্ঞান করে, তাহারা যদি পুরোহিতের বিপুল দাবী মিটাইতে না পারিয়া আমার সহায়তা চাহে, তাহা হইলে তাহাদের দুই

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

চারিজনকে যজ্ঞসূত্র দান করিয়া আমি অসমদর্শী হইয়া যাইব? সদ্‌গুরু দীক্ষাদানকালে শিষ্যকে নিজ স্বাধিকারবলে উপবীতী করিয়া দিতে পারেন এবং উপবীতী না হইলে যাহার ভিতরে অপূর্ণতার গ্লানি থাকিয়াই যাইবে, তাহাকে তাহা দিয়াও থাকেন। ইহার মধ্যে সমদর্শিতা বা অসমদর্শিতার তর্ক তোলা অপ্রাসঙ্গিক।

কেহ কেহ এমন কথাও তুলিয়াছে যে, ভারতীয় সমাজের ভিতরে নানা জাতিতে যে অসমতা রহিয়াছে, তাহা বিদূরণের জন্য আমার কণ্ঠেই ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন যে, প্রত্যেককে নিজ জাতি ও নিজ বর্ণের বাহিরে বিবাহ করিতে হইবে। বলাই বাহুল্য যে, আমি একটা কথা বলিয়া বসিলেই কেহ সেই কথাটী পালন করিবে না, মানুষ কথা শুনিবে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে এবং কাজটীর সার্থকতার দিকে তাকাইয়া। আমি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি,—জাতিভেদ মানুষেই গড়িয়াছে, মানুষেই ভাঙ্গিবে, অমানুষে পারিবে না। কথাটা বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথার প্রতিধ্বনিও হইতে পারে। কতবার নানা জাতি মিলিত হইয়া একটা নূতন জাতি গড়িবার খণ্ড চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহারা আলাদা আর একটা জাতেরই বড়জোর জন্ম দিল ইহা নহে, বরং চিরকাল-প্রচলিত চারি বর্ণকে একবর্ণ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অসংখ্য প্রকারের শোণিত-মিশ্রণে অসংখ্য নূতন নূতন মানুষের জন্ম হইল,

বংশাবলিতে কাহারওই বিশুদ্ধ রক্তের গৌরব রহিল না কিন্তু হঠাৎ কি একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনার পরে সমস্ত অতীত মুছিয়া গিয়া আবার চারটী ভিন্ন বর্ণে পরিচয় দিয়া নানা গোষ্ঠীর লোকেরা একটা সমাজের কাঠামোর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই চারিজনের যজ্ঞোপবীতের মহিমায় আর অসংখ্য জনের বাধ্যকর দুর্ব্বোধ্য গায়ত্রী পাঠের অরুচিপ্রদ অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই ভাবে বারংবার সমাজে আবর্ত্তন আসিয়াছে, ইহা শকেরা, হূনেরা, পারদেরা, পহ্লবেরা, যবনেরা ও মুসলমনেরা এই ভারতে বারংবার দেখিয়াছে। আমরাও আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখি না! জাতিভেদ আমরাই ভাঙ্গিয়া সব জাতিকে এক মানব-জাতিতে পরিণত করিব, এই জিদ না করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই জিদ্‌ করা যে ব্রহ্মগায়ত্রীর পাবন-মন্ত্রে জগতের প্রত্যেকের আমরা শূদ্রত্ব বিদূরণ করিব। সাধন করিয়া প্রত্যেকে ইহারা ব্রাহ্মণ হইয়া ইহারাই জগৎ হইতে সকল বৈষম্য দূর করুক। আমরা এখন বিবাহাদি দ্বারা জাতিভেদ ভাঙ্গিতে গেলে সকলকে ব্রহ্মগায়ত্রীর অমৃত-রস বিতরণ করিবার অবসর কখন পাইব? জাতিভেদ আপনা আপনি ভাঙ্গিতে থাকিলে অবশ্য আমাদের করণীয় কিছু থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৪৪)

হরিওঁ বারাণসী

১লা চৈত্র, সোমবার, ১৩৭৭

(৫-৩-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কুচবিহার ও মালদহের পত্রে জানিয়াছি যে, আগামী ৭ই চৈত্র গঙ্গারামপুরে উত্তরবঙ্গ-অখণ্ড-প্রতিনিধি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইবে। তোমাদের এই সম্মেলন সফল হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

মনে করা হইয়াছিল যে, ইসলামপুরে তোমাদের গুরুভাই দুই একজন মাত্র ছিলেন। কিন্তু একটী মাত্র আগ্রহী কর্ম্মী চারিদিক খুঁজিতে খুঁজিতে তোমাদের আরও অনেক গুরুভাই-বোনকে আবিষ্কার করিয়াছেন। সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি হইতে তোমাদের সম্মেলনের সমবেত প্রতিনিধিগণের এই ধারণা ও সঙ্কল্পটী নেওয়া উচিত যে, প্রত্যেকেরই বাসস্থানের আশে পাশে নানা স্থানে তোমাদের সকলের পক্ষে অজানিত-ভাবে কত কত গুরুভাই-গুরুভগিনী রহিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে খোঁজার মতন খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

বাহির করিবে কি জন্য? টাকাকড়ি আদায়ের জন্য কি? না, নিশ্চয়ই না। টাকাকড়ি আদায় করাটা কদাচ তোমাদের

কোনও মুখ্য কাজ নহে। খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এই জন্য যে, তোমরা মানুষে মানুষে বৈষম্যবোধ কমাইবার জন্য, অর্থহীন গোঁড়ামি ভাঙ্গিবার জন্য, সকলের সহিত সকলের মৈত্রী ও প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যে প্রয়াস অতীব ক্ষীণ ভাবে আরম্ভ করিয়াছ, সেই প্রয়াসকে প্রবল, প্রবলতর ও প্রবলতম করা আবশ্যক। স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলকে লইয়া পরমপাবনী ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ নামে ভগবানকে ডাকিবার যে সমবেত প্রয়াস, ইহাকে যদি সফল ও সর্ব্বজনীন করিতে পার, তাহা হইলে ইহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমগ্র দেশ ও সমাজের মধ্যে আপনা আপনি এমন সকল অভিনব সংস্কার সৃষ্ট হইবে, যাহা নিজের দাবীতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, যাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা করিয়া কোনও আন্দোলন চালাইয়া শক্তির অপব্যয় ও অপচয় করিতে হইবে না। আমি এই একটী কথাতে দ্বিধাহীন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছি বলিয়াই তথাকথিত কোনও সমাজ-সংস্কার-মূলক আন্দোলনে আগ বাড়িয়া যাই নাই। প্রত্যেকটী মানুষের প্রাণ পরমেশ্বরে পরিনিষ্ঠিত হউক, সমাজের গতি শ্রীভগবান্ নিজের হাতেই নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। জগদীশ্বরের হাতে সমস্ত ভার অর্পিত রহিয়াছে বলিয়াই সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী গোঁড়া সনাতনী পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিরুদ্ধতার প্রতি আমার কণামাত্র বিদ্বেষ-দৃষ্টি

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

নাই। রাত্রিচর ব্যক্তিমাত্রকেই পুলিশ চোর বলিয়া মনে মনে সন্দেহ করে, ইহা পুলিশের দোষ নহে, ইহা পুলিশের গুণ। সনাতন-পন্থী পণ্ডিতবর্গ স্ব-সমাজকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহার বিনাশসম্ভাবনার কথা ভাবিবা-মাত্র চঞ্চল হইয়া ওঠেন। ইহা তাঁহাদের দোষ নহে, ইহা তাঁহাদের গুণ। এই গুণকে প্রশংসা করিতে হইবে। গাছের শিকড়ের স্বভাব মাটিকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা, গাছের ডালপালা যতই অধিক আকাশের দিকে উঠিতে থাকে, শিকড় তত বেশী করিয়া মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ইহা শিকড়ের দোষ নহে, গুণ। শিকড় যদি গভীর-প্রবিষ্ট না হয়, তবে ঝড়ে গাছ অতি সহজে উপাড়িয়া নিতে পারে। শিকড় গাছকে উৎখাত হইতে দিবে না বলিয়াই তাহার এত জিদ। এই জিদ্‌কে আমি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। এই জন্যই সনাতন মতের ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, শাস্ত্রাজীব ও সমালোচকদিগকে আমি বিদ্বেষ করি না, ভালবাসি। তাঁহারা ছিলেন বলিয়াই আমরা শক হইয়া যাই নাই, হূন হইয়া যাই নাই, পারদ-পহ্লব-যবন হইয়া যাই নাই, এমনকি কয়েক শত বৎসর মুসলমান-রাজত্বে দীন দুঃখী প্রজা রূপে থাকিয়াও মুসলমান হইয়া যাই নাই এবং সর্ব্বোপরি দুইশ বৎসর খ্রীষ্টান রাজার শাসনে থাকিয়াও খ্রীষ্টান হইতে পারি নাই। গাছের শিকড় মাটির অতীব নিগূঢ় আভ্যন্তর প্রদেশে এমন ভাবে প্রবেশ করিয়া ছিল এবং

আছে যে, এতগুলি অপসম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা বলিতে পারিতেছি,—"অয়মহং ভোঃ।"

তবে, একথা স্বীকার্য্য যে, এই সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি শুধু হিন্দুসমাজটীর গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ, আমাদের দৃষ্টি বিশ্বের সমগ্র মানব-সমাজকে নিয়া। হিন্দু নামে পরিচয় দেউক বা না দেউক, বিশ্বের সমস্ত মানবকে এক-ঠাঁই করিবার উপায় আছে। আমরা সেই উপায়টীকে পাইয়াছি এবং ধরিয়াছি। আরও শক্ত করিয়া উহা আমাদের ধারণ করিতে হইবে। আমরা যদি তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত সমান বিক্রমে একাজটী করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে শুধু যে নূতন একটী মানবজাতির জন্মদান করিতে পারিব, তাহাই নহে, পুরাতন ও নূতনের মধ্যে সমস্ত প্রভেদ দূর করিয়া দিয়া সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মানবকে একটী মাত্র মহতী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে পারিব।

সেই শুভ দিনের প্রত্যাশায় তোমাদের বর্ত্তমান প্রস্তুতি। এই কথাটী প্রত্যেকে মনে রাখিও। প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে যে যতটুকু পার, ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রতের অনুশীলন করিও। প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিচিত বান্ধববর্গের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের শুচিতা, শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইও। প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্যের পরমাশ্রয় পরমমঙ্গলময় ভগবন্নামের একান্ত শরণাগত হইও। আমার সন্তান মাত্রেই সাধক হউক। সংসারের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সহস্র কর্ম্মের মাঝেই তাহাকে একাগ্র, উদগ্র, উৎসাহোষ্ণ সাধন চালাইয়া যাইতে হইবে। সাধকত্বই আমার সন্তানের প্রকৃত লক্ষণ, শুধু দীক্ষা নিলেই কেহ আমার সন্তান হয় না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ বারাণসী
১লা চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে, তোমাদের চরিত্রের নানা অংশে বাহিরের মানুষ যদি সত্য সত্যই প্রশংসাযোগ্য কতকগুলি গুণ দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিনা প্রচারে বা বিনা বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার বাহিরের মানুষ তোমাদের সমীপস্থ হইবে এবং তোমরা যে-পরমধনে ধনী হইয়া ভয় ভুলিয়াছ, ভাবনা ভুলিয়াছ, সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইবে।

তোমার মনের এই শুদ্ধ চিন্তাটীকে তুমি তোমার চারিদিকে ছড়াইয়া দাও এবং তোমার সকল ভ্রাতা ও ভগিনীকে এই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত কর। একাকী একজন আদর্শ হইলে চলিবে না, তোমাদের প্রত্যেককে এক একটী জীবন্ত আদর্শ হইতে হইবে। উচ্চাদর্শের আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ।

প্রতি মঙ্গলবার আহার্য্য-সংযম করিয়া যে ব্যয়-সঙ্কোচ হয়, জমাইবার অভ্যাস থাকিলে সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৎসরান্তে সৎকার্য্যে দান করিবার জন্য একটা বিরাট অঙ্কে পরিণত হইতে পারে, তোমার এই সিদ্ধান্তের সহিতও আমি একমত।

পান, বিড়ি, চা, চুরুট আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের দাসত্ব পরিহার করিতে পারিলে এই বাবদও যে স্বল্প সঞ্চয়ের মুখে অনেক সদ্ব্যয় করিবার অবকাশ ঘটে, তোমাদের পাহাড়ী ভ্রাতারা কয়েকজনেই তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপকতা অতীব ভয়ঙ্কর এবং পানের পরিমাণ ভয়াবহ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকে সুরাপান ত্যাগ করিবার ফলে দুই চারি বৎসরের মধ্যেই সংসারের অবস্থার উন্নতি করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে ইতিহাস একস্থানে সত্য হইতে পারে, সেই ইতিহাস অন্যত্রও সত্য কেন হইবে না বা হইতে পারিবে না বল ত'।

এখন তোমার শেষ প্রশ্নটিতে আসি। যেখানে সমবেত উপাসনা ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ করা সম্ভব, সেখানে ইচ্ছা করিয়া দেরী করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবার স্বপক্ষে কোনও সদ্যুক্তি নাই। কোথাও কোথাও বিশেষ বিশেষ সমবেত উপাসনা জরুরী কারণে অত্যন্ত দেরীতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল বলিয়া এই নজীরটাকে শাস্ত্র-প্রমাণের মতন ব্যবহার করিবার আগ্রহ ভাল নহে। সময় মতন সব আয়োজন সমাপ্ত

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করাই উচিত, সময় মতন সকলের আসিয়া পৌঁছাই উচিত, সময় মতন সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইয়া যাওয়াই উচিত। ঠেকিলে বাঘে ধান খায়, কিন্তু রোজ রোজ ঠেকিলে চলিবে কেন, রোজ রোজ বাঘে ধান খাইবে কেন?

সমবেত উপাসনার মতন এমন পবিত্র অনুষ্ঠান লইয়া নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় নহে। নিয়ম নিয়মই। সকলের কর্ত্তব্য হইতেছে নিয়মকে অনুসরণ করা। কদাচিৎ কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছিল বলিয়া ভবিষ্যতের অনুষ্ঠানগুলির জন্য নিয়ম শিথিল হইয়া গেল, ইহা কোনও কাজের কথা নহে।

ঝগড়া-কলহের আবহাওয়াকে দূর করিবার উপায় ক্ষমা, উপেক্ষা, ঔদাসীন্য এবং প্রত্যেকটী মানুষের প্রতি তোমাদের অকৃত্রিম প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ বারাণসী
১লা চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তোমার পুত্রের উপনয়ন হইবে শুনিয়া সুখী হইলাম।

উপনয়নকে আমি একটা অতীব শুভ সংস্কার বলিয়া মনে করি। যাহাদের বংশে উপনয়নের চিরাচরিত প্রথা রহিয়া গিয়াছে, তাহারা কেন উপবীতী হইবে না? যাহাদের মনে আপত্তি, তাহাদের যুক্তি এই যে, যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে দোলাইয়া একদল লোক নিজেদিগকে অন্য সকল লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবে, ইহা হইতে দিব না। কিন্তু উপনয়ন ত' অন্যকে হেয় জ্ঞান করিবার জন্য নহে, পরন্তু ইহা অতীতের পূর্ব্বপুরুষগণের অভ্যস্ত সাধনার সঙ্গে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎকে সংযুক্ত করিয়া রাখিবার একটী হিতপ্রদ কৌশল।

কি করিয়া উপবীত ধারণের প্রথার সৃষ্টি হইল, আমরা জানি না। কিন্তু এই প্রথাটী অতীতকে ভুলিয়া না যাইতে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। এজন্য আমি উপবীতকে শ্রদ্ধা করি। বালি দ্বীপে গেলে দেখিতে পাইবে, গায়ত্রী শব্দটা ওখানকার অধিবাসীদের মনে আছে কিন্তু গায়ত্রী যে কি বস্তু, তাহা কেহ জানে না। সেখানে ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের যজ্ঞসূত্র নাই। যজ্ঞসূত্র ধারণের বালাই না থাকাতেই, এখনো যাহারা অর্থ বুঝিয়া বা না বুঝিয়া হাজার-খানিক সংস্কৃত শব্দ দৈনন্দিন প্রয়োজনে উচ্চারণ করে, তাহারাও গায়ত্রী হারাইয়াছে। একদল লোক একদা কষ্ট করিয়া যজ্ঞসূত্রটী স্কন্ধে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা কত জাতিকে, কত বর্ণকে ব্রহ্মগায়ত্রী শুনাইয়া দীক্ষা দিতে ও উদ্ধার করিতে পারিতেছি। অবশ্য,

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

একটা কথা উঠিতে পারে যে, জাতি-বর্ণের বিচার না করিয়া আমরা যাহাদিগকে ব্রহ্মগায়ত্রীর পাবন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছি, তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে কিনা। এই বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ যখন ইহার অনুকূলে ব্যাপক জনমত সৃষ্ট হইবে, তখন ইহা হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ বারাণসী

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৭

(১৭-৩-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুই বৎসর হইল তুমি দীক্ষা নিয়াছ এবং তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমার চিরাভ্যস্ত সুরাপানে আর আসক্ত হও নাই শুনিয়া আমি কত যে আনন্দিত হইয়াছি, কি বলিব! পানাভ্যাস বড় সাংঘাতিক এক দাসত্ব, যাহার নিগড় হইতে সহজে কেহ নিজেকে উদ্ধার করিতে পারে না। কিন্তু তোমার অবহেলে মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগের খবরে আমি বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। আমার দীক্ষিত সন্তানদের

মধ্যে মদ্যপানের প্রবল আসক্তিকে জয় করিবার অনেক সুদৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে। ওঙ্কার-মহামন্ত্রের ইহা এক সুমহৎ মহিমা। পানদোষ একবার যাহাকে ধরে, তাহাকে আর ছাড়িতে চাহে না এবং এই একটী দোষকে উপলক্ষ্য করিয়া আসক্ত জীব আরও অন্যান্য বহুবিধ গর্হিত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

পরনারীতে বা দুঃশীলা নারীতে আসক্তিও সেই পর্য্যায়ে পড়ে। পরম মঙ্গলময়ের কৃপায় তোমার দীক্ষিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকে এই নিদারুণ লালসা হইতেও নিজেদিগকে অনায়াসে উদ্ধার করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা নামেরই মহিমা তোমরা প্রত্যেকে নামের সেবায় একাগ্র হইও। নামের সেবায় কদাচ শিথিলপ্রযত্ন হইও না।

জগতে নেশামাত্রই ক্ষতিকর,—একমাত্র নামের নেশা ছাড়া। মদের নেশা, গাঁজার নেশা, ভাঙের নেশা, চরশের নেশা, জুয়ার নেশা, পরদারের নেশা সব নেশাই মানুষের যত্ন সহকারে বর্জ্জন করা উচিত। অনেকে আজকাল ধর্ম্মের নেশার উপরে খড়্গহস্ত কিন্তু উপরে বর্ণিত অন্যান্য নেশা জগৎ হইতে কমাইবার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নহেন। ইহা তাঁহাদের এক মারাত্মক ভুল। ঐ সকল নেশা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে এমন ভাবে দুর্ব্বল ও কলঙ্কিত করে যে, জগজ্জনের প্রতি সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্ত্তব্য নিরপেক্ষ-ভাবে পালন করিতে তাহারা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

পারে না। এই জন্যই ঐ সকল নেশার বিরুদ্ধেও সকলেরই খড়্গহস্ত হওয়া আবশ্যক। পরনারীলুব্ধতা মানুষকে দিয়া যত পাপ করাইয়াছে, এত পাপ মানুষ অন্য কোনও নেশার বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ করে নাই। মদ্যপানের নেশা মানুষের মনুষ্যত্বকে যে ভাবে পঙ্গু করিয়াছে, মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিবেককে এত পঙ্গু কদাচ অন্য কিছুতে করিতে পারে নাই। গঞ্জিকা-সেবন মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে কল্পনার গগনে সঞ্চরণশীল করিয়া জীবনের অন্য শত কর্ত্তব্য ভুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। অহিফেনের নেশা অতীব কর্ম্মঠ দুর্দ্দান্ত জাতিকেও স্থবির ও জড়বৎ করিয়া দিয়া তাহাদের মানুষ্যত্বকে চিরকাল উপহাসই করিয়াছে। সুতরাং এই সকল নেশার বিরুদ্ধে দল-মত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের খড়্গহস্ত হওয়া প্রয়োজন।

ধর্ম্মাচরণ যখন কতকগুলি অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তখন যদি তাহাতেই মানুষের নেশা ধরিয়া যায়, তবে ইহার বিরুদ্ধেও সমাজের চিন্তাশীল মানুষের আপত্তি উত্থাপন অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আধুনিক কালের একজন খ্যাতিমান্ মানুষের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে হাজার হাজার লোক মিলিত হইয়া বিরাট উৎসব-সমারোহ করিলে যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন কালের কোনও মানুষের, যথা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা যীশুর আবির্ভাব বা রিরোভাব দিবসে হাজার হাজার লোক মিলিত হইয়া উৎসব-সমারোহ করিলে তাহাকেই বা কেন ধর্ম্মের আফিং বলিয়া বর্ণনা করা হইবে, ইহার যুক্তি

বুঝিতে পারা যায় না। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা যীশুর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রাণে ভক্তির বান ডাকিয়া থাকে। এই ভক্তি খারাপ জিনিষ নহে। যে-কাহারও নাম স্মরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে হয় পরমেশ্বরের নাম অথবা জগদ্বাসী সকলের প্রতি মৈত্রী-প্রীতি-ভাবনা স্মরণে আসে, জগতে তাঁহারা সকলেই সুধন্য পুরুষ রূপেই চিরকাল পূজিত হইবেন। ধর্ম্মের নেশা খারাপ জিনিষ বলিয়া কি মানুষের এই পূজনশীলতা বন্ধ করা যাইবে?

কিন্তু ধর্ম্মাচরণের উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ যখন তাহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং অধিকাংশ সময়ে বিশ্বজনীন কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিতে যাইবে, তখন নিশ্চয়ই একদল লোক অতীব সঙ্গত ভাবেই দাবী করিতে পারেন যে, ইহাদিগকে অতিধার্ম্মিক হইতে দিও না। ধর্ম্মের জন্য ভারতবর্ষ চিরকালই বিখ্যাত। জানা যুগগুলির কোনওটাতেই ভারতবাসীর ধর্ম্মাচরণে ঔদাস্য দেখা যায় নাই। কিন্তু বাহির হইতে বিদেশী আসিয়া দেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিলে ইহাদের ধর্ম্মচিন্তা প্রায়শই ইহাদের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক চিন্তাকে বল যোগাইতে চেষ্টা করে নাই। ফলে ধার্ম্মিকদের ধর্ম্মাচরণের অধিকার কতবার যে পদদলিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। ধর্ম্ম যদি আত্মরক্ষার পৌরুষ ও সাহস না দিল, তবে তাহাকে ধর্ম্ম বলিব কেন?

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কিন্তু মনে মনে যখন একটা পূর্ণ মানুষের চিত্র আঁকিতে যাই, তখন অন্য সহস্র সদ্‌গুণে তাহাকে মণ্ডিত করিবার পরেও তাহাকে ধর্ম্ম-ধনের দীপ্তি ছাড়া দেখিতে গেলে চক্ষু যেন প্রত্যাশা-ভঙ্গের ক্লেশটী পায়। পত্রহীন বৃক্ষ আছে কিন্তু তাহা শ্রীহীন। ধর্ম্মহীন পৌরুষ থাকিতে পারে কিন্তু তাহাও শ্রীহীন।

পরমেশ্বরের নাম ধর্ম্মকে ধরিয়া রাখার একটী অত্যাশ্চর্য্য আশ্রয়। মঠ, মন্দির, আশ্রমগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেল, তবু ভগবানের নাম নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া থাকিবেন এবং ঐ নামাশ্রয়ই মানুষকে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। নামাশ্রয় অতীব সহজ সরল স্বাভাবিক একটী ব্যাপার। ভগবানের নাম-নিরুক্তি কেহ কাহাকেও শিখাইয়া না দিলে লোকে ইহার খোঁজ পাইবে না, এমনও নহে। নিখিল বিশ্ব যেই নিয়মে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ভগবানের নাম ঠিক সেই নিয়মেই মানুষের নিকটে ধরা দিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ভগবানের নামকে মানুষেরা পাইয়াছিলেন বলিয়া নামে নামে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু বারংবার মহাবিশ্বের মহাপ্রলয়ে বিলয় ঘটিয়া যাইবার পরেও ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্তিক্য-বোধ এবং ভগবানের নাম-বাচক শব্দের সঙ্গে মানুষের আকস্মিক পরিচয়-স্থাপন ঠিক ঐতিহাসিক সত্যের মতন বারংবার ঘটিবেই ঘটিবে। সুতরাং পৃথিবীর নানা অঞ্চলে রণনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির দ্বারা প্রাবৃটের ঘনঘটা সূচিত হইলেও, বিশ্বাসী ব্যক্তির দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। তোমরা নিশ্চিন্ত-চিত্তে নামের সাধন করিয়া যাও। সংসারের সমস্ত কার্য্যের সুচারুতা-বিধানের জন্যই তোমাদের সর্ব্বক্ষণ নামে লাগিয়া থাকিতে হইবে। নাম তোমাদের কর্ত্তব্যের বাধক নহে, নাম তোমাদের কর্ত্তব্য-সিদ্ধির পরম সাধক বস্তু জানিও।

তুমি মদ ছাড়িয়াছ, ইহাতে খুশীর আমার অবধি নাই। কিন্তু একা তুমি ছাড়িলেই ত' চলিবে না। আরও কত জনকে মদ্যপানের কদভ্যাস হইতে রক্ষা করিতে পার, তাহার উপায় দেখ। পাহাড় অঞ্চলে অধিকাংশ উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি মদ্যপানে নিঃসার হইয়া যাইতেছে। ইহাদের শ্রমার্জ্জিত ধান্যের বারো আনা চলিয়া যায় মদ্য চোলাই করিতে। মদ ছাড়িয়া দিতে পারিলে দুই চারি বৎসরের মধ্যে এক একটা গোষ্ঠী দারিদ্র্যের চির-নিষ্পেষণ হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিত। নিজেদের শক্তিতে নিজেদের দারিদ্র্য দূর করিবার মত চেষ্টার চেয়ে মহিমোন্নত প্রয়াস আর কিছুই নাই। এই চেষ্টার মধ্যে আত্মমর্য্যাদাবোধের যে পরিচয় ও পরিপুষ্টি আছে, তাহার তুলনা নাই। তোমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়া সর্ব্বত্র মদ্যপানের প্রত্যক্ষ অপকারিতা সম্বন্ধে কি ভাবে ব্যাপক প্রচার সুরু করিতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ।

সহরে বন্দরে আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি, যাহারা অতীতে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কখনো সুরা স্পর্শও করিত না, তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া মদ খাইতেছে। সরকারী অফিসাররা আসিলে তাহাদিগকে ভোজ দিতে হয়, সেই সময়ে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা মদের পেয়ালায় ওষ্ঠস্পর্শ করায়। আমি শুনিয়াছি, যে ঠিকাদার অতীতে কখনো মদ্য স্পর্শ করিত না, সে আজ কুলীদের জন্য মদ্য আমদানী করে এবং নিজে দুই এক পেগ উদরস্থ করিয়া কুলীদের প্রসাদ বিলায়। চেষ্টা করিতে হইবে সর্ব্বস্তরে মদ্যপান হইতে সকলের মনকে টানিয়া আনিতে। আইন প্রণয়ন করিয়া ইহা করা সম্ভব হইবে কিনা অথবা দেশবাসীর নির্ব্বাচিত সদস্যরা আইন-সভাতে গিয়া এরূপ আইন প্রণয়ন করিতে আগ্রহী হইবেন কিনা, সেই বিষয়ে আলোচনায় নামিয়া লাভ নাই। তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা চিন্তা করুন কিন্তু তুমি, আমি ও অন্যান্যেরা নিজ নিজ অভিমত নিজেদের পরিচিতবর্গের মধ্যে প্রবল ভাবে প্রচার করিয়া মদ্যপানাসক্তি হইতে দুর্ব্বল মানুষগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় এখনি নামিয়া যাইতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নিকটে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, একাজে নামিলেই কতকাংশে সফলতা অতি অল্প সময়েই লাভ হইবে।

তোমার নিজ জীবনের কাহিনী তোমাকে বলিতেছে যে, পরমেশ্বরের নামের আশ্রয় লইলে মদ্যপানের মতন দুর্নিবার আসক্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার চাইতে অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

তোমার পরিবারস্থ অপরাপর সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও। প্রত্যেককে আলাদা করিয়া পত্র দিতে পারিলাম না। তোমার যে সতী সাধ্বী পত্নী তোমার প্রতিটি সৎ-কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইয়া যাইতেছে, সে তোমার পরমকল্যাণময়ী মহাশক্তি, এই বিশ্বাস রাখিয়া তাহাকে সমাদর করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ বারাণসী

৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৭

(১৮ই মার্চ্চ, ৭১)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার এক মাস আগে লিখিত পত্রখানা অদ্য পাঠ করিলাম। দেখিতেছি, তুমি আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছ। এরূপ সংবাদ শুনিলে কে না খুশী হয়? কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি আমাকে না দেখিতে পাইলে যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে জীবন দিয়া দিবে, প্রাণ আর রাখিবে না, একথায় বড়ই অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করিতেছি। আমি এমন একটা কে যে আমাকে না দেখিলে তোমাকে প্রাণ ছাড়িতে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইবে? আমি কি আমার মর দেহটা? এই দেহটাকে দেখিলেই কি প্রকৃত আমাকে দেখা হইবে? আমার এই ক্ষণস্থায়ী দেহটার সহিতই কি তোমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ? আমাকে তুমি এমন জড় দৃষ্টিতে কেন দেখিতেছ?

তোমার ভিতরেও আমি রহিয়াছি। আমার ভিতরেও তুমি রহিয়াছ, রহিয়াছে কোটি অতীত অনাগত বর্ত্তমান মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, অরণ্য, পর্ব্বত, নদ-নদী, সাগর, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য সব-কিছু। তুমি কিম্বা আমি প্রত্যেকে এক অত্যদ্ভুত স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিচিত্র উদাহরণ। তোমার ভিতরে যে আমি রহিয়াছি, তাঁহার অন্বেষণে তৎপর হও। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। তাঁহার সঙ্গলাভে জীবনকে ধন্য কর। তাঁহার কথা প্রেমসহকারে চিন্তা করিয়া চিন্তাশক্তিকে সার্থক কর, মনুষ্য-জন্ম-লাভকে ধন্যাতিধন্য কর। আমার এই মরদেহটাকে দেখিয়া, পাইয়া, পূজিয়া বা বুকে ধরিয়া তোমার বিশেষ লাভ কি হইবে?

এই জড়দেহ লইয়া একই সময়ে আমি বহুস্থানে আবির্ভূত হইতে পারি না। জড়ত্বের ইহা সীমাবদ্ধতা। জড় দেহ না হইলে জড় জগতের কাজ করা যায় না বলিয়াই এই দেহের আবশ্যকতা পড়িয়াছিল কিন্তু দেহ আমার যন্ত্র হইলেও ইহা আমি নহি, অথবা দেহ আমার অংশ হইলেও ইহা আমার সম্পূর্ণ স্বরূপ নহে। আমি নিয়ত আমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছি এবং নিজেকে নিজেতে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি। এই না-পাওয়া আর এই

পাওয়া আমার যুগপৎ এক বিস্ময়কর নিয়মে অবিরাম চলিতেছে। এই রহস্য বুঝিবার জন্য কেবল সাধন কর। হাহুতাশ করিও না। মনকে অবশ এবং চিত্তকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। বৃথা-চিন্তা পরিহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

*　　*　　*　　*

আলো আর আঁধার দুইটী বস্তু বলিয়া মনে করা হয় কিন্তু সকল আলোকের ভিতরেই কিছুটা আঁধার আছে, সকল আঁধারের ভিতরেই কিছুটা আলোক আছে। আলো-আঁধার পরস্পর মিশামিশি করিয়া বিদ্যমান, একটীকে ছাড়িয়া আর একটী নহে। ঠিক তেমনি সাকার সাধনা আর নিরাকার সাধনা এককে অপরে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে, যদিও সাধনার ঢং দুইটী পৃথক্। নিরাকার-সাধককে সূক্ষ্ম ভগ্নাংশে হইলেও ধ্যানের সময়ে কোথাও না কোথাও একটা আকারের মত কিছু নিজের অজ্ঞাতে ধারণা করিতে হয়, সাকার-সাধককে সূক্ষ্ম ভগ্নাংশে হইলেও আকারের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সীমা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে অন্য পারে চলিয়া যাইতে হয়। জিদ করিলেও ইহার অন্যথা করা সম্ভব হয় না। যাঁহারা সত্য সত্য সাধন করেন এবং সাধন-লগ্ন অবস্থায় মনের গতি ও ধ্যানের প্রকৃতির দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। যাহারা তর্কের খাতিরে তর্ক করে আর সাকার- নিরাকারের দ্বন্দ্বে ফেনাইয়া ফেনাইয়া কেবল বাক্যের পর বাক্য সৃষ্টি করিয়া চলে, এ তত্ত্ব তাহাদের বুঝিবার উপায় নাই।

এই কচি বয়সে তুমি উপনিষদ পাঠ সুরু করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। কোনও উক্তিকে এক কথায় গ্রহণ বা এক কথায় বর্জ্জনের রীতি অনুসরণ না করিয়া বা ভাষ্যকারেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ইহার চূড়ান্ত বস্তু, এমন কোনও বদ্ধমূল ধারণা না রাখিয়া জিজ্ঞাসুর কৌতূহলী নেত্রে সব-কিছু দেখিতে দেখিতে পাঠের পর পাঠ চালাইয়া যাও। দশ বার পড়, বিশ বার পড়, পঞ্চাশবার পড়, এই বয়সে পড়, দশ বছর পরে পড়, বিশ বছর পরেও পড়। এভাবে বহুবার পড়িতে পড়িতে আস্তে আস্তে সত্যজ্ঞান তাহার পূর্ণ বিভূতিতে হঠাৎ একদিন তোমার ঘরে ঢুকিয়া চিরবাঞ্ছিত অনিমন্ত্রিত অতিথির মতন জোর করিয়া আসিয়া তোমার খাটখানার এক কোণায় বসিয়া তাহার স্নেহকরস্পর্শে তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, বুদ্ধি ও চৈতন্যকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দিবে।

তবে তাহার জন্য একটী ব্যাপারে তোমার প্রখর আত্মপ্রস্তুতি চাই। তাহা হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য-পালন। প্রাণান্তেও নিজের ইচ্ছায় নিজের দেহের শক্তি ও মনের স্থিরতাকে যৌবন-সুলভ উত্তেজনার হাতের ক্রীড়নক হইতে দিবে না, এই পণ করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পরাজয় নিয়া মাথা খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কদাচ ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট ও স্খলিত-সংযম হইবে না। এই বিষয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ বারাণসী

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

* * * *

দানে আমার মন তৃপ্ত হয় না, তৃপ্ত হয় ভালবাসায়। আমি তোমাদের দান পাইতে চাহি না, পাইতে চাই ভালবাসা। তাহাতেই আমার পরমা তৃপ্তিলাভ হইবে। তোমাদের চারিদিকে শত শত অশক্ত অক্ষম দুর্ব্বল অজ্ঞান মানুষেরা রহিয়াছে, যাহারা কাহারও ভালবাসা পাইল না বলিয়া মানুষ-রূপে জন্মিয়াও অমানুষ রহিয়া

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

গেল। তাহাদের মধ্য দিয়া তোমাদের ভালবাসা আমার নিকটে আসুক। তাহাদের যদি সেবা দাও, তবে সেই সেবা আমি পাইব।

প্রেম জিনিষটার অভাবে সমগ্র পৃথিবী শূন্যময় হইয়া যাইতেছে। এত লোকের সহিত এত লোকের পরিচয় ঘটিতেছে কিন্তু কেহ কাহাকেও ভালবাসিতেছে না। শ্যামলা সুন্দরী ধরণী বন্ধ্যা এক মরুভূমির মতন মানুষের একান্ত অবাঞ্ছিতা হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর এই নিদারুণ দৈন্য তোমরা ভালবাসা দিয়া দূর কর। ঘরে ঘরে যাও, প্রতিটি প্রাণীকে শুনাও,—"আমরা তোমাদের আপন বলিয়া স্বীকার করিব, আমরা তোমাদের অবনতি-দশা দূর করিব, আমরা তোমাদিগকে পাপের পল্বল হইতে টানিয়া তুলিব, আমরা তোমাদিগকে আদর করিয়া বুকে ধরিব, আমরা তোমাদিগকে ভালবাসিব।"

ইহা যদি তোমরা করিতে পার, তবে তোমাদের প্রাণের উচ্ছল প্রেম আমাকে বৃদ্ধ বয়সেও তারুণ্য দিবে, আমাকে আশায়, ভরসায়, উৎসাহে, উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত করিবে, আমাকে এক এক দিনে এক এক শতাব্দীর কাজ করিয়া যাইবার সামর্থ্য যোগাইবে। প্রেমকেই আমি আমার জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছি, প্রেমকেই আমি আমার পরম উপজীব্য বলিয়া চিনিয়াছি। তোমরা প্রেমিক হও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

বারাণসী
৭ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৭৭
(২১শে মার্চ্চ, ১৯৭১)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি লিখিয়াছ,—"যেখানে যত দীক্ষিত গুরু-ভাই-বোন্ আছি, প্রত্যেকে নিজ নিজ চিরপ্রচলিত কৌলিক উপাধি চক্রবর্ত্তী, চট্টোপাধ্যায়, চৌধুরী, সরকার, ভৌমিক, বিশ্বাস, মল্লিক, লতাবৈদ্য, শুক্লবৈদ্য, শীল, দাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 'অখণ্ড'ই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্যে ঐক্যবোধ বাড়িবে এবং জাতিভেদ-প্রথার দাসত্ব হইতে দেশবাসী মুক্ত হইবে—ইত্যাদি।"

শিখরা যেমন প্রত্যেকে অন্যান্য উপাধি পরিহার করিয়া একমাত্র "সিং" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ নানা উপাধি বর্জ্জন করিয়া একমাত্র "অখণ্ড" উপাধি গ্রহণ করিলে তোমাদের মধ্যে ঐক্যবোধ বাড়িবে, ইহা অসঙ্গত মনে হয় না। অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনেক স্থানে অনেকেই কৌলিক উপাধির পরিবর্ত্তে "অখণ্ড" উপাধি লিখিয়া আসিতেছে ইহা ভাল হইতেছে না মন্দ হইতেছে, ইহা নিয়া আমি কখনো বিচারে বসি নাই। স্বাভাবিক প্রেরণায় যাহারা নিজেদিগকে যতীন্দ্র অখণ্ড, রমেশ অখণ্ড ইত্যাদি করিয়া পরিচিত করিতেছে, তাহারা তাহা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিতে আমার নিকট হইতে কোনও বাধা পায় নাই, পাইবে না। কিন্তু নিজেদিগকে "অখণ্ড" বলিয়া পরিচিত করিয়া কৌলিক উপাধিতে পরিচয়-দান বর্জ্জন করিলেই জাতিভেদ নামক প্রথটা উঠিয়া যাইবে কিনা, ইহা এখনো বলিবার সময় আসে নাই। বিবাহ-ব্যাপারে ব্যক্তি মাত্রেরই সাধারণ ঝোঁক দেখা যায় নিজ কৌলিক সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার সহিত সমতা-সম্পন্ন পরিবার হইতে বর বা কন্যা নির্ব্বাচন করার ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই এই প্রথার এমন সমধিক প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে অসমান কৌলিক অবস্থার প্রতিনিধিদিগকেও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন রচনা করিতে দেখা যায় এবং সাধারণতঃ সামাজিক-বর্গ ইহাতে বাধা দিবারই চেষ্টা করেন। যেখানে মিলনেচ্ছুক নরনারীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা সামাজিক-বর্গের বাধা ও ভ্রূকুটীকে গ্রাহ্য করে না, সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়া যায়। এই বিবাহ দ্বারা যে পরিবারটীর সৃষ্টি হয়, এতকাল সমাজ তাহাকে কঠোর শাসনে দূরে দূরেই রাখিয়াছেন, আজকাল কোথাও কোথাও প্রথমত অত্যুগ্র-ভাবে শাসিত হইয়াও পরে এই নূতন পরিবারটী হয় পিতৃকুলের নতুবা শ্বশুর-কুলের প্রশ্রয় পাইয়া আস্তে আস্তে সেই পুরাতন সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের পৃথক্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে হারাইয়া ফেলে। লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি যে, বিগত প্রায় এক শতাব্দীর অধিকাংশ অসবর্ণ বিবাহের সর্ব্বপরিণামী সদ্‌গতি ঠিক এই ভাবেই হইয়াছে। মূল অসবর্ণ বিবাহটী করিবার সময়ে

যে বর বা যে কন্যা মনে মনে ভাবিতেছেন যে জাতিভেদ-প্রথাকে পদাঘাত করিলাম, তাঁহাদের পুত্রকন্যা বা পৌত্র-পৌত্রী বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী পুরাতন পূর্ব্বপুরুষদের একজনের বংশ-পরিচয়টিকে খুঁটি-রূপে ধরিয়া ঐ খুঁটির জোরে হঠাৎ পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পরে ঐ নির্দ্দিষ্ট বংশের সহিত সমতা-সম্পন্ন আর একটী পরিবারের সহিত শোণিত-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ভারতের সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসে যখন যখন জাতি-ভেদকে দূর করিবার পক্ষে সহায়ক আন্দোলন রূপে এইরূপ শুক্র-শোণিত-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তখন তখন দুইটী বিভিন্ন পরিণাম আপনা আপনি তৈরী হইয়াছে। একটী উপরে লিখিলাম, যাহা নিতান্ত বর্ত্তমানেরই কথা নহে, অপরটী এই যে, জাতিভেদ-প্রথা দূর হয় নাই, বরং এক একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। নতুবা এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের দেশে শত শত জাতি দেখিতে পাইতেছি কেন?

তোমাদের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজনীয়। নির্ব্বিচারে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন সুরু করিলে সেই ঐক্য স্থাপিতও হইতে পারে, আবার ঐ এক কারণকেই উপলক্ষ্য করিয়া তোমাদের ঐক্য শতধা চূর্ণও হইয়া যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া যখন দেখা হয় নাই, তখন অনুমানের উপরে কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। তবে, যুগের দাবীতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে যদি অখণ্ডদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়া যায়, তোমাদের বাধা

Collected by,MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

দিবারও প্রয়োজন নাই। তোমরা কালপ্রতীক্ষা করিয়া দেখ, স্বভাবের পথে আপনা আপনি কি হয়। "অখণ্ড" নামে পরিচয়প্রদানকারী তোমাদের যে দিকে সব চেয়ে বেশী নজর দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইতেছে,

(ক) কৌমারাবস্থায়, বিবাহিতাবস্থায় বিপত্নীক বা বৈধব্য অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের মধ্যে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন চালাইয়া যাওয়া,

(খ) নিষ্ঠাপূর্ব্বক অখণ্ড-সাধনায় রত থাকা এবং সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া সকলের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাইয়া তোলা,

(গ) সাধ্যে যতটুকু কুলায়, স্থায়ী সদনুষ্ঠানের জন্য কায়িক ও আর্থিকত্যাগ স্বীকার করা,

(ঘ) নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজক আন্দোলন-সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া বংশানুক্রমে সৎস্বভাব ও সৎচর্চ্চাকে ভবিষ্যতের দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া যাইতে থাকা।

তিনশত বৎসর, অর্থাৎ কমপক্ষে নয়টী প্রজন্ম, তোমরা বংশানুক্রমে এই কাজ করিয়া যাইবে, তবেই তোমরা অখণ্ড। জাতিভেদ-প্রথা দূর করিবার জন্য তোমাদের কেন আলাদা করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে হইবে? যিনি একদা জাতিভেদের পত্তন করিয়াছিলেন, তিনিই যেন একদা আসিয়া জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহার জন্য তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। অর্থাৎ তোমরা উপরিলিখিত সর্ত্ত চারিটী অন্ধের মত পালন

করিয়া যাও। নিজেরা খুব বেশী বুঝিতে চাহিও না, গুরুবাক্য পালনে অন্ধ আনুগত্যের প্রয়োজন এখানে একান্তই গুরুতর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ

বারাণসী
১০ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৭
(২৪-৩-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। গুরুভাই গুরুভাইকে ঋণ দিবে আর চারিশত টাকা ধার দিয়া আটশত টাকার দলিল স্বাক্ষর করাইয়া নিবে, আমার শিষ্যগণের মধ্যে এমন হীনদৃষ্টি নীচাত্মা ব্যক্তি আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। মুসলমান ধর্ম্মে ধার-দেনা দিয়া সুদ নেওয়া পাপ বলিয়া গণনা করা হয়। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এক সমধর্ম্মাবলম্বী অপর সমধর্ম্মাবলম্বীকে প্রাণের তাগিদে সেবা-বুদ্ধিতেই প্রয়োজনের সময়ে ধার-উধার দিবে, তাহার সহিত কতকগুলি টাকা উপার্জ্জনের জন্য লোলুপ লালসাকে যুক্ত করিতে নাই। হজরৎ মহম্মদের কুসীদ-গ্রহণের বিরুদ্ধ উপদেশের দ্বারা

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মানুষের লোভকে শাসন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা সফল হউক আর না হউক, নিশ্চয়ই অবিমিশ্র প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

নিজে কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিব না কিন্তু আমার ধন বাড়িবে, এই জাতীয় যে মনোভাব, তাহাকে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অন্য ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। সেই নিন্দা মুখোচ্চারিত শাসন-বাক্য নহে, পরন্তু যাহারা এভাবে ধনবৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বংশানুক্রমে বৈশ্য করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের চেয়ে নিকৃষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। লোভ যেখানে বিশ্বকে গ্রাস করিতে চাহে, সেখানে লুব্ধ ব্যক্তিরা জগতের সকলের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয়। এই জন্যই পাশ্চাত্য জগতে ইহুদীরা অতীব অনাদরের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই ভারতে বৈশ্যকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, ধন-ভাণ্ডার তাহার যতই ফাঁপিয়া থাকুক না কেন।

বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের চাইতে নিকৃষ্ট হইল কেন? ক্ষত্রিয়েরা জগতে কীর্ত্তি লাভের জন্য যুদ্ধ, দেশজয়, দিগ্বিজয় করিয়াছে। যুদ্ধ জগতের এক অনর্থ কিন্তু ইহারা বণিক্ নহে। ইংরাজ ভারতে আসিয়া বণিগ্‌বৃত্তি সুরু করিল। দাড়িপাল্লার ওজনে বস্তু দেখিবার অভ্যাস ছাড়া ইহাদের আর কোনও ব্যাপারে কৃতিত্ব ১৯০ বৎসরের ভারতেতিহাসে দেখা যায় নাই। এই জন্যই মানুষ হিসাবে অনেক ইংরাজ আমাদের চোখে দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জাতি হিসাবে ভারতবাসী ইংরেজকে ঘৃণাই করিয়াছে।

তোমার গুরুভাই যত উচ্চবংশেই জন্মিয়া থাকুন না কেন, তিনি কুসীদ-গ্রহণকে জীবিকা-রূপে গ্রহণ করিয়া বৈশ্য-রূপ তৃতীয় শ্রেণীর ভারতীয় হইয়াছেন এবং মিথ্যা দলিলে তোমাকে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়া যাহা হইয়াছেন, তাহা হইতেছে শূদ্রাধম প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চককেও গুরুভাই বলিয়া মানিতে হইবে,—বল দেখি, এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কিছু হইতে পারে কিনা!

বাঙ্গালী একজনের কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হইতে পার নাই, আবার একজন বিহারীর কাছে চড়া সুদে দুই শত টাকা ধার নিয়াছ। ধার নিবার অভ্যাস একবার যাহাদের হয়, তাহারা জীবনে আর ধার না করিয়া কোনও কাজ করিতে পারে না। গোপনে ব্যভিচার যে নারীর অভ্যাস হয়, সে আর নিত্য নূতন নাগরের সন্ধান না করিয়া পারে না। পকেট মারার একবার যাহার অভ্যাস হয়, টাকার প্রয়োজন তাহার থাকুক আর না থাকুক, সে আবার কাহারও পকেট না মারিয়া পারে না। পরনারীর অসম্মান করার দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য একবার যাহার হয়, সে বারংবার ঐ একই কাজ নানা স্থানে করিয়া বেড়াইবার সুযোগ অন্বেষণ না করিয়া পারে না। কথায় বলে, যে কুকুরের বিষ্ঠা ভক্ষণের একবার রুচি হয়, সে প্রত্যহ ঐ একই কাজ না করিয়া আর পারে না।

ঋণ করার কদভ্যাস ছাড়িয়া দাও। দুই চারিদিন উপবাস করিয়া থাকিলেও কদাচ ধার করিবার জন্য কাহারও নিকটে হাত পাতিবে না, এই পণ কর। যেখানে যেখানে ঋণ করিয়াছ, আস্তে আস্তে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সেখানকার ধার-দেনা শোধ করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সুরু কর। চেষ্টায় নামিলেই দেখিবে, ধার-দেনা শোধ করা খুব একটা অসাধ্য ব্যাপার নহে। আমি যে কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবল উৎসাহ দিয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইতে বাধ্য করিয়াছি, তাহা সংখ্যা বলা কঠিন। একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। সস্তা দামের জামা কাপড় কিনিতে হইবে। অল্প দামে কি করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, তার চেষ্টা দেখিতে হইবে। পাঁচটী টাকা দিয়া ডাকঘরে একটী সেভিংস্-ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট খুলিতে হইবে। হাতে সামান্য কিছু টাকা জমিলেই ব্যাঙ্কে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। আর, প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ঋণ-শোধের প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক হইতে কিছুতেই ঐ জমান টাকা তোলা চলিবে না।

যত ব্যাপারেই যত ব্যয়-সঙ্কোচ কর, সাবান খরচে কৃপণতা করিও না। শরীর, বিছানা, কানড়-চোপড় ময়লা থাকিলে শরীর অসুস্থ হয়। অসুস্থ হইলে ঔষধ এবং ডাক্তারের খরচে প্রাণান্ত হইতে হয়। সুতরাং পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য যতটা সাবান ব্যবহার করা সঙ্গত, তাহাতে কৃপণ হইলে চলিবে না। তুমি গিয়া সমবেত উপাসনাতে বসিলে অন্যান্যেরা তোমার গায়ের গন্ধে তোমার কাছে বসিতে চাহে না, ইহার অর্থ কি এই নহে যে, কারখানা হইতে ফিরিয়া তুমি শরীরও পরিষ্কৃত কর না, জামা-কাপড়ও কাচ না। জামা-কাপড় ধোপা-বাড়ীতে না দিয়া

য়তটা সম্ভব, নিজ হাতে সাবান-কাচা করিবে। ইহাতে ব্যয় পড়িবে কম, বস্ত্রাদি টিঁকিবে বেশী দিন।

সমবেত উপাসনার প্রচার ও প্রসারের জন্য তুমি যে চেষ্টা করিয়া যাইতেছ, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। সব জায়গায় আমার সবগুলি ছেলেমেয়ে এই ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকিলে বিগত কয়েক বৎসরেই তোমরা এক অভাবনীয় সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিতে। এখনো সময় পার হইয়া যায় নাই। এখনো তোমরা সকলে মিলিয়া কাজে লাগিলে তোমরা অসাধ্য-সাধনই করিতে পারিবে। সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য তোমার আত্মহিত ত' বটেই, তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য জগদ্ধিত। জগতের সর্ব্বজনের সুখের জন্য যে এই দেহ ধারণ করিতেছ এবং তোমরা প্রত্যেকে যে নিজ নিজ জীবন জগতের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করিবে, এই প্রত্যয়টী তোমাদের মধ্যে অবিলোপ্য-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তোমাদের সমবেত উপাসনা। পৌরাণিক যুগের ভাষায় যদি কথা বলিতাম, তবে আমাকে বলিতে হইত যে, একাগ্র ও প্রশান্ত মনে একবার সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিলে এক কোটি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হইবে।

সমবেত উপাসনার ব্যাপার লইয়া যাহাতে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ না ঘটে, এই বিষয়ে প্রকৃত সাধকেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। অভিমান পরিত্যাগ করিলে সবই সম্ভব হইবে। উপাসনা-মন্দিরে বা উপাসনার সমাবেশে চিত্তকে অনুদ্ধত রাখিবে।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

নিজেকে গণ্যমান্য মনে না করিয়া নিতান্ত সাধারণ মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং উপাসনার পদ্ধতিবদ্ধ নিয়ম না ভাঙ্গিয়া অন্য দিকে যাহার প্রতি যতটা নম্র হইয়া চলা যায়, তাহা করিবে। উপাসনার আসর বিধান-সভার বা লোক-সভার নির্ব্বাচনী সভা নহে যে এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষের তিক্ত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণের অধিকার স্বীকৃত হইবে। প্রকৃত সভ্য দেশে নির্ব্বাচনী সভাতেও অবাচ্য কুবাচ্য উচ্চারিত হয় না। উপাসনার আসর মেছোহাট নহে যে, রাগ করিয়া প্রতিপক্ষের প্রতি নোংরা জল নিক্ষেপ করিলে দোষ বলিয়া গণনা করা যাইবে না। উপাসনা-ক্ষেত্র একটী তীর্থক্ষেত্র, একটী পুণ্যক্ষেত্র, সাম্যভাব সাধনের, সমত্ব-বোধ বিস্তারের, মমত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠার একটী সুষম কুম্ভমেলা, জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেম-ত্রিবেণীর জলে এখানে হৃষ্ট-মনে স্নানাবগাহন করিয়া অন্তরের মলিনতা দূর করিতে হয়, নিজেও মলিন হইতে হয় না, অপরকেও মলিনতার পঙ্কে ডুবাইতে হয় না।

আমাকে রক্তমাংসের মানুষ মনে করিয়া কখনও আমার সেবা করিও না। আমার জন্য জল, গামছা, শঙ্খ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই। তোমাদের মনের ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য ধূপ-দীপই যথেষ্ট। উপাসনা-কালে আমি যে তোমাদের সঙ্গে আছি, এই ভাবটুকু তোমাদের মনে জাগাইয়া রাখা তোমাদের সাধনের গভীরতাবৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমাকে পূজা করিবার কোনও প্রয়োজন আমি দেখি না। অন্য কেহ আমাকে পূজা করিবার চেষ্টা করিতেছে

দেখিয়া তোমরাও তাহাদের দেখাদেখি ইহা সুরু করিবে, এমনটা আমি চাহি না। তোমরা কেহ পূজা করিতেছ দেখিয়া আবার দেখাদেখি অন্যেরা তাহা করিতে সুরু করুক, ইহাও আমি চাহি না। আমি যাহা চাহি, তাহা হইতেছে, তোমাদের সাধনে যেন সুগভীর নিষ্ঠা ক্রমশই বাড়িতে থাকে, তোমরা যেন কোনও বিরূপ অবস্থায় বা বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়িয়াও নিজেদের সাধন পরিত্যাগ না কর।

কে কোথায় নিজের ঘরে বসিয়া নিজের ব্যক্তিগত উপাসনার সময়ে তাহার গুরুদেবের ছবিটীকে ফুল দিয়া সাজাইয়া বা স্তোত্রপাঠ করিয়া একটী দুইটী পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিল, এই সকল ব্যাপার নিয়া আন্দোলন, কোন্দল, কলহ অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক। আমি কি আমার বাবার ফটোখানা দেখিলে প্রণাম করি না? আমি কি আমার মায়ের ফটোখানা দেখিলে ফুলমাল্যে বিভূষিত করি না? কেহ নিজের ঘরে বসিয়া নিজ গুরুর প্রতিচিত্রে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করিতে গেলেই তাহা দোষ হইয়া যাইবে, আমার যুক্তি এমন কথা বলে না। কিন্তু সমবেত উপাসনা হইতেছে সকলকে লইয়া আর সেই উপাসনাতে আমি আমার জন্য নির্দ্ধারিত একটী আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া তোমাদের সঙ্গী, সাথী, সমসাধক। এই ক্ষেত্রে আমার মূর্ত্তি আনিয়া বেদীতে বসান সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অসমঞ্জস। সমবেত উপাসনা বিশ্বের সকলকে লইয়া সেই সকলের মধ্যে আমিও একজন অংশগ্রহণকারী, আমার জন্যও

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

একটী নির্দ্দিষ্ট আসন সুনির্দ্ধারিত ভাবেই আছে। আমার সেই আসনটীকে ফুল দিয়া কেহ না সাজাইলে কোনও দোষ হয় না, কিন্তু কেহ একটু যত্ন করিয়া সাজাইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া দারুণ লড়াই সুরু করিবার কি যুক্তি আছে, তাহাও আমি বুঝি না। তোমরা যখন আমার আশ্রমে আস, তখন আমি তোমাদিগকে বসিবার জন্য যে কুশাসনখানা দেই, একটু আদর করিয়া তাহার উপরে একটী কারুকার্য্যখচিত আবরণ দিলে কি তাহা দোষের হইবে?

সংসারে থাকিয়াই যতটা সম্ভব সংযমী হইয়া চল। স্ত্রীকে তোমার প্রকৃত প্রয়োজনের কথা খুলিয়া বলিলে আমার মনে হয় সে তোমাকে প্রতি পদবিক্ষেপে সাহায্য করিবে। তোমাদের মত গৃহস্থদের ঘরের খবর আমি যতটা জানি, তাহাতে এই ভরসা আমার যথেষ্ট আছে যে, স্বামী সংযম পালন করিতে চাহিলে স্ত্রীরা সাধারণত আনন্দের সহিত স্বামীদিগকে সমর্থন করেন। তবে, স্বামীরা অনেকে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কল্পের মর্য্যাদা রাখে না বলিয়া স্ত্রীরা আবার ভোগের সহায়তা করিতে বাধ্য হন। গৃহস্থেরা সবাই পূর্ণ সংযমী হইবে, এতটা আশা করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া স্বামী ও স্ত্রীতে ভাইবোনের মতন পবিত্র ভাবে চলিবে, এই পণ রক্ষা করা প্রত্যেকটী দম্পতীর পক্ষে সম্ভব। কেহ ছয় মাস, কেহ এক বৎসর, কেহ তিন বৎসর সংযমপালন করিয়া চলিতেছে, তোমাদের এমন গুরুভ্রাতা ও

গুরুভগিনী অনেক আছে, জানিও। এমনও দুই চারিজন আছে, যাহারা পাঁচ, সাত, দশ বৎসর ধরিয়া দাম্পত্য সংযম পালন করিতেছে। সংযম যতটা বাড়িবে, বল ততটা বাড়িবে। দৈহিক বলই বল আর আত্মিক বলই বল, উভয়বিধ বলেরই মূল উৎস সংযমপালন।

তোমার পত্রের একটী অংশ পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যই বোধ করিলাম। আমি গণৎকারও নহি, ভবিষ্যদ্‌বক্তাও নহি। তবু যদি কেহ আসিয়া প্রশ্ন করে,—"বলুন, ত' মশায়, আমি পরীক্ষায় পাশ করিব কিনা, চাকুরী পাইব কিনা, মেয়ের বিবাহ হইবে কিনা", ইত্যাদি, তবে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেই হয় যে, সে সফল হউক, তাহার কামনা পূর্ণ হউক। আশীর্বাদ করার মধ্যে আমার যখন কোনও স্বার্থের দায় নাই, তখন এই আশীর্ব্বাদ আংশিক হইলেও তাহার পক্ষে অনুকূল ফল প্রদান করিতে পারে বা করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে তাহার স্বকীয় কর্ম্ম সৎফললাভের একান্ত প্রতিকূল, সেখানে আশীর্ব্বাদ বিফলও হইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় সে পাশ করিতে পারিল না বলিয়া যে শেষে ঘর হইতে আমার প্রতিচিত্রখানা তুলিয়া আনিয়া অস্থানে উপুড় করিয়া রাখিয়া দিল বা ছুঁড়িয়া উহা ফ্রেম সহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এই উন্মত্ত আচরণের কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, জেদ ও অযুক্তিযুক্ত তাণ্ডবে ধরিত্রীর বাতাস আজ প্রায় সব দেশেই কলুষিত হইয়াছে, ফলে এই সকল সৃষ্টিছাড়া

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আচরণের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইবে। এই ব্যাপারের জন্য ছেলেটীর উপরে তোমরা কেহ রুষ্ট হইও না। সে যাহা করিবার করিয়াছে, তোমরা তাহাকে নিন্দা করিয়া আবার নিজেরা নিন্দনীয় হইও না। না-মানা একটা গুণ, যদি তাহা পাপ-কর্ম্ম, কুসংস্কার ও জনগণের অহিতকর প্রথা সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। না-মানা একটা দোষ, যদি তাহা সত্যিকারের হিতকর প্রথার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। না-মানা একটা রোগ, যাহা ভারতে দুই এক শতাব্দী পরে পরেই দেখা দিয়াছে এবং পরে আস্তে আস্তে প্রশমিতও হইয়া গিয়াছে। না-মানা একটা ফ্যাশন, যাহা হঠাৎ অতি দ্রুত আবির্ভূত ও বিস্তারিত হইয়া আবার তুবড়ীর বারুদ ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলাইয়া যায়। যাহারা গুরুজনকে মানে না, গুরুবাক্যকে মানে না, শাস্ত্র, সদাচার, সন্তাচার, প্রভৃতি কিছুকেই গ্রাহ্য করে না, তাহারা চিরকাল ঠিক ইহাই থাকিবে না, তাহাদের পরিবর্ত্তন একদিন হইবেই। তোমরা যাহারা ভাল জিনিষকে মানিতে চাহ, তাহারা নিজ ভক্তিবিশ্বাস-ভালবাসা হইতে কদাচ বিচ্যুত হইও না।

তবে একটা কথা এই যে, এমন মেজাজের লোকদিগকে তোমরা দীক্ষা-শিবিরে প্রবেশ করিয়া দীক্ষা নিয়া যাইতে দাও কেন, ইহাঈ ত' আমি বুঝিতেছি না। আমি বারংবার তোমাদিগকে বলিয়া আসিতেছি যে, শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমার এক কণাও আগ্রহ বা আবেগ নাই, যাহারা জানিয়া বুঝিয়া দীক্ষা

নিতে আসিবে, তোমরা একমাত্র তেমন ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যকে দীক্ষা-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দিও না।

দীক্ষা নিবার পরে কাহাকেও কাহাকেও এমন দেখা যায়, অতি সামান্য সামান্য সফলতায় অন্তরের ভিতরে বিরাট আকারের এক অহমিকা উর্দ্ধশীর্ষ হইয়া ওঠে, একটী দুইটী গান রচনা করিয়া প্রশংসিত হইবার পরে ইহারা বলিয়া ওঠে,—"তোদের বাবামণি ত' গান লেখা শিখিলেন আমার কাছ হইতে।" ইহারা কেহ কেহ বলিতে থাকে,—"তোদের বাবামণিকে ত' আমিই কোলে কাখে করিয়া মানুষ করিয়া দিলাম রে।" অবশ্য ইহারা যখন মহিলা, তখন একথাগুলি বিনা বাক্য-ব্যয়ে শুনিয়া যাওয়াই ভাল, হাসিতে হইলেও উচ্চ হাস্য করা চলিবে না। কে আমার কোন্ জন্মের জননী ছিলেন, কে আমার কোন্ জন্মের ধাত্রী-মাতা ছিলেন, তাহা আমিই কি জানি? তবে, এই জন্মে উহাদের শরীরের যাহা বয়স, আমার শরীরের বয়স তাহার দ্বিগুণেরও বেশী, এইটুকুই একটু হাস্যরহস্যের সৃষ্টি করে। তোমরা হাস্য-সম্বরণ করিয়া চলিও। হাসিলেও ত' ভ্রান্ত অহমিকাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, এই সকল মহিলাদিগকে তোমরাই বোধ হয় ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া দীক্ষার কাঠ ড়াতে বাঁধিয়া দিয়াছিলে। প্রগল্‌ভভাষিণী এই সকল মহিলার দীক্ষা না নেওয়াই উচিত ছিল। জীবনে সহস্র সহস্র রমণী দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রগল্‌ভার সংখ্যা কম নহে। দীক্ষার ফলে একটা উল্লেখযোগ্য

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অংশের যে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু যাহাদের প্রগল্‌ভতা কেবল বাড়িয়াই চলিল, তাহাদের দীক্ষা কাহাদের হিতসাধন করিল, বলিতে পার?

তোমার নিজের বাড়ীর উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট দিনটী যদি অপর কেহ তোমাকে বলিয়া কহিয়া নিজ গৃহে নিয়া যায় এবং তারপরে যদি এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে তোমার নিজ গৃহের উপাসনাটীর অনুষ্ঠান না করিয়া তুমি পার না, তাহা হইলে নিজ গৃহের উপাসনা বাদ দিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশ কতক্ষণ আগে তোমার নিজের গৃহের উপাসনা তোমাকে সারিয়া ফেলিতে হইবে এবং যাহাতে অপরের গৃহের উপাসনাতে তুমি যোগদান করিতে পার, এমন ভাবে সেখানে রওনা হইতে হইবে। ইহাতে তোমার দিক হইতে গুরুতর কোনও দোষ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহা নিয়া আবার নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যই বা কেন হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

যদি উপাসনার কেন্দ্র খুব দূরবর্ত্তী স্থানে হওয়ার দরুণ উপাসনেচ্ছুক নরনারীদের যাতায়াত-ক্লেশ অত্যধিক হয়, তাহা হইলে সমসাধকের সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণ হইলে একই অঞ্চলের একটী মণ্ডলীর অধীনেই স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-কেন্দ্র হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে, যে অঞ্চলগুলি আগে একটী মাত্র মণ্ডলীর অধীন ছিল, সেই স্থানগুলিকে ভাগ করিয়া

নিয়া আলাদা করিয়া দুই, তিন বা চারিটী পৃথক্ মণ্ডলীও গঠন করা যাইতে পারে। ইহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু এই সকল নূতন মণ্ডলীর মধ্যে পারস্পরিত সহযোগিতা-বুদ্ধি ও হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। নতুবা মণ্ডলী-স্থাপনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। নূতন নূতন মণ্ডলী হইবে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য নহে, পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া একই উদ্দেশ্যে সকলের শক্তিকে সমগ্র বিশ্বের নিঃশ্রেয়স সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য। এই মূল কথাটী মনে রাখিতে পারিলে চারিদিকে নিত্য নূতন মণ্ডলী সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ সংসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ বারাণসী
১০ই চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নামে নির্ভর কর। নামের সেবা করিতে করিতে মনঃপ্রাণকে স্নিগ্ধ কর। তাহা না হইলে জগতের অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। যত জন তোমার অপ্রীতিকর কাজ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিজনের প্রতি রুষ্ট হইতে গেলে তুমি জীবনের করণীয় অন্যান্য

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কাজ করিবার অবসর বা রুচি পাইবে কি করিয়া? সকলের সকল প্রাপ্য কেহ পরিশোধ করিতে পারে না। এজন্যই আসল কাজগুলি আগে বাছিয়া নিতে হয়।

চিরকালই এইরূপ ছিল কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আমাদের নিজেদের চোখে দেখা বিগত ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর হইতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, সম্প্রতি আমরা সকলেই অত্যধিক হিংস্র-স্বভাব হইয়াছি।

মন হইতে দুঃখকে দূর করিয়া দাও। স্বভাবকে প্রেমময় কর। অপরের হিংস্রতা যদি তোমার হিংস্রতাকে বর্দ্ধিত করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, হিংসকের হিংসারই জয় হইয়াছে, তোমার সত্যের ও প্রেমের পরাজয় ঘটিয়া গেল। কোনও অবস্থাতেই সত্যকে আর প্রেমকে পরাজয়ের গ্লানি দিয়া অসম্মান করিও না।

স্ত্রীকে অবিশ্বাস করিয়া মনের অশান্তি বাড়াইও না। অবিশ্বাস করিয়া তুমি কাহাকে শাস্তি দিতেছ? তাহাকে, না নিজেকে? অবিশ্বাসের তুষানল দিবারাত্রি তোমাকে কেবলই দগ্ধ করিয়া চলিয়াছে। স্ত্রীর আচরণ যাহাই হউক, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি তোমার অন্তরের তুষানল অবিলম্বে নিবাইয়া ফেল। সে যদি প্রতারিকাই হইয়া থাকে, হউক। তুমি ত' প্রতারক নহ! তবে কেন তুমি বিষপান না করিয়াও বিষের জ্বালায় দহিয়া মরিবে? তুমি নিষ্পাপ থাক। অন্যে যদি গোল্লায় যায় ত' যতটা রসাতলে সে নামিতে পারে, নামুক না। তুমি উদাসীন হও।

পুত্রকে শাসন করিলেই সে ভাল হইয়া যাইবে, এমন মনে

করিও না। শাসনের শক্তি সীমাবদ্ধ, স্নেহের শক্তি অপরিসীম। নিজের ভিতরে দৃষ্টান্তের শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার ভিতরে যে সত্যই স্নেহ আছে, তাহা কি তোমার পুত্র অনুভব করিতে পারিতেছে? না পারিলে, ইহা তোমারই স্নেহের অসম্পূর্ণতা। মায়ার বশে পুত্রকে স্নেহ করিতে যাইও না। স্নেহ করিলে সে প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিবে, এই নির্ভুল সত্যে বিশ্বাস নিয়া তাহাকে স্নেহ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ বারাণসী
১০ই চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক দিন ধরিয়াই তোমার পত্রের প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তোমরা যে কেহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এই বিষয়ে আমার ধারণা সুস্পষ্ট।

দেশের যুবকচরিত্রের বর্ত্তমান অবনত দশা চিরকাল থাকিতে পারে না। এই রকমের উচ্ছৃঙ্খলতা কোনও জাতির পক্ষে স্থায়ী অঙ্গভূষণ হইয়া থাকিতে দেখা যায় নাই। তোমরা ধৈর্য্য-সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর এবং নিজ নিজ সাধ্যানুসারে যুবক ও কিশোরদের মধ্যে সদ্ভাব ও সদনুশীলনের প্রসার সাধনে চেষ্টিত হও।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

আদর্শবাদ যখন দেশের মাটি হইতে উৎপন্ন হয়, তখন দেশের অতীত এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তাহার শ্রদ্ধার ভাব সহজাত হইয়া থাকে। আদর্শবাদ যখন বিদেশের মাটি হইতে আমদানী-কৃত হয়, তখন তাহা দেশের বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে হয় উদাসীন, নয় বিরুদ্ধবাদী হয়। ইহা এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা আমাদের এই দেশেই ত' দেখিয়াছি। কিন্তু সেই ধার-করা আদর্শবাদ আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হইতে হইতে যাহা হয়, তাহা সুনিশ্চিতই দেশের আবহাওয়ার অনুকূল। এই জন্যই কোনও দিকে কোনও বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিলে তোমরা হতাশ হইয়া হাতপা ছাড়িয়া দিও না। তোমরা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছ, ধীর প্রযত্নে, দৃঢ় বিশ্বাসে, অবিরল ধারায়, একা নিষ্ঠার সঙ্গে তাহার অনুশীলন করিয়া যাইতে থাক।

যত জনেই যাহা বলুক, আমার নিজের সুদৃঢ় প্রত্যয় এই যে, যুবকদের দ্বারা কোনও স্থায়ী ও পরমশুভদ বিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আস্থাশীল করিতেই হইবে। কামানবন্দুকে দেশজয় হইতে পারে, সভ্যতার সৃষ্টি হয় না। অত্যাচার-উৎপীড়ন, ভীতিপ্রদর্শন ও আতঙ্কের প্রসার দ্বারা এক শ্রেণীর লোকদের স্বাধীন রুচি ও স্বাধিকার কাড়িয়া নিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রের দাস বা যন্ত্রবৎ দাস করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সমুন্নতি সাধনে সম্ভব নহে। একটা জাতি বংশানুক্রমিক অনুশীলনের মধ্য দিয়া অতীতের ভুলত্রুটীর সংশোধন করিয়া লইয়া নিজেদের জন্য অভ্রান্ত উন্নতির পথ

আবিষ্কার করিবে এবং অতীতের স্বপ্নকে নিজের ভবিষ্যতের মধ্যে সার্থক করিবে শুধু ব্রহ্মচর্য্যের উপরে প্রত্যয় রাখিয়া এবং ব্রহ্মচর্য্যের সাধ্যানুযায়ী অনুশীলন করিয়া। যে আজ যাহা আছ, তিনি শত বৎসরের পর সে তাহার নিজ বংশের মধ্যে তাহার শতগুণ বিভূতিমণ্ডিত হইয়া দিব্যশ্রী ধারণ করতঃ জগদ্বাসীর নয়ন-সমক্ষে পরম-মনোহর হইয়া আবির্ভূত হইবে,—আমার ভাবনা ইহা। বর্ত্তমানের আতঙ্ককর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আমি এই পরিণতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতেছি বলিয়া মনে করি না। সাধারণ মানুষ কেবল সাধারণ মানুষটাই থাকিবে না, সে তাহার ঔরসের শক্তিতে গর্ভের শক্তিতে মানব-জাতির উন্নততর ও উন্নততম জাত্যন্তর-পরিণাম বিধান করিতে সমর্থ হউক, আমার কামনা ইহা। এই জন্যই যুবক-যুবতীদের বিবাহ-ব্যাপারটাকে আমি নেহাৎ "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" বলিয়া ধরিয়া লইতে সমর্থ নহি। আর, বিবাহ ব্যাপারটাকে দুইটী বিপরীত-লিঙ্গী মানুষের ঘনিষ্ঠ মিলন-মাত্র বলিয়াই না বুঝিয়া, একদা এক কণা প্রোটোপ্লাস্‌ম্ হইতে আস্তে আস্তে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে যিনি মানুষের রূপ ধরিলেন, মহামানবরূপে তাঁহার আর একটী অত্যদ্ভুত নববিবর্ত্তনকে প্রত্যাশা করিবার একটী তীর্থ-সেতু বলিয়া আমি মনে প্রাণে মানিয়া লইয়াছি। এই জন্যই আমার শিষ্যরা আমার নিকটে সন্ন্যাসপ্রার্থী হইলে আমি তত খুশী হই না, তাহারা বিবাহ করিলে আমি যত খুশী হই।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত বিবাহকে সার্থক করা যায় না। আর,

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

প্রাগ্‌বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন না থাকিলে বিবাহ এক বিড়ম্বনার ব্যাপারে পরিণত হয়। এগুলি আন্দাজী বা আজগুবি কথা নহে। একথা সহস্র সহস্র দম্পতীর জীবনের পরীক্ষিত অকাট্য সত্য।

সুতরাং কে কি বলিল বা না বলিল, সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তোমরা যাহাকে যেখানে যে ভাবে পাও, তাহার গৃহীত কর্ম্মনীতির উপরে অনধিকার দাপট না চালাইয়া, বিনীত ভাবে শুধু বলিয়া যাও,—"ভাই হে, যতটুকু পার, ব্রহ্মচারী হও; যতটুকু সম্ভব, সংযতেন্দ্রিয় হও; যতটুকু সাধ্যে আছে, নিজেকে ইন্দ্রিয়ের ও সুখলুব্ধ চিত্তবৃত্তিগুলির উপরে কর্ত্তৃত্বশালী কর।" কেহ শুনিবে, কেহ শুনিবে না কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যাহা সঙ্গত সুফল, তাহা একদিন না একদিন ফলিবেই ফলিবে,—এই বিশ্বাস রাখিও।

দেখ, পরমেশ্বরের নামে মন বসিলে সহজেই ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের সিদ্ধিপথ সুগম হইয়া থাকে। আমরা শুধু এই জন্যই ব্যাকুল দীক্ষার্থীদের দীক্ষাদান করিয়া থাকি। আমাকে অবতার বলিয়া মূর্খ মানুষেরা পূজা করুক, এই জন্য কাহাকেও দীক্ষাদান করি না। আমি ঘরে ঘরে অবতার সৃষ্টি করিতে চাহি, নূতন বা পুরাতন কোনও অবতারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন-বোধ আমাতে নাই। মানবজাতি যদি হিংসা ও বিদ্বেষের খাণ্ডবানলে নিজেকে দগ্ধ করিয়া শেষ না করে, তবে ঘরে ঘরে ঈশ্বরাবতারই হইতেছে

মানবজাতির স্বাভাবিক উদ্‌বর্ত্তন। অস্থায়ী শত আক্ষেপ ও সহস্র বিক্ষেপের বিপরীত-ক্রিয়া সত্ত্বেও একদা মানবজাতি তাহার সেই স্বাভাবিক ভবিষ্যৎকেই লাভ করিবে। ততদিন তোমার বা আমার এই নশ্বর দেহ থাকিবে না কিন্তু এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য রূপে বাঁচিয়া থাকিবে।

অবতার-বাদ বস্তুটা কি? পরমব্রহ্ম বিষ্ণু হইলেন। বিষ্ণু রাম হইলেন, কৃষ্ণ হইলেন, গৌরাঙ্গ হইলেন। যিনি রাম হইলেন, তিনিই কৃষ্ণ হইলেন, তিনিই কলিযুগে রামকৃষ্ণ হইলেন। কেমন, ইহাই ত' অবতার-বাদ? যিনি স্বর্গস্থ পরমপিতা ছিলেন এবং আছেন, তিনিই অনৌরস জন্ম লইয়া মাতা মেরীর গর্ভে যীশু হইলেন। কেমন, ইহাই ত' অবতার-বাদ? তাঁহাদের এইভাবে এক হইতে অপর হওয়া দার্শনিক বিচারে সুসঙ্গত বা অসঙ্গত, এ প্রশ্নে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা ত' দেখিতে পাইতেছি যে যিনি পরমবেদ্য, পরমোপাস্য, পরমাশ্রয়, পরমপ্রভু, তাঁহাকেই অবতারবাদীরা নিজ নিজ প্রিয় ও সহজগ্রাহ্য মহতের মধ্যে দেখিবার অভিলাষ করিয়া নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। ফলে ইহাই দাঁড়াইল যে, অবতার উপলক্ষ্য, পরম লক্ষ্য সেই পরম পুরুষ, যিনি অবতারের রূপটী ধারণ করিলেন। অবতার তাঁহার অন্যতম একটী রূপ আর পরমপুরুষত্ব তাঁহার আদি অকৃত্রিম শাশ্বত সত্য স্বরূপ।

তোমরা প্রতি জনেই পরমেশ্বরের এক একটী অবতার, আমি

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তোমাদিগকে এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু তোমাদিগকে প্রকৃত অবতারত্ব লাভ করিবার জন্য যোগ্য সাধনা করিতে হইবে এবং যোগ্য উৎকর্ষেরও অধিকারী হইতে হইবে। এই জায়গায় ফাঁক রাখিলে বা ফাঁকি দিলে চলিবে না। কয়েক লক্ষ শিষ্য থাকিলেই কেহ অবতার হয় না, কয়েক কোটি লোক জয়ধ্বনি দিলেও কেহ অবতার হয় না। ভবিষ্যৎ জগতে যত মানব-মানবী আবির্ভূত হইবেন, প্রত্যেকে প্রকৃত অবতারের গুণ, শক্তি ও ক্রিয়া লইয়া আবির্ভূত হউন, ইহাই আমার কামনা। এই জন্যই আমি তোমাদের হাতে নিত্য নূতন কর্ম্ম-তালিকা তুলিয়া ধরিতেছি। তোমরা কুণ্ঠাহীন আগ্রহে ও অদম্য উৎসাহে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়। এই কর্ম্ম-সাধনা তোমাদিগকে তিন পুরুষ হইতে নয় পুরুষ ব্যাপিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ বারাণসী
১০ই চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতদিনে তোমাদের নূতন গৃহ হইল, এতদিনে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ হইবে। এই সংবাদে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম।

গৃহহীন মানুষ নিজ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। নিশ্চিন্ত গৃহবাস মানুষকে পদ্ধতিবদ্ধ সদনুশীলনে ও ধারাবাহিক সচ্চিন্তার চর্চ্চায় বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই জন্যই অঋণী অপ্রবাসী ব্যক্তিকে প্রাচীন কালে সুখী মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হইত। গৃহহীনের জীবন নিরন্তর যাযাবর, চঞ্চল, স্থায়িত্বহীন ও অনিশ্চয়। কিন্তু মনে রাখিও যে, পরমেশ্বরে আশ্রয়হীনতাই মানুষের প্রকৃত গৃহহীনতা। আজ পরমকরুণাময়ের অপার কৃপায় তোমার গৃহ যখন সত্য সত্যই হইল এবং তাঁহার মঙ্গলময় নামের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই নবগৃহে শুভপ্রবেশ অনুষ্ঠান যখন নিরাপদে সম্ভব হইতেছে, তখন এই অস্থায়ী জগতের শান্তিপ্রদ গৃহের আশ্রয়ে বসিয়া আত্মার চিরন্তন, শাশ্বত, নিত্যসত্য ও পরমশান্তিসুষমাময় অক্ষয় গৃহখানাকে অধিকার করিবার আয়োজনে মা লাগিয়া যাইতে হইবে। জড়জগতের যাবতীয় সুখসম্পদ চৈতন্যময় পরমোজ্জ্বল জগতের স্থায়ী আশ্রয় নির্ম্মাণের সহায়ক হউক।

তোমার যেমন গৃহ হইয়াছে, জগতের প্রত্যেকটী মানুষের তেমন স্বগৃহরূপ একটী করিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্রামের যোগ্য আশ্রয়-নীড় তৈরী হউক, নিরন্তর এইরূপ কামনা করিবে। চারিদিকে গৃহহীন নিরাশ্রয় দুঃখার্ত্ত নরনারীদের কল্পনাতীত ক্লেশের দৃষ্টান্ত-সমূহ দেখিয়া প্রাণ আমার এত ব্যাকুল হইয়াছে যে, আমি চাহি, আমার প্রত্যেকটী সন্তান এখনি চিন্তা করিতে লাগিয়া যাউক যে,

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সকল নিরাশ্রয়কে আশ্রয়-স্থান গড়িয়া দিবার জন্য কি চেষ্টা, কি ভাবে, কবে এবং কাহাদের সহায়তায় আরম্ভ করিয়া দেওয়া চলে।

তোমার কিছু কিছু গুরুভাইয়ের খোঁজ পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। ইহাদের সঙ্গ করিবে এবং ইহাদিগকে সঙ্গ দিবে মাত্র এই একটী উদ্দেশ্যে যে, গুরুদত্ত সাধনে যেন তোমার রুচি বর্দ্ধিত হয়, গুরুদত্ত সাধনে যেন ইহাদের আগ্রহ ও চেষ্টা বাড়ে। যাহাদের সঙ্গের ফলে গুরুদত্ত সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার প্রেরণা কমিয়া যায়, তাহাদিগকে গুরুভাই বলিয়া ভ্রম করিতে যাইও না, হউক না তাহারা তোমার গুরুদেবেরই মন্ত্র-দীক্ষিত শিষ্য।

তুমি নিজে নিয়ত ভাবিবে এবং তোমার গুরুভাই ও গুরুভগিনীদিগকে একথা ভাবিতে অনুপ্রাণিত করিবে যে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সেই পথটীকে, যাহা অনুসরণ করিলে জগতের সকল অনাথ নিরাশ্রয় সনাথ সাশ্রয় হইতে পারে, সকল দরিদ্রের দুঃখ-মুক্তি ঘটিতে পারে, সকল ব্যথাতুরের ব্যথা দূর করা সম্ভব করা যায়। আমি বিষয়টাকে যে ভাবে ভাবিয়াছি, তাহার একটু আভাস তোমাকে দিতে পারি। সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একজন দরিদ্রকে আমি কিছু ধন দিলাম কিন্তু ইহাতে কি তাহার দারিদ্র্য দূর হইবে? যাহা আমি দিলাম, তাহা যদি সে নেশা-ভাং করিয়া উড়াইয়া দেয়, তবে দ্বিতীয় দিন তাহাকে পুনরায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেও কি সে পূর্ব্ব দিনের আচরণকে অনুবর্ত্তন করিবে না? একজনকে ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিলাম কিন্তু সে

জমির যোগ্য পরিচর্য্যা করিল না, যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে ভূমি-মাতা প্রসন্না হইয়া তাহার গোলা ধান্যে পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহা সে করিল না, এমতাবস্থায় তাহাকে শুধু ভূমিদানের দ্বারাই কি তাহার প্রকৃষ্ট উপকার করা হইল? সে হয়ত নেশা-ভাং করিয়া পয়সা উড়াইয়া দেয় না, সে হয়ত ভূমি-মাতার পরিচর্য্যায় শ্রমদানেও কুণ্ঠিত নহে কিন্তু প্রতিবেশীদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপের কদভ্যাসের যদি সে দাস হয় এবং যদি নিত্যকলহ তাহাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর মাসের পর মাস দূরবর্ত্তী কোর্ট-কাছারিতে উকিল-মোক্তার-সাক্ষী প্রভৃতির পিছনে পিছনে তদ্বিরে থাকিতে হয়, সুপ্রসন্না ভূলক্ষ্মী কি তাহার অভাব দূর করিতে পারিবেন? সুতরাং যাহার জন্য যে সুযোগই আমরা সৃষ্টি করিয়া দেই না কেন, তাহাকে চরিত্রবলে বলীয়ান্, শ্রমশীলতায় অকুণ্ঠ এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সহিষ্ণু, ন্যায়পরায়ণ এবং ক্ষমাশীল হইবার শিক্ষাটীও ত' নিশ্চয়ই দিতে হইবে। শ্রম, চরিত্র, সহনশীলতা—এই তিনটী দিকে ইহাদিগকে উন্নত করিবার জন্য আমরা কোথাও বিশেষ-কিছু করিতেছি না।

এখানে "আমরা" বলিতে "দেশবাসীরা সকলে" বুঝিতে হইবে। সত্যই আমরা একাজটী করিতেছি না। ধীমান্ ও কীর্ত্তিমান্ নারীপুরুষেরা এক একটা রাজনৈতিক "স্লোগান"কে সম্বল করিয়া নিজ নিজ দল গঠন করিতেছেন এবং এমন ভাবে নিজেদের কর্ম্ম-তালিকার অনুসরণ করিতেছেন, যাহার ফলে দলের সহিত

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

দলের, নেতার সহিত নেতার, নীতদের সহিত নীতদের দারুণ মনোভঙ্গ ও বিবাদ বাঁধিয়া যাইতেছে এবং সাধারণ দেশবাসী এই ব্যাঘ্র-মহিষের আগ্নেয় রোষের মাঝখানে পড়িয়া উলুখাগড়ার মতন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কোথায় সেই নেতা যিনি বলিবেন,—"করিব না দলাদলি, চাই কাজ, কাজের বাহিরে যাইব না, একমনে এক প্রাণে দেশের দুঃখ বিদূরণের ভিত্তিটী মাত্র গড়িয়া যাইব, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, হিংসা ও হত্যা আমাদের পথ নহে?"

কিন্তু পরিস্থিতি যতই জটিল ও আতঙ্কজনক হউক, তুমি, আমি আর দেশ থাকিবেই। সুতরাং আমরা কেন আমাদের মত করিয়া ভাবিব না যে, কি পথ নেওয়া উচিত? আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, নানা মত ও নানা শ্লোগানের প্লাবন-পীড়নের মাঝখানে পড়িয়াও আমরা দেশবাসীকে নির্ব্বিচারে এবং নির্লিপ্ত মনে শুনাইয়া যাইতে পারি,—"যে যাহা করিতে চাহ, করিও, কিন্তু চরিত্রবান্ হইতে হইবে, শ্রমশীল হইতে হইবে, দ্বেষ-হিংসা-বর্জ্জিত শান্ত-সুন্দর -স্নিগ্ধ-স্বভাব হইতে হইবে।" এই একটী কাজ যদি শত শত জনে, সহস্র সহস্র জনে, লক্ষ লক্ষ জনে, কোটি কোটি জনে একটু একটু করিয়াও করিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে একদা সকল গৃহহীনের গৃহ-লাভ অনায়াসে সম্ভব হইবে, অধিকাংশ দুঃখার্ত্ত সাংসারিক দুঃখের হাত হইতে রেহাই পাইবে।

কিন্তু তুমি বা আমি যখন এই কথাগুলি কাহাকেও কহিতে যাইব, যুগের সাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারেই তখন একটী চ্যালেঞ্জের

সম্মুখীন তোমাকে বা আমাকে হইতে হইবে। প্রশ্ন উঠিবে,—"হে মহাশয়, আপনি নিজে কি আদর্শ চরিত্রবান্ মানুষ? আপনি নিজে কি সত্যই নিয়ত-শ্রমশীল? আপনি কি অন্যের সহিত সদ্‌ভাব রক্ষা করিয়া চলেন? ভাবিয়া দেখুন, বড় বড় কথা বলা আর বড় বড় কাজ করা এক কথা নয়। আপনি নিজেই অপূর্ণ, আপনি অন্যকে উপদেশ দিবার কে?"

এইরূপ পরিস্থিতিতে চটিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। সবিনয়ে স্বীকার করিতে হইবে,—"হাঁ ভাই, সত্যই আমি আমার আদর্শ হইতে অনেক দূরে আছি, সত্যই আমার অনেক কাজে আলস্য, অবহেলা ও ফাঁকি রহিয়াছে, সত্যই আমি সকলের সহিত সৌভ্রাত্র্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু এই কারণেই ত' আমি চরিত্রবত্তার, সততশ্রমশীলতার এবং সুজনতার প্রয়োজনকে এত তীব্র ভাবে অনুভব করিতেছি। অনুভব করিতেছি যে, যদি এই সকল বিষয়ে হিতোপদেশ দিবার লোক কেহ সময় মতন আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আজ যাহা আছি, তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের মানুষ হইতে পারিতাম। সদুপদেশের এই সুযোগ আমি পাই নাই বলিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই উপদেশ অন্যেরা সময় থাকিতে পাইলে সকলের শুভ হইবে, ইহা আমি অকপটে বিশ্বাস করি। এজন্যই অযোগ্য হইয়াও কথাগুলি শুনাইতে আসিয়াছি।"

তারপরে যদি কেহ রাগরঙ্গ করে, করুক, তোমার আর আমার

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কাজ তুমি ও আমি অকপট আগ্রহে করিয়াই যাইতে থাকিব, থামিব না।

তোমার গৃহ-প্রবেশ-সংবাদ উপলক্ষ্যে এই প্রীতিকরী চিন্তাগুলি আমার মনে জাগিয়াছে। এই চিন্তাগুলি তোমাকে তোমার গৃহপ্রবেশের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ আজ উপঢৌকন দিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম, মঙ্গলকুটীর

২৫শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৭

(৮-৪-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাঠে সুখী হইয়াছি। তোমার ব্রহ্মচর্য্য-পালনের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তুমি নিজ জীবনটী ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হও। ব্রহ্মচর্য্য বীর্য্য দেয়, তেজ দেয়, শক্তি দেয়, সাহস দেয়। এজন্যই ব্রহ্মচর্য্য ক্ষমা দেয়, প্রেম দেয়। এজন্যই ব্রহ্মচর্য্য মহাশান্তির উৎস। ব্রহ্মচর্য্যকে আদর্শ-রূপে ধরিতে পারিলে, ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের উপজীব্য করিতে পারিলে চখের পলকে জগতের অধিকাংশ দুঃখ, অশান্তি ও দুর্ম্মতি দূর হইয়া যাইবে।

তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চাহ কিন্তু বারংবার পথভ্রষ্ট হও,

ব্রতচ্যুত হও বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু বাবা, তোমার পত্রখানা বারংবার পাঠ করিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি কুমার, বিবাহিত, না বিপত্নীক। এই তিন রকমের লোকেরই ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন কিন্তু তাহার সাধন কিছু পৃথক্ ঢংয়ের হইবে। কুমার ব্রহ্মচারী মনের বিকারে ক্লিষ্ট হইয়াও যদি শরীরকে ক্ষয়কর কর্ম্মে নিয়োজিত না করে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া বারংবার বিপথগামী দুরন্ত মনকে বাগে আনিবার চেষ্টায় কেবল লাগিয়া থাকে, তবে তার অনিচ্ছাকৃত দুই-দশটী ভুল সত্ত্বেও তাহাকে আমি ব্রহ্মচারীর প্রাপ্য সম্মান দিব। বিবাহিত ব্যক্তি যদি দম্পতীর মধ্যে মাত্র পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী দৈহিক ঘনিষ্ঠতার চর্চ্চাটুকু কখনো কখনো করে, তবে নিয়ত-সাধনশীল এইরূপ ব্যক্তিকে আমি একজন ব্রহ্মচারীর সম্মান দিব। বিপত্নীক ব্যক্তি যদি তাহার বিবাহিত জীবৎকালের রমণ-সুখ-সম্পর্কিত চিন্তাগুলির ধ্যানানুধ্যান হইতে বিরত থাকিয়া জগতের নারী মাত্রকেই সম্ভ্রমযোগ্যা বলিয়া বিবেচনা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাকে আমি ব্রহ্মচারীর সম্মান দিব। কদাচ মনে ভোগ-লালসার সৃষ্টি ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়াই কাহাকেও হেয় অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করার যুক্তি নাই, লালসার অভ্যাগম রক্ত-মাংসের সহজাত স্বভাব। কিন্তু সেই লালসার বশ তুমি হইবে না, তাহার উপরে নিজের কর্ত্তৃত্ব তুমি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিয়ত প্রতিজ্ঞাপরায়ণ থাকিবে এবং প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

প্রাণপাত চেষ্টা করিবে,—এখানেই পরিচয় পাইব তোমার পৌরুষের। ব্রহ্মচর্য্য এক হিসাবে পৌরুষেরই একটী পরম দান। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম, মঙ্গলকুটীর

২৫শে চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার প্রশংসা করিয়া কেহ কেহ আমাকে পত্র দিয়াছে। আমি ইহাতে বড়ই খুশী হইয়াছি। সন্তানকে লোকে প্রশংসা করিলে কোন্ পিতার না বক্ষ গর্ব্বে ফুলিয়া ওঠে? সন্তান সর্ব্বজনের শ্রদ্ধার পাত্র হইলে কোন্ পিতার মাথা গৌরবে না উচু হইয়া ওঠে? এমন ভাবে তোমরা প্রতি জনে চলিতে শিখ যেন তোমাদের প্রতিটী পদক্ষেপে জগতের স্থায়ী ও সুনিশ্চিত মঙ্গলের উদ্বোধন ঘটিতে থাকে। তোমাদের অনলস কর্ম্মের ব্যাপকতা এবং ব্যাপক কর্ম্মের নিষ্কলুষতা দেখিয়া যেন চতুর্দ্দিকে জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। তোমাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও চরিত্রবল যেন ব্যক্তি-মানুষের ও সমষ্টি-মানবের শক্তি দিনের পর দিন বর্দ্ধিত করে।

আজ চারিদিকে শুধু বিপ্লবের আবহাওয়া। কেহ সত্য সত্য

বিপ্লব করিয়া চলিয়াছে, কেহ কেহ বা বিপ্লবকে জিন্দাবাদ দিয়া দিয়া নিজেদের অন্তরের গ্লানি দূর করিতেছে। জগতে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আছে। অতি দ্রুত আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া জগদ্‌বাসীকে হিতকর নববিধান দিতে হইলে বিপ্লব সত্যই চাই। কিন্তু তোমরা ধীরপন্থী, স্থিরনিশ্চয়, কৃতসঙ্কল্প কর্ম্মীর দল সুদূর তিন শত বৎসরের পরের জগতের দিকে তাকাইয়া যে নিঃশব্দ সংগঠন করিয়া যাইতেছ, তাহার মধ্যে আকস্মিকতা না থাকিলেও তাহা বিপ্লব। ব্রহ্মাণ্ড আলোড়ন করিয়া, মেদিনী কাঁপাইয়া, নিদারুণ হুলস্থূল সৃষ্টি করিয়া মারাত্মক ভূবিদারণের মতন আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া যাওয়া প্রচলিত অর্থে নিশ্চয়ই বিপ্লব কিন্তু তোমাদিগকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মানবজাতির এক স্থায়ী দিব্য রূপায়ণের দিকে তাকাইয়া নিজ নিজ জীবনকে একেবারে সমর্পণ করিয়া দিয়া ধারাবাহিকভাবে যে সংগঠন চালাইয়া যাইতে হইবে, তাহাও এক অসাধারণ বিপ্লব, যাহার ইতিহাস তিন শতাব্দী পরে লিখিত হইবে। মনে রাখিও, দম্পতীর নিগূঢ় জীবনটুকু বাহিরের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারা নিজেরা দুই জনেই মাত্র এই জীবনটুকুর সাক্ষী। কিন্তু সাক্ষী থাকিয়াও তাহারা ঠিক ঠিক এই জীবনটুকুকে সম্যক্ ভাবে দেখিতে পায় না, কারণ ঐ জীবনটুকুর উপরে আসক্তির, মোহাচ্ছন্নতার, অন্ধ আবেগের একটা ধোঁয়াটে কুয়াসা ছড়াইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সমগ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ স্বরূপ ঐ সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই নির্দ্ধারিত হইতে থাকে যে, তাহাদের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

পুত্রকন্যারা কোন্ এবং কি রকম প্রবণতা নিয়া জগতে ভূমিষ্ঠ হইবে। এই একটী স্থানে চক্ষুষ্মান্ মানব-মানবী যদি নিজেদের দৃষ্টিকে স্থির করিয়া সঙ্কল্প-বলে যাহা যাহা করণীয় তাহা তাহা করিতে পারে, তাহা হইলে এক পুরুষে নহে, দুই পুরুষে নহে, তিন চারি পাঁচ পুরুষ হইতে সাত আট নয় পুরুষে একটা দিব্যশক্তিশালী দিব্যবীর্য্যধারী পরমমোহন পুরুষোত্তম জাতির আবির্ভাব ঘটিতে পারে। বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়- সেবাকে প্রত্যেক দম্পতীর জানিতে হইবে একটা অতীব বিরাট সুদূর-প্রসারী লক্ষ্যকে লাভ করিবার নিতান্ত জৈবিক এবং প্রয়োজনীয় একটী উপায় মাত্র।

এজন্য মানব-মনের শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষাই তোমরা বিলাইবে পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনা, নগরপরিক্রমা, ব্যাখ্যান, ভাষণদান এবং নানাবিধ প্রচার-কৌশলের দ্বারা। তোমরা তোমাদের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া আত্মস্থ হও এবং আত্মস্থ থাকিয়া প্রতিটি কার্য্যক্রম অনুসরণ কর।

প্রচার ও সংগঠনের জন্য তোমরা যে মানুষের ঘরে ঘরে যাইতেছ, তাহার একটী পরোক্ষ শুভফলের কথা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইবে। কোনও গৃহে বা প্রাঙ্গণে বহুজন একত্র হইয়া পরমেশ্বর-চিন্তা করিলে, সৎকথার চর্চ্চা করিলে, সদ্‌ভাবনার প্রচার করিলে সেখানে একটী নূতন তীর্থের আবির্ভাব হয়। যাহাতে প্রতি পল্লীর প্রতিটি গৃহস্থের গৃহ এই সকল সদনুষ্ঠানের মহিমায় তীর্থের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, তাহার দিকে নজর রাখিয়া

তোমরা গভীর আশা সহকারে প্রবল উৎসাহ লইয়া কাজ করিতে থাক। মানুষের প্রতিটি গৃহ যদি হইয়া যায় এক একটী মহাতীর্থ, কে সেখানে গিয়া মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ও অভিচার করিতে সাহস পাইবে? মানুষের স্বাভাবিক প্রণোদনা তাহাকে দিয়া যে সকল অসৎ কার্য্য নিয়ত অনায়াসে করাইয়া লইতেছে, সেই সকল কাজ সে তীর্থস্থানে গিয়া আর করিতে পারে না, তাহার বিচরবুদ্ধি ও সদসদ্‌বিবেক তাহাকে তাহাতে বাধা দেয় ও প্রতিনিবৃত্ত করে। ধর্ম্মের প্রতি অতি সাধারণ আদিম আনুগত্যসম্পন্ন মানুষ মাত্রের পক্ষেই একথা সত্য। গভীর সাত্ত্বিকতা লইয়া এক বৎসর, এক মাস, এক সপ্তাহ বা এক দিনও যেখানে সৎচর্চ্চা চলিয়াছে, সেখানে আসিয়া কামুকের কাম স্তম্ভিত হয়, বিদ্বেষ্টার দ্বেষ প্রশমিত হয়, হিংসকের হিংসা, ঈর্ষ্যীর ঈর্ষ্যা, লালসাতুরের লালসা ক্ষণকালের জন্য হইলেও লজ্জিত, ম্রিয়মান ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি, এইজন্যই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। এই তত্ত্বটা যদি অলীকও হইত, তথাপি আমি ইহার সমর্থন করিতাম এই যুক্তিতে যে, মানুষের মনোভাবকে নিরপেক্ষ, উদার স্নেহময়, প্রেমময়, আশাশীল ও অনুতাপমুক্ত স্বচ্ছন্দ করিবার পক্ষে তীর্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৫৮)

হরিওঁ   মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ শু—আমার সহিত আসিয়া দেখা করিয়া গিয়াছে তাহাকে এক পত্র দিয়াছিলাম তাহার দাদার ঠিকানায় কলিকাতায়। যদি সেই পত্র সে না পায়, এই আশঙ্কায় আর এক পত্র দিয়াছিলাম তোমার ঠিকানায় বীরভূমে। ভাবিলাম, এমনও ত' হইতে পারে যে এই দুই পত্রের এক পত্রও সে সময়মত পাইল না। সুতরাং তাহার কার্য্যস্থলের আন্দাজী ঠিকানায় আংশিক ভুল নামে আর একটী পত্র দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, সেই ভুল নামের আন্দাজী ঠিকানার পত্রই সে সময় মতন পাইয়া গিয়াছে এবং ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে সে আসিয়া আমার সহিত পুপুন্‌কী আশ্রমে দেখা করিয়া গিয়াছে। সে এখানে তিন চারি দিন ছিল এবং আমার যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে উপযুক্ত উত্তর দিয়া আমার আনুমানিক কল্পনাগুলিকে বাস্তবতার রংয়ে রাঙাইয়া দিয়া গিয়াছে। হয়ত ইহার পরে আমার কাজ করিবার কতকগুলি পথ-কণ্টক অপসারিত হইলে হইতে পারে। বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষের আলোকে দেখিয়া লইবার প্রয়োজনে আমি আমার প্রথম অবসর মতন তাহার কর্ম্মস্থলে গিয়া হাজির হইব বলিয়া মনে করিতেছি।

এই ব্যাপারে দুইটী জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথমটা হইতেছে এই যে, যে-যুগে সঠিক-ঠিকানা-লেখা পত্রও সঙ্গত সময়ের অনেক পরে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়া পত্রলেখার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থই করে বলিয়া একটা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সেই যুগেই অসম্পূর্ণ, আন্দাজী ও অঠিক ঠিকানাযুক্ত একখানা জরুরী পত্র প্রাপকের নিকটে ঠিক সময়ে পৌছিয়া যাইতে পারিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐদিনকার ডাকের সহিত সম্পর্কিত সরকারী লোকদের মধ্যে প্রতিটি প্রাণী শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন এবং নানা কারণে আর অকারণে ঘন ঘন কর্ম্মবিরতি, ধর্ম্মঘট, হরতাল ও বন্ধ প্রভৃতির উৎপাত ঠিক ঐ সময়টীতে ছিল না। মানুষ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে এবং একদল মানুষ অন্য দল মানুষের স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞানপ্রণোদিত কাজকর্ম্মে বাধ্যকর বাধার সৃষ্টি না করিলে, যে চিঠি কদাচ মালিকের নিকট পৌছার কথা নহে, সেই চিঠিও যথাস্থানে পৌছিয়া যায় এবং নাগরিকবৃন্দ নিজ নিজ অভিলষিত কাজকর্ম্ম নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্ততায় সমাপন করিতে পারে।

অপর জিনিষটী তুমি নিশ্চয়ই নিজেই লক্ষ্য করিয়াছ। কাজকে যদি সফল করিতে হয়, তবে একটী মাত্র উপায়ের উপরেই সম্যক্ নির্ভর ছাড়িয়া না দিয়া উপায়ান্তরের দিকেও মনোযোগ দিতে হয়, যেন একটী উপায় ব্যর্থ হইলে, অপরটীর দ্বারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ঘটিতে পারে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একখানা জরুরী চিঠি

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

কোথাও পাঠাইতে হইলে মাত্র একজন পত্রবাহক দিয়া এক পথে তাহা প্রেরণ করিতেন না, তিনি দুইটী পত্রবাহককে দুই ভিন্ন পথে চলিবার নির্দ্দেশ দিয়া একই লক্ষ্যস্থলে পৌছাইবার জন্য একই পত্রের দুইটী প্রস্থ দুই জনকে দিতেন। অত বড় বড় কাজ নহে, যুদ্ধবিগ্রহও নহে, অনেক ছোট ছোট এবং শান্তিপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড অবলম্বনে তোমরা নিজেদের কাজ করিতে ব্রতী হইয়াছ। উপায়াবলম্বনের ত্রুটি বা ভ্রম হেতু কাজে যাহাতে বিফলতা না আসিতে পারে, তাহার জন্য তোমাদিগকে এভাবেই কাজ করিতে হইবে। একই লক্ষ্যে দুইটি বা তিনটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তবে,লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উপায়ের বাহুল্যহেতু আবার প্রতিটি উপায় দুর্ব্বল ও অনির্ভরযোগ্য না হইয়া পড়ে। সুনিশ্চিত-ফলপ্রদ জানিয়াই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কিন্তু একটী উপায় দৈবক্রমে ব্যর্থ হইয়া গেলে তোমাকে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে না হয়, তাহার জন্য উপায়ান্তরেরও সুব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। অন্ততঃ আমি এই ভাবেই কাজ করিয়া থাকি। আমি বিরাট একটা কর্ম্মী নহি, কিন্তু ক্ষুদ্র কর্ম্মও কর্ম্ম এবং তাহা সুসমাপ্ত হইলেই কর্ম্মীর কৌলিন্যবর্দ্ধক।

আত্মপ্রত্যয় ও ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া কাজ করিও। তোমার বুকে প্রত্যয়-নির্ম্মিত নির্ভরযোগ্য আসনখানা পাতা হইলে তবে ত' বিশ্বাস আসিয়া সেখানে পদ্মাসনে কমলনয়নে সৌম্যাননে বসিবে। কর্ম্মের মধ্য দিয়া অবিরাম সাধনা কর, সাধনের মধ্য

দিয়া অবিশ্রাম কর্ম্ম কর। তোমার সারা জীবনের তপস্যা হউক প্রতিফলিত তোমার প্রতিটি কর্ম্মে, তোমার সারা জীবনের সহস্র কর্ম্ম রূপান্তরিত হউক নিষ্কাম নিরহঙ্কার সর্ব্বজীবশুভপ্রদ পরমানন্দময় তপস্যায়। ইহার ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠুক সর্ব্বজীবে অহৈতুক প্রেম আর প্রেমের ভিতর দিয়া নিজেকে তুমি সমগ্র বিশ্বের সহিত একাত্ম কর। নিজেকে নিঃশেষে ঢালিয়া দাও সমগ্র বিশ্বে আর নিখিল বিশ্ব আসিয়া তোমার ভিতরে আদ্যন্তহীন পারাপারহীন দিগ্-দিগন্তহীন অপার অসীম প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৬শে চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইও।

সাধনে তোমাদের প্রত্যেকের প্রগাঢ় মনোনিবেশ প্রয়োজন। আমার দীক্ষিত প্রতি সন্তানকে আমি সুনির্দ্দিষ্ট সাধনে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি ও গভীরতর মনোযোগ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। সংসারের সহস্র অবান্তর কাজের মধ্য হইতে দুই একটীতে একটু

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সময়-সঙ্কোচ করিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধনের জন্য অনেকটা করিয়া সময় সুনিশ্চিত পাইতে পারে। সাধন করাকে জীবনের মহত্তম কর্ম্ম বলিয়া অনুভব করিতে পারিলে সাধনের ব্যাপারে সময়ের অভাব ঘটিতে পারে না। সাধন করা আর অগ্রসর হওয়া একই কথা জানিবে। যতটুকু সাধন করিবে, ততটুকু তোমার অগ্রগতি লাভ হইবে। নিয়ত-সাধনপরায়ণ ব্যক্তি নিয়ত-অগ্রগতির পথে চলিতে থাকে। থামিয়া যাওয়ার মতন ভুল আর কিছু নাই। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমাদের কেবলই চলিতে হইবে।

সাধননিষ্ঠ হওয়া আর জীবনের পরমোপায়কে অবলম্বন করা এক কথা জানিও। এই একটী মাত্র উপায়ের মধ্য দিয়াই সকলের সর্ব্বাভীষ্ট আশ্চর্য্য-রূপে পূর্ণ হইবে। প্রচণ্ড কর্ম্মময় দুর্দ্ধর্ষ জীবনের সহিত শান্ত-স্নিগ্ধ-রসময় সাধনজীবনের কোনও বিরোধ নাই। আমাদের আদর্শ হইতেছে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা আর কর্ম্ম করিতে করিতে যোগস্থ হওয়া। দুরন্ত কর্ম্ম আর দুর্বার সাধন একই ব্যক্তির দ্বারা একই জীবনে যুগপৎ যে চলিতে পারে, তাহা প্রতিপাদিত করাই আমাদের জীবনের প্রতিটী ব্যাপারের এক সুমৎ উদ্দেশ্য জানিও।

যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত নহে কিন্তু মনে মনে আমাকেই গুরুর আসনে বসাইয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ততা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও আমার এই একই উপদেশ,—"সাধন কর, সাধন কর।" মন সাধননিষ্ঠ হইলে অবান্তর ব্যাপারে অভিনিবেশ কমিয়া

যায়, প্রকৃত প্রয়োজনের বিষয়টীকে ধরিতে পারা যায় এবং তাহার ফলে কুকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম-সমূহ কর্ম্মের নির্দ্ধারিত তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া গিয়া কর্ম্মীকে অনাবশ্যক কতকগুলি দায়িত্বের ভার হইতে মুক্তি দেয়। ইহার বাস্তব সুফল এই দাঁড়ায় যে, জীবনে যেটুকু কাজ করিবার, তাহা সুষ্ঠুতা-সহকারে পূর্ণ-মনোযোগ দিয়া করা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সব কাজ কি কেহ একা করিতে পারে? ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিভাগের সকল কাজ কি একজনের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে হইবে? যে যে-কাজটী সব চেয়ে ভাল ভাবে সম্পাদন করিতে পারে, সে সেই-কাজটীই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে করুক না! কোনও কোনও অমিতশক্তিধর প্রতিভাবান্ পুরুষকে একই সঙ্গে বহুবিধ কাজে হস্তক্ষেপ যে না করিতে হয়, তাহা নহে কিন্তু বিচিত্র ঢংয়ের অনেকগুলি কাজ তাঁহারা যে কখনো কখনো প্রায় সমান বিক্রমে করিয়া যাইতে পারেন, ইহাও তাঁহাদের একপ্রকারের সাধন-শক্তিরই ফল। একই ব্যক্তি উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, দালাল, ঠিকাদার ও মুটে হইলে সবগুলি কাজ কি সমান দক্ষতার সহিত করিয়া যাইতে পারে? কাজের সংখ্যা ও বিচিত্রতা না কমাইতে পারিলে সাধন করিবার সময় পাওয়া কঠিন কথা। এজন্যই তোমাদিগকে এক একজন দিগ্বিজয়ী কর্ম্মী রূপে দেখিতে চাহিলেও প্রত্যেকেই সকল কাজ করিতে বাধ্য হও, ইহা আমি চাহি না। সাধন করিয়া যাও। সাধন করিতে করিতে আস্তে আস্তে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, কোন্ কোন্ কর্ম্মকে তোমার

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুখ্য কর্ম্ম রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ কর্ম্মকে গৌণ ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন ভাবিয়া বাদ দিয়া দিতে হইবে।

আমরা বহু বৃথা কর্ম্মে নিজেদিগকে রত রাখি বলিয়াই ত' সাধনের জন্য একটুখানি সময় করিতে পারি না। অল্প করি আর বেশী করি, জীবনে যে কর্ম্মটুকুই করি, তাহা যাহাতে সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনবদ্যসৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং সফলতম হইতে পারে, তাহারই জন্য আমাদের প্রতিজনের সাধনে একান্তভাবে নিবিষ্ট হইতে হইবে। সংসারের কর্ম্মকে ত্রুটিহীন করিবার জন্যই আধ্যাত্মিক সাধন প্রয়োজন, এই কথাটী বিশ্বাস করিলে প্রত্যেকেই লাভবান্ হইবে। সাধনের ফলে কাহারও কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৭৭
(১৩-৪-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার প্রতিটি সন্তান দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের কল্যাণকর কোনও না কোনও কর্ম্মের সহিত প্রত্যহ নিজেকে

যুক্ত রাখিবে, ইহা আমি প্রার্থনীয় মনে করি। জোর করিয়া কাহাকেও আমি সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহি না কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটী আমার সরল ও অকপট যে, তাহারা সৎকর্ম্মান্বিত হইলে তাহাদের কাছে আর কিছুই আমি চাহি না, চাহিব না, চাহিবার নাই। এই জন্যই আমি বিধান দিয়াছি আমার শিষ্য-প্রশিষ্যকে ভগবানের নামজপ সুরু করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিতেই হইবে। প্রতিদিন নিয়মিত চারিবার ভগবদুপাসনার সময়ে নামজপের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে নিজেকে জগন্মঙ্গলকারী বলিয়া সঙ্কল্প করিতে করিতে তাহাদের মস্তিষ্কের, দেহের, প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অণুপরমাণুগুলির দিব্যায়ন ঘটিবে। এই কাজটী তিন পুরুষ ব্যাপিয়া, এমনকি নয় পুরুষ ব্যাপিয়া, চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহার ফলে নূতন মানবজাতির আত্মবিকাশ ঘটিবে। সুতরাং তোমাদিগকে যে আমি সস্নেহে, সাদরে, সাগ্রহে বক্ষে আনিয়া স্থানদান করিয়াছি, তাহা একটা সামান্য বা সাময়িক ব্যাপার নহে। ইহার নিহিতার্থ অতীব গভীর এবং ইহার প্রভাব বিরাট ও ব্যাপক। এই জন্যই তোমাদের কাহারও বিবাহ হইতেছে শুনিলে আমি বিরসবদন বা বিরক্ত হই না, হই খুশী ও আনন্দিত। বিবাহ তোমাদের পক্ষে নূতন মানবজাতি সৃষ্টির উপায় বা সোপান-স্বরূপ হউক। সবাই এতকাল, বলিতে গেলে প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভাবেই, বিবাহ করিয়াছে। তোমাদের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটুক। তোমরা পরিণয়ের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মাধ্যমে দুইটী দেহের, দুইটী মনের, দুইটী প্রাণের, দুইটী আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণসমূহকে সমন্বয়ীভূত করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মনুষ্যজাতিকে ক্রমশঃ বিপুলতর বিকাশের ও প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তির পথে পরিচালিত কর। আমি আমার সমস্ত জীবনের ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা এই স্বপ্নটীকে আমার সিদ্ধমন্ত্ররূপে লাভ করিয়াছি। আমার জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চিন্তা এই একটী সিদ্ধমন্ত্রের প্রেরণায় চলিতেছে। তোমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব তোমাকে ঠিক অনুরূপ উপদেশই দিয়া আসিতেছেন বলিয়া তোমার পত্র পাঠে জানিয়া কি যে সুখী হইলাম, তাহা কি বলিব। তোমাদের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে নোয়াখালী জেলার কৃষ্ণরামপুরে তোমার পিতা ও মাতা আমার নিকটে পবিত্র অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহা তোমার পত্রে লিখিত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হইল। দীক্ষা শুধু মাত্র একটা মন্ত্রদান আর মন্ত্রগ্রহণ নহে, ইহা একটী ব্রতদান ও ব্রতগ্রহণ, ইহা একটী আদর্শদান ও আদর্শগ্রহণ, ইহা একটী পূর্ব্বজন্ম-উত্তরণ ও নবজন্মধারণ, ইহা দেহ-মন-প্রাণের অত্যদ্ভুত একটী কায়া-পরিবর্ত্তন, ইহা অবিনশ্বরের পথে নশ্বর অস্তিত্বকে পরিচালনের শুভ সঙ্কল্প ও উদ্বর্ত্তন। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া যাহারা দীক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছে জগতে তাহারাই ধন্য শিষ্য। আমার সহস্র সহস্র শিষ্যনামধারী অশিষ্য-কুশিষ্যদের মধ্যে এরূপ শিষ্য যে সত্যই দুই দশ জন আছে, ইহা জানিয়া আমি সত্য সত্যই গৌরব অনুভব করি।

নূতন জীবনের পথে তোমার পিতামাতার পদাঙ্ক অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিও। যেস্থলে পিতামাতা নিজ নিজ জীবনে উচ্চতম আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিতে নিরন্তর চেষ্টিত রহিয়াছেন, সে স্থলে পুত্রকন্যাদের পক্ষে তাঁহাদের পদাঙ্কানুকরণ কেবল স্বাভাবিকই নহে, সহজও বটে। বস্তুতঃ পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন নরনারীরা গুরুভক্ত, দেশভক্ত বা বিশ্বপ্রেমিক হইবে, ইহা আমার কাছে একটী উপহাসাস্পদ ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। সমগ্র দেশ জুড়িয়া যে উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা ও অবাধ্য অশান্তি সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত চলিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিবার পরেও আমি বলিতে চাহিতেছি যে, জীবনের সকল সাধনার মূলে মাতৃপিতৃভক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার বেদীতেই আমাদিগকে বিশ্বমানবদেবতার পূজার আয়োজন করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যে প্রস্তাব করিয়াছ, ইহাতে আমার সম্মতি নাই।

আশ্রম বা মণ্ডলীর মতন একটা পবিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িবে, তার জন্য রেলের পতিত জমি জবরদখল করিয়া নিবে,— একাজ আমার নিকটে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা জবরদখল করিয়া জমি নিয়া যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। পূর্ব্ববঙ্গ-বিতাড়িত বাস্তুহারা শরণার্থীরা পরের জমিতে জোর করিয়া নিজের ঘর তুলিয়াছে নিরুপায় হইয়া। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ সকল যুক্তি খাটে না। ইহা হইল নৈতিক বিচার।

অন্য দিক হইতেও দেখিবার আছে। ভাল ঘর, ভাল বধূ দেখিয়া, বেশ-কিছু দানসামগ্রী ও পণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া তুমি তোমার ক্লাস টেনে পড়ুয়া ছেলেকে বিবাহ করাইলে। কলেজে ঢুকিবার আগেই তাহার পুত্রকন্যা জন্মিল। আই-এ পাশ করিবার আগেই তাহার দুই কাঁধে দুই সন্তান চাপিয়া বসিল। তার কি আর বি-এ, এম-এ পড়ার সখ থাকে, না সাধ্য থাকে? তোমাদের নিজেদের মধ্যে মণ্ডলীগত প্রেম ও সখ্য-সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইল না, ঘরে ঘরে সমবেত উপাসনাকে তোমরা প্রিয় ও আদরণীয় করিয়া এখনো তুলিতে পার নাই। অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়া নিজেদের আদর্শের সহিত না হইয়াছে নিজেদের পরিচয়, না হইয়াছে জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শের সম্যক্ প্রচার, প্রতিষ্ঠা এবং সমাদর, কিন্তু কোনও প্রকারে একটা জমি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলে, সঙ্গে সঙ্গে সীমানায় বেড়ার খরচ সংগ্রহ করিতে

হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘর তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম-ঘর পাহারা দিবার জন্য লোক খুঁজিবার প্রয়োজন হইল। ইত্যাদি করিয়া নানা সমস্যায় পড়িয়া তোমাদের মণ্ডলী-গঠনের ও মণ্ডলীর প্রসার-সাধনের অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি হইতে তোমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে চলিয়া গেল। পড়ুয়া ছেলের গণ্ডা-কয়েক কাচ্চা-বাচ্চা জন্মিবার পরে যে কারণে তার আর পড়াশুনা হয় না, ঠিক সেই কারণেই তোমাদের গৃহে গৃহে সমবেত উপাসনা, পাড়ায় পাড়ায় অখণ্ড-সংহিতা পাঠ ও কীর্ত্তন প্রভৃতি সাংগঠনিক কর্ত্তব্যগুলি অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ ও অবহেলিত থাকিতে লাগিল। বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিও। এই বিচারটা নীতিগত নহে, ইহা বাস্তব ব্যাপার। হিসাব করিয়া দেখিও যে, ইহাতে সত্য সত্য সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার পথে বাধা জন্মে কিনা। সঙ্ঘ বলিতে তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র সহরের পাঁচ দশটী লোককে বুঝিও না। সঙ্ঘ বলিতে বুঝিতে হইবে ভারতে ও ভারতের বাহিরে যেখানে তোমাদের সমভাবের ভাবুক, সমসাধনার সাধক, সমাদর্শের অনুধ্যানকারী যে-কেহ যে ভাবে আছে, তাহাদের সকলকে লইয়া যে সমষ্টীভূত একাত্ম একটী ব্রহ্মাণ্ডজোড়া বিরাট পরিবার, তাহাকে।

মণ্ডলী বা আশ্রম করিবার জন্য বৈধ চেষ্টায়, প্রকাশ্য উদ্যোগে, সদুপায়ে জমি কেনা অতীব সহজ কাজ। জমির মূল্যটীকে তোমরা কেহ কদাচ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিও না। জমি সস্তায় কিন আর

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

চড়া দরে কিন, ইমারত গড়িতে খরচ সর্ব্বত্র প্রায় সমান। তিন কাঠা জমি ত্রিশ টাকাতেও পাইতে পার আবার ত্রিশ হাজার টাকাতেও না পাইতে পার। কিন্তু ভাল একটী বাড়ী তুলিতে ঐ তিন কাঠাতেই একলাখ টাকা খরচ করিতে হইবে। ইহার কমে ভাল ও মনোমত বাড়ী একটী হইবে না। সুতরাং কোথাও মণ্ডলী গড়িবার পরক্ষণেই একটা জমি সংগ্রহ করিয়া মণ্ডলীর নিজস্ব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি সংগ্রহের জন্য হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকারটা কি? একটা সহরে আগে কম পক্ষে এক হাজার জন সমভাবের ভাবুক হও, সকলে যে-কাহারও গৃহের অঙ্গনে বসিয়া নিরভিমান চিত্তে সমবেত উপাসনা করিবার অনুশীলনটী আগে কর, কে বড় কে ছোট প্রভৃতির বাছ-বিচার বিসর্জ্জন দিয়া মণ্ডলীর সমর্থিত কার্য্যক্রমের অনুশীলনে প্রত্যেকে প্রচেষ্টাপরায়ণ হও, নিজেদিগকে পরমেশ্বরের অনুগত কিঙ্কর জানিয়া, মণ্ডলীকে সদ্গুরুর সঙ্ঘময়ী মূর্ত্তি বলিয়া মানিয়া লইয়া, নিরহঙ্কার চিত্তে তোমাদের আদর্শের বাণী ঘরে ঘরে কাণে কাণে বিলাইয়া প্রাণে প্রাণে ঢালিবার চেষ্টা কর, তারপরে যে সময়ে তোমাদের সত্য সত্য মন্দিরের বা আশ্রমের বাড়ীর প্রয়োজন হইবে, তখন সহরের একেবারে মধ্যস্থলে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় স্থানে তোমাদের জন্য জমি আপনি মিলিয়া যাইবে। বৃথা হুজুগে মাতিয়া অজায়গায় বেজায়গায় জমি দখল করিয়া তারপরে তাহার পিছনে ইট-কাঠ-চূণের খরচের জন্য মামলা-মোকদ্দমা-তদ্বিরের খরচের

জন্য উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত দুয়ারে দুয়ারে উর্দ্ধনিঃশ্বাসে ছুটিয়া বেড়াইবার মতন মূর্খতা এই জগতে আর কি হইতে পারে?

সন্মুখেই নববর্ষ আসিতেছে। নববর্ষে নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ, নূতন সঙ্কল্প লইয়া কাজে লাগ। সংগঠন-কাজের কতকগুলি কৌশল আছে। সংগঠন হইবে

— ধীরপ্রযত্ন,
— ধারাবাহিক,
— ক্রমশঃ বিস্তারধর্ম্মী।

হঠাৎ-কাজে সফলতা আসে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে চৈত্র, ১৩৭৭

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার অসুস্থতার সংবাদে খুবই দুঃখিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অসুখ দ্রুত সারুক এবং সুস্থ হইয়া তুমি দ্রুত স্বকীয় কর্ত্তব্য-সমূহে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হও। অসুস্থতাকে অতিক্রম করিয়া চলিবার চেষ্টা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, কেন না একবার শরীর অসুস্থ হইলে দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মে বিরতি ঘটে। অবিচ্ছেদ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তৎপরতায় জীবনের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সফলপ্রযত্ন হইবার প্রয়োজনেই স্বাস্থ্যকে সব চেয়ে জরুরী জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইজন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

রোগশয্যায় পড়িয়া কেবলই নিজের রোগের চিন্তা করিও না। কোনো কোনো সময়ে রোগচিন্তা তোমাকে যে জর্জ্জরিত করিতে চাহিবে, ইহা স্বাভাবিক কিন্তু নিজের রোগের চিন্তা আসিলে আরোগ্যের আশা, সম্ভাবনা ও নিশ্চয়তা সম্পর্কেই চিন্তা করা উচিত, "আর বুঝি সারিব না", "এই বুঝি মরিলাম" এইরূপ চিন্তা করা উচিত নহে। মৃত্যু একদিন আছেই এবং মরিতে একদিন হইবেই, সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটীর জন্য অতিরিক্ত চিন্তা করিয়া মৃত্যুকে মূল্যবান করিয়া তুলিবার মধ্যে কোনও সার্থকতাই নাই। কিন্তু যতটুকু সময় এই মর দেহে প্রাণের সঞ্জীবনা রহিয়াছে, যতটুকু সময় এই বুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঞ্চারণা রহিয়াছে, যতটুকু সময় এই মস্তিষ্কে ও এই মনে পরমেশ্বর সংজ্ঞা-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ততটুকু সময় আমি বৃথা যাইতে দিব না, এই পণ করিয়া এই সময়ে দ্রুত নিজ মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গল-চিন্তা করিতে হইবে। আমি হাসপাতালের রোগী, আমাকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আছে, শুশ্রূষাকারী বা শুশ্রূষাকারিণী আছে, আমার খোঁজ লইবার জন্য আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃৎ-হিতৈষী আছে, আমার ঔষধ-পথ্যের ব্যয় চালাইবার জন্য

যেমন তেমন করিয়া হইলেও একটা সঙ্গতি আছে কিন্তু আরও কতজন জগতে কত স্থানে হাসপাতালের আশ্রয় পায় নাই, ডাক্তার বা শুশ্রূষাকারিণীর সেবা প্রত্যাশা করে না, খোঁজখবর লইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডে একটী প্রাণীও নাই, ব্যয়াদি বহনের ব্যবস্থা ত' দূরেরই কথা,—আজ তাহাদের প্রতিজনের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে হইবে এবং ভাবিতে হইবে, আমার চিকিৎসা দ্বারাই যেন তাহাদেরও রোগ-নিরাময় ঘটে। আমার দুঃখ, আমার অসুখ নিয়ত আমার কাছে প্রতীকারের দাবী করিতেছে, আমি সাধ্যমত সেই দাবী মিটাইয়া মিটাইয়া নিজের দুঃখ কমাইতেছি, নিজের রোগ সারাইতেছি, কিন্তু আমি আমাকে শুধু আমার ক্ষুদ্র স্বার্থ আর ক্ষুদ্র প্রয়োজনের তুচ্ছ কুণ্ডলীটুকুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, আমার আমাকে সুবিস্তারিত করিতে হইবে, আমার আমাকে আমি ব্রহ্মাণ্ডের সকল দুঃখী ও সকল পীড়িতের ভিতরে দেখিব এবং আমার দুঃখোত্তরণ ও রোগাপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিজনের দুঃখ ও পীড়াকে বিদূরণের অনুকূলে প্রবল চিন্তা-প্রবাহ প্রেরণ করিব,—এইটুকু হওয়া আমার মধ্যে আবশ্যক। নতুবা আমি বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন একটী প্রাণীই থাকিয়া যাইব, মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না।

তোমার অসুস্থতা মাঝে মাঝে তোমাকে বিশ্বপ্রভুর চরণকমলে নিয়া ফেলিতেছে। তোমার অসুস্থতা তোমাকে বিশ্বজনের রোগারোগ্যকামনার সহিতও যুক্ত করুক। পুনরপি আশীর্ব্বাদ

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

করি, তুমি দ্রুত সুস্থ হও এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮

(১৫-৪-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমাদের জীবনের সর্ব্বতোমুখীন বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া আজ পূর্ব্ব দিকে অরুণোদয় হইয়াছে।

আমার প্রতিটি সন্তান সাধনে অভিনিবিষ্ট হউক, ইহাই আজ আমার পরম প্রার্থনা। কারণ, ইহার মধ্য দিয়াই জীবের জীবনে শান্তি আসিবে। একজনের সাধনানুরাগ দর্শনে দশ জনের মনে সাধনেচ্ছা জাগ্রত হয়, একজনে সত্য সত্য শান্তি লাভ করিয়াছে দেখিলে শত জন শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া পথের সন্ধানে ছুটিয়া আসে। ব্যক্তিগত জীবনের সাধনানুরাগ ও শান্তিলাভ শুধু যে ব্যক্তিগত একটী ঘটনা, তাহাই নহে, ইহার ফলে সামগ্রিক ভাবে মানব-সমাজ উপকৃত হয়। একথা মনে রাখিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ আচরণকে পরিচালিত কর এবং প্রতিটি উপলব্ধিকে আস্বাদন কর। যতই মহৎ আর যতই লাভবান্

হও, ঐ মহত্ত্ব ও ঐ প্রাপ্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু হইয়া রহিবে, যদি বিশ্বজনের সকলের কুশলের, অভ্যুদয়ের ও আনন্দের সহিত তাহা অন্বয়িত না হয়।

কর্ম্মী বা সেবক হিসাবে জগতের প্রতিটি ব্যক্তিই অতি তুচ্ছ, কারণ একাকী সে এত বিরাট বিশ্বের কতটুকু কাজই বা করিতে পারে, কতটুকু সেবাই বা সাধিতে পারে? কিন্তু ঐ একটী তুচ্ছ ব্যক্তিই আর এক হিসাবে জগতে অসামান্য ও অতুলনীয় এই হিসাবে যে, কে জানে কোন্ উপলক্ষ্য ধরিয়া সে একটী স্ফুলিঙ্গের মতন হঠাৎ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে এবং লক্ষ শতাব্দীর উপেক্ষিত এক দুর্গম মহারণ্যের মধ্যে দাবানল সৃষ্টি করিয়া সব কণ্টক, সব জঞ্জাল দগ্ধ করিয়া ভস্ম দিয়া সৃষ্টি করিবে সার এবং মুক্ত পবনের অবাধে বহিয়া যাইবার দিবে অধিকার।

তোমরা এক একটী সন্তান আমার এই জন্যই প্রাণাধিক প্রিয়। অতীতকে ধরিয়াই তোমরা আসিয়াছ কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ভবিষ্যৎকে তোমরা বহন করিয়া বেড়াইতেছ। যত দিক দিয়া যেটুকু বিস্তার তোমাদের ভবিষ্যতের পানে ঘটিতে পারে, তাহার সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়াই আমি তোমাদের প্রতিটি ক্ষুদ্রবৃহৎ আচরণের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া নন্দিত হই। তোমরা আমার নিকটে কেবল এক একটী বাস্তব সত্যই নহ, তোমরা প্রত্যেকে আমার নিদ্রাহীন নয়নের এক একটী জাগ্রত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন তোমাদিগকে চরম আত্মত্যাগ ও পরম উৎসর্গের মধ্য দিয়া

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

সত্য করিতে হইবে। এই জন্যই বারংবার বলি, তোমরা কায়মনোবাক্যে সাধনশীল হও, সাধনের বলে সুশান্ত ও সুন্দর হও, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মহিমায় সকলের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইবার সুদুর্লভ শক্তির অধিকারী হও এবং একাকী নহে, বিশ্বের সকলকে লইয়া, সাফল্যের রাজসূয়-যজ্ঞ সুসম্পাদন কর।

জগতের দুঃখ, অশান্তি, নিরানন্দ ও বিষণ্ণ অস্তিত্ব দেখিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক মহাপুরুষ কাঁদিয়াছেন, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়াছেন। নিরানন্দ জগৎকে আনন্দময় করিতে হইবে, শক্তি, শান্তি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও তৃপ্তি দিয়া। জগতের একমুখী সেবা নহে, সর্ব্বতোমুখিনী সেবাই তোমাদের সাধনা। এই কথাটী সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখিয়া প্রতিটি কাজ কর, প্রতিটি কথা বল, প্রতিটি চিন্তা কর,—বৃথা চিন্তা, বৃথা বাক্য, বৃথা-কর্ম্ম পরিহার কর। যাহা বৃথা, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে শিখিলেই দেখিবে যে কাজের কাজ করিবার অবসর ও সুযোগ তোমার কত বাড়িয়া যায়। তখন অন্তরের প্রসুপ্ত প্রেমরাশি আপনা আপনি আত্মপ্রকাশ করিবে এবং জগৎকে সাদরে, সাগ্রহে, সানন্দে বেড়িয়া ধরিবে। তখন প্রেম হইবে তোমার সর্ব্বকর্ম্মের স্বাভাবিক প্রেরণা ও নিত্যসাথী, বিচার-বিবেকের দায়িত্ব তখন আপনা আপনি কমিয়া যাইবে। বিচারকালে মানুষের অহং প্রবল থাকে, প্রেম মানুষকে দিয়া স্বভাববশে সকল মহনীয় সৎকর্ম্ম করাইয়া লয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা বৈশাখ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

তোমার লিখিত প্রতিটি পত্রে যেন সুধাক্ষরণ হয়। তোমার প্রতিটি বাক্য মধুর মতন মিষ্টি লাগে। কারণ, তুমি তোমার মনকে ইন্দ্রিয়জগতের ঊর্দ্ধে নিয়া স্থাপন করিতে পারিয়াছ। ইন্দ্রিয়-সুখের ঊর্দ্ধে মনকে তুলিতে পারিলেই জীবের আনন্দময় জগতে প্রবেশ-লাভ ঘটে। তখন অন্তরে কেবল সাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা ও স্বর্গীয় উপলব্ধির উদয় হয়। তখনই এক মানুষ অপর মানুষের প্রকৃত হিতকারী হইতে পারে।

ইন্দ্রিয়-জগতের পঙ্ককর্দ্দমের মধ্যে যাহারা সানন্দে সাগ্রহে অবিরাম বিচরণ করে, তাহারা তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও উপলব্ধির দ্বারা অন্য কাহারও কোনও উপকার করিতে পারে না, বরং স্পর্শদোষ সংক্রামিত করিয়া অপরের অনাবিল আশাকে আবিল, সুবিমল আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্কিল, সুশৃঙ্খল কল্পনাকে উদ্দাম ও সুস্নিগ্ধ উপলব্ধিকে পূতিগন্ধময় করিয়া তোলে। অপরের হিত-সম্পাদন করিতে যাইয়াও তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতে অপরের প্রতি অহিত-সাধন করে। সাত্ত্বিকতার যে উচ্চ গ্রামে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তোমার মনকে তুমি তুলিয়া লইয়াছ, সে স্থান হইতে মনটী যাহাতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আর কদাচ নীচে না নামিতে পারে, তাহার জন্য তুমি নিরন্তর পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানের সুমধুর নামের সাধনা করিতে থাক।

তোমার পত্রগুলি পাইলে আমি সত্যই আনন্দে বিহ্বল হই। স্বামিবতী সংসারী মানুষ হইয়াও তুমি যে সুপবিত্র সংসার-জীবন যাপন করিতেছ তাহা তোমার নামে নিষ্ঠার গুণেই সম্ভব হইতেছে এবং তাহা তোমার কল্যাণের সাথে সাথে চৌদিকে দুই-চারিটী করিয়া প্রাণে সৎসংসারের প্রেরণা দিতেছে। তোমার একার উদ্দীপনায় সহরে যে ছোটবড় আরও দুই চারিটি জন সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, ইহা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। সোণার খনিতেও সহসা এক সঙ্গে এক তাল সোণা পাওয়া যায় না, সুবর্ণ-রেখা নদীতেও সোণা এক এক কণা করিয়াই সংগ্রহ করিতে করিতে তাহা বৃহদায়তন একটী স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হয়। জগতের কল্যাণও তেমনি হঠাৎ একটা স্থানে বিরাট আকারে সাধিত হয় না। কণা কণা করিয়া কল্যাণ আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে সহসা একদিন লোকলোচনের সমক্ষে বিশাল বপু লইয়া নিজেকে তুলিয়া ধরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশল অতি বৃহৎ কুশলের অগ্রদূত বা অগ্রজন্মা এই ভাবেই হয়। একজনের ভিতরে সদ্ভাবের মুকুল ফুটিলে তাহার সৌরভ অন্য একজনের মুকুলিত সদ্ভাবকে পরিপূর্ণ ভাবে কুসুমিত করে এবং ধীরে ধীরে এই ব্যাপারটাই চলিতে

চলিতে সমস্ত কানন-কান্তার কুসুম-সুরভিতে ভরিয়া যায় এবং তখন ছাঁকে ছাঁকে মধুপপুঞ্জ মধুরস আস্বাদন করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। একটী ক্ষুদ্র সহরের দরিদ্র একটী আবাসে একটী প্রায় নিরক্ষরা রমণী যে প্রেরণাটুকু দুই একজনকে দিল, তাহাই আস্তে আস্তে মধুক্ষরা এক বিরাট উৎসবস্থলী রচনা করিয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র আরম্ভের এইরূপ বিরাট পরিণতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রতি পাতায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

যুবক-সমাজ উন্মার্গগামী হইয়াছে ইহা সত্য। যাহারা দুর্নীতির কুপথ ধরে নাই, এমন তরুণেরাও হয়ত ভ্রান্ত আদর্শবাদের প্রবল প্লাবনে "মহৎ কাজ করিতেছি" ভাবিয়া সর্ব্বনাশকর নিদারুণ ব্যসনে প্রমত্ত হইয়াছে। যাহাদের আদর্শবাদের কোনও বালাই নাই, তাহারা সুজননিন্দিত সন্নীতিবহির্ভূত সজ্জন-গর্হিত বিপথে নির্ভয়ে পাদচারণা করিয়া নিজেদিগকে বড়ই বাহাদুর মনে করিতেছে। এইরূপ দুরবস্থাতেও তোমাদের হতাশ হইবার উপায় নাই। যাহারা কথা শোনে, তাহাদিগকে আত্মস্থ হইবার উপদেশ দিতে হইবে। যাহারা কথা শোনে না, তাহাদের সম্পর্কেও হাল ছাড়িয়া দিবার কারণ দেখি না, তাহাদিগের জন্য একাগ্র মনে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতে হইবে। চিরকাল ইহাদের এক ভাবে যাইবে না। আর ইহাদের পরবর্ত্তী কিশোরেরাও যে ইহাদের পদাঙ্ক সুনিশ্চিতই অনুসরণ করিবে, তাহারও কোনও সুনিশ্চিয়তা নাই। সুতরাং হতাশ হইবার কারণ কিছুই দেখি না। যদি দৈববশে

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

যুবক-সমাজের একটা প্রজন্ম বৃথাই হইয়া যায়, তথাপি পরবর্ত্তী প্রজন্ম সম্পর্কে আশা ছাড়িয়া দেওয়ার কোনও অর্থ নাই।

যাহারা তোমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া নিজেদের মনে করে, তাহাদের মধ্যেও কতজনে থিয়েটার-সিনেমার পথে, চা-চুরুট-বিড়ির পথে কত যে অপব্যয় করিতেছে, কত যে সম্পদ নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া তুমি ব্যথিত হইয়াছ। আমিও ইহা ভাবিয়া খুবই ব্যথিত হই। একজনে যুক্তি দিয়াছে,—"আমরা যদি চা ও বিড়ি ত্যাগ করি, তাহা হইলে চা-শিল্প ও বিড়ি-শিল্প অবলম্বন করিয়া যে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহারা বেকার হইবে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং চাও ছাড়িব না, বিড়িও না।" এই যুক্তি কতখানি গ্রাহ্য হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। চা বা বিড়ি যাহারা খায়, তাহারা ঐ ঐ শিল্পে জীবিকার্জ্জনরত লোকদের দারিদ্র্য-দুঃখ বিদূরণের সুমহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাহা খায় না, খায় নেশার বশে। থিয়েটার-সিনেমা যাহারা দেখে, তাহারা ঐ শিল্পে আত্ম-নিয়োজিত শিল্পীদের অন্ন-সংস্থানের সুমহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বক্স-অফিসে গিয়া টিকিট কেনে না, কেনে নিতান্তই একটু আনন্দ লাভের আগ্রহে। মানুষ বিড়ি-পান-সিগারেট খায়, ছায়াছবি বা নাটক দেখে নিজের প্রয়োজনে, উক্ত শিল্পে নিয়োজিত পরিশ্রমী কর্ম্মী ও শিল্পীদের অন্ন-সংস্থান করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে নয়। উদ্দেশ্য দিয়াই যুক্তির সঙ্গতি-বিচার হইবে, অত্যধিক আওয়াজ করিয়া কোনও একটা কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই তাহা যুক্তি-সঙ্গত হইয়া পড়ে না।

একথা যথার্থ যে সাধারণ আয়ের মানুষ মাত্রই নিজেদের চিরপ্রথাগত বা অভ্যাসার্জ্জিত ব্যয়ের মাত্রা কমাইয়া সদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য-অঞ্চল-নিবাসী আমার দুই একটী রিয়াং সন্তান দুই বৎসর "গুয়াপান" খাওয়া হইতে বিরত হইয়া সঞ্চিত অর্থ সৎকার্য্যের জন্য দিয়াছে। আসাম ডিগবয় হইতে অদ্য প্রায় সমপরিমাণ অর্থের একটী ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট আমার আর একটী সন্তান পাঠাইয়াছে তাহার নিয়মিত চাকুরীর উপরে ওভার-টাইম খাটিয়া যে অর্থ পাইয়াছে, তাহা হইতে। ত্রিপুরা-তেলিয়ামুড়া হইতে তোমার এক গুরুভ্রাতা নিজ সেলুনের পিছনের স্বল্প জমিতে যে পুঁইশাক করিয়াছিল, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংসারে খরচ না করিয়া সৎকার্য্যের জন্য এখানে পাঠাইয়াছে। ইহারা সকলেই স্বল্পবিত্ত ব্যক্তি কিন্তু মনের জোর থাকাতে সৎকার্য্যের জন্য অল্প-স্বল্প সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে এবং তাহার সদ্ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাছাড়-করিমগঞ্জ- বাসিনী তোমার এক কুমারী ভগিনী নির্ব্বাচন-সময়ে অস্থায়ী এক চাকুরী পাইয়া তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া কিছু পাঠাইয়াছে। এরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে এই ধারণাটী স্বচ্ছন্দে করা যায় যে, সৎকার্য্যটী যেখানেই হউক, তাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজনে অতি সাধারণ আয়ের মানুষেরা কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই সঞ্চয় করিতে পারে। কিন্তু এই সঞ্চয়-প্রয়াসকে সফল করিতে হইলে নিজের অভ্যস্ত কতকগুলি ব্যয়ের উপরে কাঁচি চালাইবার জন্য প্রস্তুত

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইতে হইবে। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট মনুষ্য-সমাজের এমন কি মহান্ উপকারটী করিয়াছে যে ইহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ চলিবে না? ইচ্ছা করিলেই যে-কোনও অভ্যাস পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করা যায়। ইচ্ছার জোরটাই হইল প্রধান কথা। কথা কহিলে যাহারা শুনিবে বলিয়া মনে কর, তাহাদিগকে নিশ্চিতই বলিতে হইবে যে, সৎকার্য্যে অর্থদান করুক বা না করুক নিজের আর্থিক সঞ্চয় বাড়াইবার জন্য হইলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবর্জ্জন-সাধ্য ব্যয়বহুল অভ্যাসগুলি ত্যাগ করুক। দুই এক জনকে একবার বলিয়াই দেখ না যে, কাজ কিছু হয় কিনা। কেবল মনে মনে কথা আলোচনা করিলেই হইবে না। আর, যদি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দুই একজনকে পথে আনিতে পার, তবে অচিরকালমধ্যেই দেখিবে যে, একজনের দৃষ্টান্ত আরও দুই চারি জনে অনুসরণ করিতেছে। জগতে সকল কাজই প্রথমে একজনে আর দুই জনে সুরু করে, পরে সেই কাজে শত শত জন যোগদান করে।

তোমরা খুব ঘটা করিয়া আমার জন্মোৎসব কর, ইহা আমি চাহি না। জন্মোৎসবে অর্থের অপচয় না করিয়া স্থায়ী সৎকর্ম্মে যতটুকু অর্থ বিনিযোগ করা যায়, ততটুকু দ্বারাই মনুষ্য-সমাজ উপকৃত হয়। বলিতে কি, জন্মোৎসব নামে কোনও অনুষ্ঠান আমার সম্মানার্থে, স্মরণার্থে বা প্রীত্যর্থে হউক, এমন কোনও চিন্তাই আমার মনে কখনো ছিল না। কোনও একটা বিশেষ কারণে মোচাগড়াতে একটী উৎসব একদিন হইয়াছিল এবং আমি সেদিন কথায় কথায় প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, এই দিনটা আমার জন্মদিন।

তারপর হইতেই দেখিতে না দেখিতে চারিদিকে প্রতি বৎসরই একটা জন্মোৎসবের হিড়িক পড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম আমি ইহাতে দারুণ বাধা দিয়াছি কিন্তু আমার প্রদত্ত বাধা যেন বন্যার জলে ভাসিয়া গেল। তখন ভাবিলাম, মন্দ কি, একটা অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রিয়-সন্তানেরা ও বন্ধু-বান্ধবেরা একটু আনন্দ আস্বাদন করে বা অন্তরে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটায়, ইহাতে আমার আর আপত্তি করার কি আছে? সেই দিক হইতে বিচার করিলে জন্মোৎসবের একটা সার্থকতা আমাকে স্বীকার করিতেই হয়। এই উপলক্ষ্যে আমার সারা জীবনের চিন্তা-ভাবনাগুলি, আমার কর্ম্ম ও চেষ্টাগুলি, আমার নীতি এবং আদর্শগুলি নিয়া অনেকের মধ্যে আলোচনা হয়, অনেকের মনে আলোড়ন আসে, ইহা খারাপ কিছু নহে। সুতরাং জন্মোৎসবের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ আমি একটা প্রকৃত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে যত্নশীল এবং যতক্ষণ আমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম অন্যের হিতসাধনে চেষ্টিত বা সমর্থ। ফলে আমার তরফ হইতে যে সকল তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আমি তুলিয়া নিয়াছি। এই সুযোগ তোমরা কেহ কেহ নিয়াছ। বিগত তেইশটী বৎসর ধরিয়া তুমি তোমার ঐ ক্ষুদ্র সহরে নিজের প্রাণ জ্বালাইয়া জন্মোৎসবটী করিয়া আসিতেছ। তোমার জীবৎকালে তুমি তোমার এই একটী বাৎসরিক কাজ যে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। ছাড়িতে যখন পারিবে না, তখন ছাড়িবার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা তেইশটী বৎসর

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অকপট নিষ্ঠায় করিয়া আসিয়াছ, তাহা জীবনের বাকী কয়টী বৎসর মহোল্লাসে করিয়া যাও। আমি তোমাকে অবাধ ছাড়পত্র লিখিয়া দিলাম। তবে লক্ষ্য রাখিও যে, সাময়িক এই উৎসবের ফলে জগতের স্থায়ী কল্যাণ কি করিয়া হইতে পারে।

উৎসবের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য কাহারও কাছে তুমি কিছু চাহ না, ইহা অত্যুত্তম কথা। অভিক্ষু অযাচক অপ্রার্থী সন্ন্যাসীর সন্তান আবার লোকের কাছে চাহিতে, মাগিতে, যাচিতে যাইবে কেন? না চাহিতে যাহা আপনা আপনি আসে, তাহার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। অন্যান্য গুরুদেবদের শিষ্যদের শ্রীগুরু-জন্মোৎসবে বিরাট আড়ম্বর-পূর্ণ কার্য্যতালিকা গৃহীত হইতেছে দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে যাইও না। মনে রাখিও, এমন একটী লোকের জন্মোৎসব করিতে যাইতেছ, যাহার জীবনের শতকরা আশি-নব্বইটী ঘটনার কথা জগদ্বাসী জানে না বা কখনো জানিতে পারিবে না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার আগ্রহ আমার এত অধিক যে, অনেক অনেক কাহিনী আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। তদুপরি, সত্য ও নির্ভেজাল ঘটনাও অতি সাধারণ মানুষের জীবনেও এমন অনেকই ঘটে, যাহা প্রকাশ করিয়া ধরিলে চমৎকারিত্বের জন্য তাহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ দিয়া তর্কের ঝড় আমন্ত্রণ করিবার কি আবশ্যকতা আছে? সাধারণ দৃষ্টিতে অতি সাধারণ ঘটনাবলির মধ্য দিয়া তোমরা যে আমাকে যাহা দেখিয়াছ বা বুঝিয়াছ, আমি তাহার চাইতে এক কণাও বেশী

হইয়া তোমাদের নিকটে প্রতীয়মান হইতে চাহি না। সুতরাং আমার জন্মোৎসবকে একটা আড়ম্বরের ব্যাপারে পরিণত করিলে ঐ আড়ম্বরের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তোমাদিগকে অনেক আজগুবি ও অসত্য কাহিনী রচনা করিতে হইবে,—ঠিক যেই ব্যাপারটা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। অনাড়ম্বর থাকিতে হইলে যাচ্ঞা করা বর্জ্জন করিতেই হইবে। চাহিয়া মাগিয়া অর্থ বা তৈজসপত্র আনিয়া শেষটায় আড়ম্বর না করিলে অপরের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিবে। কাহারও কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা না করিয়া যদি জন্মোৎসবটী করিতে পার, তাহা হইলে আমার জীবন-নীতি ও কর্ম্মরীতির সহিত তোমরা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে বলিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিবে।

কিন্তু উৎসব এমনই একটা ব্যাপার, যাহা একাকী হয় না। দশ জনে না মিলিলে উৎসব জমে না। সকলকে লইয়া যে একটা মেলা বসিয়া গেল, উৎসবের ইহাই হইতেছে সবচেয়ে বড় উপাঙ্গ। উৎসবের আসল প্রেরণা। আদর্শে কিন্তু তারপরেই স্থান মেলার বা মিলনীভূত মানবযূথের বিরাট সঙ্কলনের। আজও কত কত স্থানে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা নির্দ্দিষ্ট তিথিতে শত শত মানুষের মেলা বসে, দোকান-পাট, ফানুশফুলঝুরি, বেচা-কেনা, যাওয়া-আসা সবই সেখানে উপলক্ষ্য, আসল উৎসব সকলের সম্মিলিত সুবিশাল জনারণ্যের চলমান ও হাস্যমুখর সৌন্দর্য্য। কুম্ভ-মহাকুম্ভের মেলাই বল আর মেহার, সীতাকুণ্ড শোণপুরের মেলাই বল, সব মেলারই আসল উৎসব মানুষের সমাগমে। তুমি যদি

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

একাই উৎসব করিতে চাহ, তবে মানুষের মেলা বসিবে কি করিয়া? এই জন্যই অন্যকে ডাকিতে হইবে, দূরের মানুষকে কাছে টানিতে হইবে, আত্মাভিমান পরিহার করিতে হইবে, কেহ আসিয়া দুইটী কাণাকড়ি বা পাঁচটী ক্ষুদের কণা স্বেচ্ছায় দিলে তাহাকে সাত রাজার ধন মাণিক বলিয়া সাদরে সসম্মানে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা নামেই তোমার উৎসব হইবে, প্রকৃত উৎসব জমিবে না।

আমার পীড়া শুনিয়া তোমরা সকলে মিলিয়া সকলের আয়ু আমাকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়া পত্র লিখিয়াছ। ইহার মধ্যে তোমাদের অন্তরের অপরূপ প্রেমবস্তুকে আমি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। জগতে সব কিছুই অনিত্য, একমাত্র প্রেমই সত্য। তোমরা নিজেদের আয়ু কমাইয়া আমার আয়ু বাড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সেই শাশ্বত বস্তুর অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ লাভ করিয়া ধন্য হইলে। আর, সত্য সত্যই একজন তাহার আয়ু অপর জনকে দিতে যে পারে, এমন দৃষ্টান্ত দুই একটা আমার চখের উপরে ঘটিয়াছে। এক সময়ে আমি নিজে নিজ পরমায়ু দুই একজন প্রিয় ব্যক্তিকে দিবার চেষ্টা করিয়া সত্যিকারের মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তিকে জীবিতের জগতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া কামনা করিলে কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজনের আয়ুদানের দ্বারা অন্য জনের আয়ুর্বৃদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের আয়ু যদি আমাকে দান করিতে বস, তাহা হইলে আমাকে ত' এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর

নিয়া সহস্রাধিক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ততদিন এই মরদেহে বাঁচিয়া থাকা কি সত্যই খুব বাঞ্ছনীয় বা লোভনীয় হইবে? সেই বাঁচা সত্য সত্য লাভজনক হইবে কি? আয়ুই আমাকে দিতে পারিবে কিন্তু হারাণো দিনের পলাতক কৈশোর, বিলীন যৌবন, অস্থবির প্রৌঢ়ত্ব আমাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবে কি? পুরু তাহার পিতা যযাতিকে নিজ যৌবন দান করিলেন, অবশ্য যযাতি সেই যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা, আমাদের জানা নাই। কেহ কি আমার এই বৃদ্ধ দেহকে যৌবন দান করিতে পারিবে যে আমি ঘণ্টায় আট মাইল বেগে পথ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যহ আট ঘণ্টায় চৌষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিত্য নূতন স্থানে যাইয়া বজ্রকণ্ঠে অমৃতের বাণী উচ্চারণ করিব এবং ঘুমন্ত প্রাণ জাগাইব, ডুবন্ত সূর্য্যকে অন্ধতমসার আবরণ হইতে টানিয়া আনিয়া মধ্যাহ্ন-গগনে স্থাপন করিব? জরাকে অতিক্রম করিবার উপায় যখন নাই, তখন এই মরণশীল ক্ষণভঙ্গুর দেহেই সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে আমি চাহি না। যে কয়দিন স্বাভাবিক ভাবে এই দেহ চলে, সেই কয়দিন তোমাদের সকলের জন্য তোমাদের সকলের সাথে অফুরন্ত উৎসাহে ও দুরন্ত দুর্দ্দাম বেগে কাজ করিয়া যাইতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি। তবে আমার জন্য তোমাদের আয়ুদানের আগ্রহ দেখিয়া বুঝিতেছি যে, তোমার মতন পাগল ছেলেমেয়ে যদি আমার অনেকগুলি থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর আমি বাঁচিয়া থাকিব। এক প্রকারের বাঁচা আছে, যাহা দেহের বাঁচন-মরণের অপেক্ষায় থাকে না।

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

শ্রীমান স—কে দুশ্চিন্তা করিতে নিষেধ করিও। সে আমার স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পর্কে অতি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছে। তারপর হইতেই দিনরাত্রি হা-হুতাশে কাটাইতেছে। তাহাকে মনের উদ্বেগ দুর করিয়া দিতে বলিও। সে আমার অকপট ভক্ত। তার ভালবাসা গভীর। অতীতের কয়েকটী ঘটনার মধ্য দিয়াই তাহার সুতীব্র অনুরাগ এবং বদ্ধমূল প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি। ভালবাসা এক আশ্চর্য্য বস্তু, ইহা থাকিলে অন্তরে আনন্দের আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। আবার, ইহা থাকিলে জ্বালা-যন্ত্রণারও অবধি থাকে না। প্রকৃত ভালবাসা কামক্রোধ-লোভকে একেবারে দাবাইয়া দেয় কিন্তু ভালবাসার জনের জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দেয়। কিন্তু আমি ত' নিত্য, সত্য, সনাতন, শাশ্বত বস্তু, আমার ত' বিনাশ নাই। প্রকৃতির নিয়মে, ঈশ্বরের বিধানে আমার জড় দেহটীর কখন কি হইল, ইহা নিয়া কেন দুশ্চিন্তা সে করিবে? এখন আমার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। এখন আমি আগের চেয়ে অধিক শ্রম করিতে পারি। তবে সাবধানে শরীর-চালনা করিতেছি, ক্লান্তি আসিবার আগেই বিশ্রাম নিতেছি। জলের টবে বসিয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসা গ্রহণ করিতেছি। মনে হয় শীঘ্রই পূর্ণতঃ কর্ম্মক্ষম হইবে।

সবাই মিলিয়া আমার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমরা উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখিতেছ কেন? অন্যরূপ স্বপ্ন কি দেখা যায় না? দেখা কি যায় না যে আমার অঙ্গুলী-হেলনে লক্ষ লক্ষ শবদেহ

কবর হইতে উঠিয়া নূতন দেহে নূতন মনে নূতনতর কর্ম্মে কর-সঞ্চালন করিতেছে, নূতন করিয়া বাহু প্রসারণ করিতেছে, নূতন এক পৃথিবীর সৃষ্টি করিবার জন্য জীবনপাত করিতেছে? স্বপ্ন কি দেখা যায় না যে মরুভূমি-তুল্য জলহীন প্রান্তরগুলির মধ্য দিয়া নূতন জীবনের প্রস্রবণ-ধারা বহিয়া যাইতেছে, আর আমার অঙ্গুলী-হেলনে তোমরা সহস্র সহস্র জনে কোদাল-গাইতি-খন্তা-শাবল নিয়া সেই জলধারাকে নানা দিকে নানা দেশে প্রসারিত করিয়া দিতেছ, যাহাতে জগতে একটী দেশও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়া না থাকে, একটী ভূমিখণ্ডও নিষ্ফলা না হয়। স্বপ্ন কি দেখা যায় না যে, আমার এক একটা অকৃত্রিম শুভেচ্ছা অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনাগত মানব-কুলের জন্য নিত্য নূতন কল্যাণ-সাধনার প্রশস্ত রাজরথ্যা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে? স্বপ্ন কি দেখা যায় না যে, অগণিত শোষণহীন মানুষের আত্ম-নির্ভর স্বাধীনতাকে আশ্রয় করিয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহল-জর্জ্জরিত দুঃখক্লিষ্ট ধরণীতে শান্তির এক অভাবনীয় স্বর্ণযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে? আমাকে লইয়া স্বপ্ন দেখিতে হয় ত' এভাবে স্বপ্ন দেখ। আমার জড় দেহ মরিল কি থাকিল, ইহা দেখিবার মতন কোনও দৃশ্য নহে।

দুই একটী দরদী ছেলের প্রসঙ্গ তোমার পত্রে পাঠ করিলাম। প্রকৃত দরদী ভক্তেরা মুখে কথা কম বলে কিন্তু কাজের সময়ে নিজেদের পটুত্ব প্রকাশে সুদক্ষ। এমন ছেলেদের খুঁজিয়া পাতিয়া

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

বাহির কর। সঙ্ঘই বল, সমাজই বল, দেশই বল আর জাতিই বল, এইরূপ ছেলেমেয়েরা দেশের অলঙ্কার। ইহারা দেশের সম্পদ এবং দেশের গৌরব। লাউডস্পীকারের মত বিকট কণ্ঠে কেবল চীৎকার করিয়া যাহারা কর্ম্মক্ষেত্র মাৎ করিয়া দিতে চাহে, তাহারা কিছুই নহে, প্রেতের ছায়া মাত্র। তাহারা যদি আংশিক ভাবেও বাস্তবের ছায়া হইত, তাহা হইলে ঐ ছায়ার প্রতিও মায়া পোষণের সঙ্গত হেতু কিছু থাকিত। ইহারা প্রেতের ছায়া, যেই প্রেত দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিতে ভয় পায়, যেই প্রেত কেহ মরিবার পরে অশরীরী কায়া নিয়া কল্পনাকে স্তব্ধ করিয়া শুধু আতঙ্কের আবহাওয়ার করে সৃষ্টি। প্রকৃত দরদীদিগকে খুঁজিয়া বাহির কর। দরদীরা কদাচ বহ্বাস্ফোটনে আকাশ বাতাস মথিত করে না।

কিন্তু প্রকৃত দরদের সৃষ্টি সাধন-পরায়ণতায়। সাধন করিতে করিতে প্রেম আসে। দরদ প্রেমেরই একটা সজল বিকাশ, প্রেমেরই একটা তরল মূর্ত্তি। সাধনে প্রত্যেকে মনোনিবেশ করুক। তবে ত' প্রেমের পরিচয় পাইবে, তবে ত' প্রেমিক হইবে, তবে ত' নিজ জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে যথার্থ প্রেমকে প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারিবে। অন্যে অবিশ্বাস করে করুক কিন্তু তোমরা কদাচ একথা অবিশ্বাস করিও না যে, সাধন করিতে করিতেই প্রকৃত প্রেম জাগিবে, কারণ সাধন করিতে করিতেই তোমরা প্রকৃত প্রেমাস্পদকে চিনিবে।

তোমার ছেলে বা নাতির রাহুর দশা পড়িয়াছে এবং এইজন্য চিন্তিত হইয়াছ। নানা জনে নানা প্রতীকারের কথা বলিতেছে এবং তাহাদের ঘ্যান-ঘ্যানানি প্যান-প্যানানি শুনিতে শুনিতে তোমার কাণের পোকা বাহির হইয়া যাইতেছে। বেশ কথা। রাহু, কেতু, শনি প্রভৃতিরা প্রতিজনে এক একটা গ্রহ। শত শত কোটি কোটি গ্রহদের যিনি সৃষ্টি করিলেন, গ্রহ-বৈগুণ্য শুনিলে একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে, গ্রহদের নহে। এই সকল গ্রহের একদা সৃষ্টি হইয়াছিল পুনরায় একদা বিনাশ পাইবে বলিয়া। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, গ্রহগুলির আদিম উত্তাপ দিনের পর দিন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। একেবারে নিরুত্তাপ হইলে একটা গ্রহও আর গ্রহ থাকিবে না। গ্রহেরা নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে সময়ে দুশ্চিন্তায় অধীর, সেই সময়ে এই সকল গ্রহের কোপের চিন্তা করিয়া তুমি আবার আকুল হইবে কেন? অবশ্য সংস্কার-বশে গ্রহ-বৈগুণ্যকে যদি সম্মান দিতেই হয়, তবে গ্রহকোপ নিবারণের জন্য সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান কর, উদয়াস্ত হরিওঁ নামকীর্ত্তন কর, এবং তদুপলক্ষ্যে নিরন্ন দরিদ্রকে যতটা পার, অন্নদান কর। গ্রহাচার্য্য ও পুরোহিতেরা তোমাকে যে নানারূপ অনুষ্ঠান করিতে বলেন, তাহার একটী কারণ তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে লব্ধ এক মনঃসংস্কার, অন্য কারণটী হইতেছে এই উপলক্ষ্যে দু'দশটী মুদ্রা, দুই চারিটী নারিকেল, সামান্য কিছু তৈজস-পত্র, দুই একখানা বস্ত্র ও গাত্র-মার্জ্জনী উপার্জ্জন করিয়া সংসারের

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

দারিদ্র্য-মোচন করা। ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান যখন কাহারও কাহারও দারিদ্র্য-মোচনের মুখ্য উপায় রূপে গৃহীত হয়, তখন ইহাকে আড়ম্বরপূর্ণ করিবার দিকে ঝোঁক জন্মা নিতান্তই স্বাভাবিক। অখণ্ডপরমানন্দ অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে যদি বিশ্বাস রাখ, তাহা হইলে এই সব হাঙ্গামায় তোমার যাইতে হইবে কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সমাপ্ত

"অখণ্ড অমৃতময়
নামে করি' দেহক্ষয়,
জীবন সার্থক হবে
মরণেও বিশ্বজয়।
মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই
দুঃখ নাই তার তরে,
অবিরাম অণুক্ষণ
নামের যে সেবা করে ।।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সা[illegible]
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-93-94394-16-2

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD
Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD